

বাংস্যাইন

কামসূত্র



বাংস্যাইন

DYAMOND
SERIES

কামসূত্র



বিষয় সূচী

বৎসায়ন অঙ্গুলিমের প্রেত বৌন বিশ্বেরভূমের অন্যতম।
শুধু ভারতে নয়, বিদেশেও তাঁর রচিত ‘কামসূত্র’ প্রশংসা
অর্জন করেছে।

তাঁর ‘কামসূত্র’ কামকলার অনূপম গ্রহণ্য বটেই, সঙ্গে সঙ্গে
এগ্রহ প্রাচীন ভারতবর্ষের জৈবনৈবনের বৌন আচার-
ব্যবহার সম্পর্কে পরিচয় প্রদান করে।

এই বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থটির সংক্ষিপ্ত রূপ পোঁছে দেওয়া
হল আপনাদের হাতে।

(১) ত্রিবর্গ	৫
(২) চৌধৃতি কামকলা	৮
(৩) শয়নকক্ষ এবং রতিসদন	১০
(৪) বিলাসী নাগরিকের দিনচর্যা	১১
(৫) নায়িকার প্রকারভেদ	১৩
(৬) নায়ক-নায়িকার প্রকারভেদ	১৬
(৭) নায়িকা-বিচার—পদ্মিনী-চিত্রিনী-শঙ্গিনী	১৮
(৮) আলিঙ্গন	২৪
(৯) চুম্বন	২৬
(১০) নথকৃত	৩০
(১১) দন্ত-দংশন	৩২
(১২) আসন	৩৫
(১৩) প্রহার ও সীৎকার	৪০
(১৪) বিপরীত রতি	৪৩
(১৫) মুখমেথুন	৪৫

(১৬) রাতি-র আরম্ভ ও অন্তের কর্তব্য	৮৭
(১৭) প্রণয় কলহ	৫০
(১৮) বিবাহ	৫১
(১৯) নববধূর বিশ্বাস জাগ্রত করা	৫৪
(২০) গান্ধৰ্ব বিবাহ	৫৮
(২১) নারিকা প্রাণ্তির উপায়	৬১
(২২) স্বয়ংবর	৬৩
(২৩) অসুরাদি বিবাহ	৬৪
(২৪) গৃহিণীর কর্তব্য	৬৬
(২৫) পুনর্ভূ	৬৯
(২৬) অক্ষঃপুর	৭০
(২৭) পরদারগমন	৭২
(২৮) দৃতীর কাজ	৭৯
(২৯) রাজাগণের বিলাস	৮৪
(৩০) অক্ষঃপুরের বিলাস	৮৬
(৩১) বেশ্যাগমন	৯১
(৩২) ওমুখ এবং শুঙ্গার-প্রসাধন-বাজীকরণ	১১৭

১. ত্রিবর্গ

আচার্য বাংস্যাইন রচিত ‘কামসূত্র’ কাম-বিজ্ঞান বিষয়ে একটি আশ্চর্যজনক মহান গ্রন্থ। ‘কাম’-এর মত একটি স্পর্শকাত্তর বিষয়ে লেখকের কত বিত্তুত অব্যুত্প ও অধ্যয়ন ছিল, তা শুধু এই গ্রন্থটি পড়ে শেষ করার পরেই বোঝা যায় – এমনও মনে হয়, যেন এই গ্রন্থের লেখক কোন দৈবী প্রেরণার বশবত্তী হয়েই গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন।

‘কামসূত্রে’ ছত্রিশ অধ্যায়, চৌষাট্টি প্রকারণ, সাত অধিকবরণ ও একহাজার দু'শ পঞ্চাশটি খোক আছে। অনুমান করা হয় ‘কামসূত্র’ রচনার কাজটি সম্পন্ন হয় প্রথম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কোন এক সময়।

ঝজ্জা-পুত্র মনু ‘ধর্ম’ বিষয়ে পুনৰুৎক রচনা করেছেন। দেবগুরু বৃহস্পতি রচনা করেন ‘অর্ধশাস্ত্র’। আর দেবদিদেব মহাদেবের শিষ্য মন্দী এক হাজার অধ্যায় বিশিষ্ট ‘কামসূত্র’ গ্রন্থ রচনা করেন।

এর পরে খেতকেতু, আচার্য দট্টক, শৰ্ণনাত, ঘোটকমুখ, গোণিকাপুত্র ও কৃত্মার প্রমুখ আচার্য কামশাস্ত্র বিষয়ক বিভিন্ন পুনৰুৎক রচনা করেন। আচার্য বাংস্যাইন এই সমস্ত গ্রন্থের সার সংগ্রহ করে ‘কামসূত্র’ গ্রন্থটি রচনা করেন।

গ্রন্থাবশে আচার্য বাংস্যাইন মঙ্গলাচরণ করেছেন। মঙ্গলাচরণে ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গের প্রতি প্রণাম জানিয়েছেন। ধর্ম মানবজীবনের অভিন্ন অঙ্গ। শাস্ত্র-লিখিত বিধি-জনসারে ধর্মাচরণ

করলে সুখলাভ হয়, দৈশ্বর প্রসন্ন হন এবং মানুষ ইহলোক ও পরলোক - সর্বত্রই পৃজিত হয়, ধর্ম সুবিনাশাত্ত্ব বটে, আবার থনের বৃক্ষকও বটে। ধর্ম মহান এবং এর থেকে 'মোক্ষ' লাভ ঘটে। ধর্মবিহীন কাম ও অর্থ নিষ্পত্তির সিদ্ধ হয়।

অর্থ—ধন, সম্পত্তি, সোনা ও জমিজমা প্রাপ্ত হবার অবলম্বন। অর্থ অর্থাতে টাকাপরসনা দ্বারাই এই নব বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃক্ষ ঘটে। অর্থ লোভ ঘটে রাজাধিকারীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন ও বাণিজ্যকলায় নিপুণতার দ্বারা। অর্থপ্রাপ্তি গৃহস্থ জীবনের ধর্মচরণগুলি পালন করার জন্য অত্যাবশ্যক।

কাম—শব্দ, রূপ, রস, স্পর্শ এবং গক্ষের মাধ্যমে প্রাপ্ত ইন্দ্রিয় সূচৈর সাধন। ইন্দ্রিয় সূচৈর লালনা ত্বক্ষির জন্য গৃহস্থ জীবন অতি আবশ্যিক। এতে সমাজের রক্ষা, বৃক্ষ ও উন্নতি হয়। কাম বাসনা যদি অত্যন্ত থাকে, তাহলে সমাজে দুর্নীতি, দুরাচার, অশান্তি ও ব্যাপ্তিচার ছড়িয়ে পড়ে। মানব জীবনের দুটি মার্গ, প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি। নিবৃত্তি মার্গ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য, এইজন্য গৃহস্থ-আশ্রমের মাধ্যমে প্রবৃত্তি মার্গই প্রশংসন ও সুগম। সংসারে সুখলাভের দুটি মাত্র প্রধান অবলম্বন—ভগবৎ পুজা ও তার প্রাণীদের সেবা করা। এবং সদাচারিণী, সুন্দরী ও সুযোগ্যা পত্নীর প্রেম ও সহবাস।

এইভাবেই মানুষের ধর্ম, অর্থ এবং কাম এই ত্রিবর্গের বিচারপূর্বক সেবন করা উচিত। শুধুমাত্র দৈশ্বরোপাসনা করা এবং কাম ও অর্থ ত্যাগ করা—সাধারণ মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। কেবলমাত্র অর্থিক

উন্নতি মানুষকে সদগুণহীন, লোভী ও স্বার্থপূর করে তোলে। শুধুমাত্র কাম-ত্বক্ষি হলে মানুষ ও পশুর মধ্যে কোন তফাও থাকে না। 'কাম' হল ধর্ম ও অর্থের সাধক, বাধক নয়। যদি 'কাম' ধর্মহীন ও অর্থসম্পদহীন হয়ে পড়ে, তাহলে কাম ত্যাগ করাই ভাল।

বালাবস্থা এবং কৌমার্য-কালে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে বিদ্যা অধ্যয়ন করা উচিত, যাতে ভবিষ্যতে অর্থ-উপার্জনের সুবিধা হয়। যুবাবস্থায় কানের সংবয় ও উপভোগ কর্তব্য। বৃক্ষাবস্থায় ধর্ম ও মোক্ষের অনুষ্ঠান করা উচিত।

জীবনকে ক্ষণ-ভদ্রুর জেনে যথসাধা ধর্ম, অর্থ ও কানের উপযোগ (ব্যবহার) করা উচিত। কিন্তু কুমার অবস্থায় তুল করেও রতিসূচে লিঙ্গ হওয়া উচিত নয়।

প্রত্যেক আশ্রমের (যেমন গৃহস্থ আশ্রম, ব্রহ্মচর্য আশ্রম, বাণহস্তাশ্রম ও সন্ন্যাসাশ্রম) পালনীয় ধর্ম প্রথক প্রথক। এক আশ্রমের ধর্মক্রত্যাগলি ভালভাবে পালন করার পরেই অন্য আশ্রমের ধর্ম অবলম্বন করা কর্তব্য।

'ধৰ্মসূত্র'র প্রধান বিষয়বস্তু যদিও কাম সম্পর্কীয় জ্ঞান পরিবেশন করা, কিন্তু যেহেতু কানের সঙ্গে ধর্ম ও অর্থের গভীর সম্পর্ক রয়েছে, তাই গ্রহকার আচার্য সেসব বিষয়েরও ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশা ও শূদ্র—প্রতিকেরই কর্তব্য হল পবিত্র মন-বচন ও শুদ্ধাচারিণী-শুজ্ঞাত্বারিবাই করা। এতে ধর্ম, অর্থ এবং সাচা বর্তিসূখ লাভ হয়।

মানুষের কর্তব্য হল : নিজের ভীবনকে চার আশ্রমে বিভক্ত করে ধর্ম, অর্থ ও কামকে এমনভাবে অর্জন ও উপভোগ করা যাতে এবা পরম্পর-সম্পর্কিত হয়। একে অন্যের বাধক না হয়। ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিমূর্তির পারম্পরিক সময় ও সামর্জস্য পরম আবশ্যিক।

২. চৌষট্টি কামকলা

বুদ্ধের কর্তব্য হল ব্রহ্মচর ধারণ করে অবকাশ সময়ে চৌষট্টি কাম কলা অধ্যয়ন করা।

কৃমারী কন্যার গৃহে বসেই কামশাস্ত্র পড়া প্রয়োজন এবং বিবাহের পরে স্থায়ী ইচ্ছানুসারে বিত্তশাস্ত্র পড়া করতব।

কৃমারী যুবতীর একান্তে চৌষট্টি কামকলা অভ্যন্ত করা উচিত। একেত্রে ধাই-মায়ের বিবাহিত কন্যা, স্বীকৃত সম-অবস্থার মাসী, বিষ্ণু বৃন্দা দাসী অথবা বড় বোনের সাহায্য নেয়া যেতে পারে।

নিম্নলিখিত চৌষট্টি কলা শরীর ও মনকে আনন্দে ভরপূর করে এবং জীবনোপযোগী হয় : ১. সংগীত ২. বাদ্য ৩. নৃত্য ৪. চিত্রকলা ৫. ভূজ্ঞারি পরের তিলক রচনা ৬. দেবমন্দিরে চাল ও ফুলের সাজ-সজ্জা ও আলপনা দেয়া ৭. বাসগৃহে পুল্পসজ্জা রচনা ৮. দাঁত, বক্র এবং শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ কুকুরে রাঙানো ৯. গ্রীষ্মকালে পুষ্প শয়া ও ডুমিকে সাজান ১০. খাতু অনুসারে শয়া সাজান ১১. জল-তরঙ্গ বানানো ১২. তলনঞ্জিভোজ, সাঁতার, নিমজ্জনামান ব্যক্তিকে বাচান ১৩. মারন, উচ্চটন, বলীকরণ মন্ত্রনির প্রয়োগ জানা ১৪. পূজন ও শৃঙ্খলের জন্য পুষ্পহর রচনা ১৫. পুস্পের শিরোভূষণ তৈরি করা

১৬. দেশ ও যুগের সীমান্ত অনুযায়ী বস্ত্র, ভূষণ এবং পুষ্পমালা পরিধানের বিধি ১৭. হাতীর দাঁত ও শাঁখের কাণের দুল বানান, কান ও কপাল চম্পন, কুকুর ও কল্পনী দিয়ে সুশোভিত করা ১৮. নানা প্রকার ধূপধূনা, তেল এবং সুগন্ধী দ্রুষ্য প্রস্তুত করা ১৯. অলঙ্কার তৈরির ও পরার কলাকৌশল ২০. ইন্দ্রজাল ২১. রাগস সৌন্দর্য ইত্যাদি বৃক্ষি করা ২২. হাত সাফাই ২৩. রক্তন-বিদ্যা ২৪. মদ, রস, ফলের রসের মদ প্রস্তুতি ২৫. সেলাই ফোড়াই ২৬. বাজিকরের খেলা ২৭. বীণা, ডমরু বাজান ২৮. ধীর্ঘ সমাধান ২৯. প্রতিমালা ৩০. তর্ক-বিতর্কে কঠিন শব্দ-প্রয়োগ ৩১. পৃষ্ঠক অধ্যয়ন ৩২. কাহিনী, নাটক ইত্যাদি শূন্ধার রসের জ্ঞান ৩৩. সমস্যা সমাধান ৩৪. বেত ও কুশের চেয়ার, আসন, চাটাই বানান ৩৫. কোন বস্ত্র পরিষ্কার করা, বাঢ়ান-কমানো, খাতু ও কাঠের অপস্তুর্য বানান ৩৬. ছুতোড় শিল্পীর কাজ ৩৭. বাস্তু-বিদ্যা ৩৮. রত্ন বিচার ৩৯. ধাতু-বিচার ৪০. মণি-মাণিক্যের গুণ বিচার ও প্রয়োগ কৌশল ৪১. পশুপারী ধরায় কৌশল ৪২. ঘোড়, মুগা লড়াই ৪৩. ময়না ইত্যাদি পাখিকে বুলি শেখানো ৪৪. মালিশ ও কেশ-মান ৪৫. সাংকেতিক গুপ্তভাষা বলা ৪৬. সাংকেতিক গুপ্তভাষা লেখা ও বোঝা ৪৭. অন্য প্রদেশের ভাষা জ্ঞান ৪৮. ফুল দিয়ে রঞ্জ সাজান ৪৯. শুভাশুভ ভূবিষ্যৎ কথন ৫০. বায়ু-যান নির্মাণ ৫১. স্বরণ-শক্তির বিধি ৫২. খেলা ও তর্ক বিতর্কের জন্য পড়াশুনা ৫৩. অন্যের পদ্ধতি বিষয় প্রস্তুত পুনরাবৃত্তি করার ক্ষমতা ৫৪. কাব্য-রচনা ৫৫. শব্দ জ্ঞান ৫৬. ছুঁত করার জন্য কঠিন্তর ও পোশাক বদলান ৫৭. রসশাস্ত্র ও অলঙ্কার-জ্ঞান ৫৮. খেলা গুপ্ত

অঙ্গ আবৃত করা ৫৯. জ্যো খেলা ৬০. পাসা খেলা ৬১. বল, পুরুষ
ইত্যাদি খেলার জিনিস বানান ৬২. আচার-শাস্তি ৬৩. শাস্তি-বিনা ৬৪.
ব্যায়াম এবং মুগয়ায় দক্ষতা।

৩. শয়নকক্ষ এবং রতিসদন

শৃঙ্খল জীবনে ধন অত্যন্ত হাবশ্যক। তাই প্রত্যেক যুবকের
বিদ্যালয়ের হাতে ধলেপজল করা কর্তব্য এবং গৃহাঙ্গামে প্রবেশ
করা উচিত।

গার্হস্থ জীবনযাত্রার জন্য গৃহের প্রয়োজন আবির্সীম। গৃহ
সেখানেই নির্মাণ করা উচিত, বেবানে জীবিকা অর্জনের সুবিধা আছে
এবং নিজস্ব বিদ্যা ও কলা সহানুভূত হ্রাসের উজ্জ্বল সংস্করণ আছে।
গৃহস্থী হওয়া উচিত সূরক্ষিত এবং সামাজিক জীবনের অনুরূপ।
কাছাকাছি কোন সরোবর, বাগান, থাকা বাস্তুনীয়। বাড়িতে প্রত্যেক
কাজের জন্য আলাদা কোঠা থাকা সরকার। শয়নের জন্য দুটি
কক্ষ—একটি ঘুমোনর জন্য, অন্যটি রতিক্রীড়ার জন্য। শয্যা দুটি ঘরেই
আলাদা আলাদা হবে।

রতিসদন বিশেষ শোভাযুক্ত এবং শৃঙ্গারপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন।
শয্যায় শিয়ারের সিকে একটি কুশ-আসন, এবং কাছেই একটি ছেটি
বেদী থাকবে, বেদীর উপরে রতিকালে উপভোগের জন্য চপন,
কুকুর, পুষ্পমালা, গুরুপাত্র, দাম শুশ করার দ্রব্য, দুষ্পুর বায়ু দূর করার
জন্য মাতৃলুঁগের ছাল এবং পান রাখা থাকবে। এছাড়া বিলাসকক্ষে
থাকবে পিকনিনি, খুঁটিতে যীগা, চিহফলক, চির বানানের সামগ্রী, শৃঙ্গার

সাহিত্য এবং কুরংটক পুঁজ্পর মালা যা আলিঙ্গনের চাপে নষ্ট হয়
না।

বিহানার কাছে ঘরের মেঝেতে একটি গোল আসন বিহানো
থাকবে, যাতে বালিশ থাকবে ঠেসান দিয়ে বসে পাশা খেলার জন্য।
শয়নকক্ষের কাছের বাগানে লতা-আছাদিত দোলন-শয্যা থাকবে।
যার উপর প্রেমাস্পদরা রম্যক্রীড়া করতে পারে। কাছেই লতা-গুল-
পুঁজে আছাদিত বেদিকা থাকবে যার উপরে মদিরা ইত্যাদি সামগ্রী
থাকে।

রতি বিলাস-ক্রীড়ার জন্য কোমল ও পরিষ্কার শয্যা প্রয়োজন।
চারপাশে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ থাকবে, ঠান্ডী রাতে শীতল
সমীর প্রবাহিত হবে, গাঢ়ির কুঞ্জন-সঙ্গীত শোনা যাবে। তামুল
(সুপারি), মদিরা, পুষ্পমালা, সুগন্ধিত দ্রব্যাদি, উত্তম বস্ত্র এবং
নবব্যোবনা কার্যনীয় উপস্থিতি—এ সমস্তই কামোদীপনা উৎপন্ন করে।

৪. বিলাসী নাগরিকের দিনচর্চা

নাগরিকের কর্তব্য - প্রতিহ সকালে শৌচাদি করে, দাঁত মেজে,
চন্দন-কুকুরের প্রলেপে লাগিয়ে পুঁজ্পমালা পরিধান করা, ঠেটি
লাঙ্কারসে-রাঙিয়ে, সুরভিত পান খেয়ে অর্থ ও কামের সম্পাদনে
প্রবৃত্ত হওয়া।

প্রতিদিন স্নান, একদিন অন্তর অদুর্ভাবন-দুর্মিন অত্যন্ত জঙ্গায় জল
বুদ্বুদ লাগানো, চারদিন বাদে বাদে সাঁড়ি মোছ কাটানো। পাঁচ-হাজারিন
বাদে বাদে গুঁপ্তানের চুল কাটা বিলাসী নাগরিকের কর্তব্য। বগলের

৫. নায়িকার প্রকারভেদ

যাম সব সময় পুছে ফেলা উচিত। দিপ্রহরের পূর্বে মধ্যাহ্ন ভোজন এবং সন্ধ্যাকালে ভোজন করা কর্তব্য। ভোজনের ঠিক পরে তোতা ময়নাকে সুস্পর ঘূর্ণ-শেখানো, তিতিতে, মুর্গীর লড়াই করান। বিভিন্ন কলা ও জীব্রা করে চিক্ষিলোদন করা এবং চাকর-বাকর ও বিদ্যুৎকণ্ঠের কাঞ্চকর্ম তদারক করা উচিত। গ্রীষ্মকালে দিনের বেলা শোওয়া দোষের নয়।

দিনের তৃতীয় প্রহরে বন্ধ ও অঙ্গুলির পরিধান করে বন্ধুবাকবদের সঙ্গে বিনোদন, মনোরঞ্জন এবং আমোদ-জীব্রা করা যায়। সন্ধ্যাকালে গান-বাজনা করে আনন্দ করা বাহুনীর।

বিলাসী পূরুষ এর পরে রতিসনদনকে সাজিয়ে নায়িকার প্রতীকা করেন। নায়িকাকে ডেকে আনার জন্য দৃঢ়ী পাঠান বা নিজেই তাকে ডেকে আনেন। আগস্তক নায়িকা বা নায়িকাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তাদের আপ্যায়িত করেন। এই কার্যক্রম নিজের গ্রীষ্ম জন্ম নয়, বরং অভিসারিকা রমণীদের জন্ম।

দেবপূজার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগণকে একত্রিত করে যাত্রা করা। বিদ্বানদের সঙ্গে আনন্দ করার জন্য তর্ক-বিতর্ক করা, মদ্য ও অন্যান্য মাদক দ্রব্য সেবন করা, বাগানে প্রমগ করা এবং বন্ধুবাকবদের সঙ্গে মনোরঞ্জন করা—এই পাঁচ প্রকার কার্য নাগরিকের সম-অবস্থার মানুষ ও বন্ধুদের সঙ্গে করা উচিত।

নাগরিকের প্রধান কর্তব্য : বহিরাগত শিষ্ট ব্যক্তিদের যথাসাধ্য আদর-বন্ধু করা।

বিষয় ভোগের যোগ্য তিনি প্রকার নায়িকা হয়ে থাকে—কন্যা, পুনর্ভূ এবং বেশ্যা। সর্বোৎকাম্য কন্যা পৃত্রকলদায়িনী হয়, অতএব তাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ মেনে নেওয়া হয়েছে। অসর্বোৎকাম্য নায়িকা মধ্যম নায়িকা। কেননা সে শুধুমাত্র সুখদায়িনী হয়, তার সন্তান ধর্মকর্মের যোগ্য নয়। পুনর্ভূ জ্ঞানী তাকে বলা হয় যার পতিবিয়োগ ঘটেছে, অথবা যে স্বামীর জীবনদশাতেই অন্য পুরুষের সঙ্গে যিলিত হয়। পুনর্ভূ দুই প্রকার হয়—ক্ষতবোনি ও অক্ষতবোনি ক্ষতবোনি বিধবাকে গ্রহণ করা অনুচিত। কিন্তু অক্ষতবোনি বিধবা বিবাহের যোগ্য। এই জ্ঞানী মধ্যম নায়িকা হিসেবে গণ্য। বেশ্যা তৃতীয় নায়িকা। সে সরচেরে অধিম এবং একে ত্যাগ করাই সম্পত্তি। বিশেষ অবস্থায় অন্যের বিবাহিতা জ্ঞানী চতুর্থ শ্রেণীর নায়িকা বলে গণ্য হতে পারে—আচার্য গোপিকাপুত্রের এই অভিমত।

ঐ বিশেষ অবস্থাগুলি নিচ্ছলিষ্ঠিত রূপ :

যখন পূরুষ জানতে পারে যে অনুক বাকির জ্ঞানী বাতিচারিণী, তখনই তাকে প্রীতি করতে পারে, কেননা ঐ জ্ঞানীর সন্তান অন্য পূরুষের অনেক আগেই নষ্ট করেছে।

যখন কেন্দ্র পূরুষ জানতে পারে অনুক বাতিচারিণী জ্ঞানীর স্বামী অত্যাঙ্গ প্রভাবশালী এবং আমার শক্তির মিত্র এবং সে জ্ঞানীর বশীভৃত। এমন পরিস্থিতিতে ঐ বাতিচারিণী জ্ঞানী নিজের স্বামীটিকে আমার শক্তির

থেকে দূরে সরিয়ে দেবে, যদি আমি ব্যাডিচারিণী স্ত্রীকে আমার প্রেমবশ করতে পারি।

অন্যুক পুরুষ আমার বক্ষ ছিল। এখন আমার প্রতি বিরক্ত। তার স্ত্রী আমার সঙ্গে প্রেম করে তার স্থানীকে আবার বক্ষ করে দেবে। যদি কোন স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক রেখে নিজের এবং বস্তুদের ভাল হয় এবং শক্ত বিনাশ হয়, তবে তার সঙ্গে ভোগসুখ হুরলে কোন ক্ষতি নেই।

অন্যুক স্ত্রীর সঙ্গে মেঝী করে ওর স্থানীকে মারতে পারব এবং নিজের হারানো সম্পত্তি, যা ওর স্থানীকেড়ে নিয়েছিল, তা আবার ফিরে পাব।

ধনপ্রাপ্তির অন্য স্ত্রীলোকের সঙ্গে মেঝী করা কোন খারাপ কথা নয়। আমি ধনহীন, আমার জীবিকা নির্বাহের কোন ব্যবস্থা নেই, অতএব ঐ স্ত্রীলোকের সঙ্গে ঘোন সংসর্গ করে আমি সহজেই ধনলাভ করতে পারব।

এই স্ত্রীলোকটি আমাকে ভালবাসে, এর প্রত্তিব যদি আমি অর্থীকার করি, তবে হয়ত এ আমার অপমান করে আমাকে ধ্বংস করবে। তাই এমন নারীর সঙ্গে বিষয়ভোগ করা পাপ নয়।

এমন স্ত্রীতে অনুযাত্ত হওয়া পাপ নয় যে নিজের স্থানীয় সঙ্গে আমার দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করবে এবং তাকে আমার শক্তদের সঙ্গে মিলিয়ে দেবে।

এই স্ত্রীলোকটির স্থানী আমার স্ত্রীকে নষ্ট করেছে। অতএব আমিও এই স্ত্রীলোকটিকে নষ্ট করে ওর স্থানীর ব্যবহারের প্রতিশোধ নেব। এরকম পরদারা সঙ্গেগে কোন দোষ নেই বলেই মেনে নেবা হয়েছে। যদি কোন রমণীর সহায়তায় মেশের শক্তকে বিতাড়ি করতে সফল হই, তবে এমন নারীর সঙ্গে সবচেয়ে রাখার কোন অন্যান্য নেই।

যে সুন্দরীকে আমি কামনা করি, সে এই পরস্তীর অধীন, সূতরাঙ এর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে আমি আমার মন-গস্ত রমণীকে পেতে পারি।

আমার শক্ত এই স্ত্রীলোকটির সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। এই স্ত্রীলোকটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে আমি আমার শক্ত নিখন করতে পারি।

কিন্তু বিনা কারণে কেবল বিষয় ভোগের উদ্দেশ্যে পরস্তীর সঙ্গে সংজোর করার দুসাহস কখনই করা উচিত না।

বিধৰ্যা হচ্ছে পঞ্চম প্রকারের নায়িকা যে নায়ককে তার আকাঙ্ক্ষিত নায়িকার সঙ্গে মিলন করিয়ে দেয়।

ইন্দ্রজিত: প্রমাণকারী সন্ধানিনী ষষ্ঠ নায়িকা, যে নায়কের কার্যে সফলতা পের্যে দেয় এবং নিজেও ঘোন সবচেয়ে স্থাপন করতে পারে।

বেশ্যার অক্ষত ঘোনি কন্যা বা যুবতী দাসী সপ্তম প্রকারের নায়িকা।

ঘোবন মদমত কুলাসগা অষ্টম প্রকারের নায়িকা বলে গণ্য।

নিম্নলিখিত প্রকারের নারীদের সঙ্গে সম্পর্ক বর্জনীয় - কৃষ্ট বোগপ্রস্তা, পাগল, পতিতা, বৃক্ষ, অত্যন্ত কালো বা অত্যন্ত সাদা, যার শরীর থেকে সূর্যক আসে, যে অন্যপুরুষের সঙ্গে সংসর্গ রাখে। যে সমাগম কালো মুখ ফিরিয়ে নেয়, পর্তীর সহচরী, সম্মাসিনী, সম্বন্ধিগণ, বৃক্ষ, আচার্য এবং রাজমহিষীগণ।

৬. নায়ক-নায়িকার প্রকার ভেদ

জননেশ্বরের দৈর্ঘ্য ও শুল্কতা অনুসারে শশ, বৃহৎ এবং অর্থ নামক তিন শ্রেণীর পুরুষ রয়েছে বলে আচার্য বলে। মধুরভাষী, সুন্দর, সমান দস্তসারি বিশিষ্ট, শ্রেসরচিত্ত, গোলমুখমণ্ডল শুক্ত এবং সুগন্ধী বীর্যবান শশ জাতীয় নায়ক হয়। এর চক্র আয়ত, রঙিম, শরীর সুড়োল, আঙুল সুন্দর ও লাল, চুল নরম এবং গলা লম্বা হয়ে থাকে। এর কম বায় ও কম রাতিক্রিয়া করে।

বৃষ

এই শ্রেণীর নায়কের ললাট উচু ও প্রশস্ত, গলা ও পেট মৌটা, দেহ গৌরবর্ণ, শরীর মোটা, বাহ লম্বা ও মোটা, হাত-পা লাল, চক্র রক্তবর্ণ এবং জননেশ্বর নয় আঙুল লম্বা হয়। এর সিংহের সমান গতি। এরা মধুরভাষী হয়। বেশি ঘূমায়। লজ্জা কম হয়, আগুনের মত তেজস্বী এবং প্রকৃতি কফযুক্ত হয়।

অর্থ

যার মুখ, কান, কপাল ও ঠেঁট লম্বা, চুল ধূন, আঙুল লম্বা, দৃষ্টি এবং চালচলন চপলতাপূর্ণ এবং চক্রল, জঙ্গা ও বাহ মোটা, নখ

সুন্দর, বড় বড় চোখ, সাহসী হস্যর এবং রতি-তে প্রচণ্ড, যার মাঝেন্দ্রের সমান গাঢ় ও সুগন্ধিত বীর্য এবং যার জননেশ্বর বার আঙুল লম্বা, তাকে অশ্বজাতীয় পুরুষ বলা হয়।

বেনির ছোট-বড় আকার ও গভীরতা অনুসারে মৃগী, বড়বা ও হস্তী—এই তিন প্রকার নায়িকা হয়ে থাকে।

মৃগী

ছোট উদর, ছোট নাক, কোকড়ান চুল, বিশাল নিতম্ব, সুন্দর চোখ, গুলিম অধর, নরম হাত-পা, সাধাৰণ উন্নত স্তন, কীৰ্তি শরীর, সুন্দর কেশ, দীর্ঘ ভয়ে ভীত, চক্রল হৃদয়, অঙ্গাহারী শ্রী মৃগী নায়িকা বলে গণ্য। এদের বেনি ছয় আঙুল গভীর হয়। আলসা-জড়ানো মধুর বুলি বলে এবং প্রেম করতে জানে।

বড়বা

এই মুখ সুন্দর, চুল সোজা, ঘন এবং চিকন, চোখ চক্রল ও পদ্মাফুলের মত। তান পুরুষ ও শক্ত, উদর ছোট, সুন্দর, মোটা হাত, জঙ্গা পৃষ্ঠ ও বিশুল, এবং প্রকৃতি বাত-কফ শুক্ত হয়। এই নায়িকা অধুর ঝুলি বলে, শয়ন ও তোজনে বেশি আগ্রহ। রতিকলায় নিপুণ হয় এবং এর ষেৱি নয় আঙুল গভীর হয়।

হস্তী

এর দেহ মোটা, দাঁত বড় এবং বৰ্ণ লাল হয়, শরীর সুন্দর হয়। খুব বাচাল ও চক্রল হয়, এর-জুজ থেকে হ্রস্তীর মদের সমান গুৰু আসে। এর গাল, কপাল এবং ঠেঁট প্রশস্ত হয়। কেশ লম্বা ও ঘন

হয়। হাতীর মত গঙ্গীর হয় গলার স্বর। স্বভাবে কামুক ও ক্লেষী হয়। চোখের পাতা ভায়ি এবং এর ঘোনি বার আঙুল হয়। পরপুরুষ দ্বারা সংজ্ঞে করিয়েও সেই পাপকর্ম গোপন করে। এরা অধিক ঝাল-মশলা যুক্ত খাবার পছন্দ করে। সাজসজ্জা করে না। শরীরে লোম থাকে। খারাপ ঢাক্টে চলাফেরা করে এবং রতিকালে অনেক চেষ্টায় বশীভৃত হয়। সর্বদা শারীর সঙ্গ চায়। পরপুরুষ ভোগের বাসনা রাখে, সবসময় কামানলে ভুলতে থাকে।

সমভায়াগ্নি শ্রী পুরুষের সম্বন্ধে সন্মরণত বলো। এটা তিনি প্রকার হঞ্চ-মূলীর সঙ্গে শশ (পরগোশ), বড়বা বৃথের সঙ্গে এবং হস্তিনী অঙ্গের সঙ্গে। এছাড়া অন্যান্য সম্বন্ধে বিবরণত বলে। সমস্ত প্রকারের ভোগের মধ্যে সামরণ-শ্রেষ্ঠ।

৭. নায়িকা বিচার

কামপদ্ধতিজ্ঞরা বাব থেকে ষেল বছর বয়সী কন্যাকে বালা বলেন; এর পরে তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত নারীকে তরুনী বলে। তিরিশ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত শ্রীলোককে প্রোঢ়া বলে। পঞ্চাশের্ধে মহিলা বৃদ্ধা হয়ে যায় এবং তাই তারা সংজ্ঞের ক্ষেত্রে ত্যাগ্য।

বালা বা মুক্তা

বালা সজ্জাবশত প্রকাশ্যে কামরত হয় না। এরা অনুকালে বেশি রতিসুখ দেয়। বালা রতিকালে বাধা দেয়, সংকোচ প্রকাশ করে এবং অভিমান করে। কিন্তু এর মান চিরস্মৃতী হয় না।

মুক্তা নায়িকা: আন্তে আন্তে শিথিল পা মাটিতে রাখে, অনর্গল হাসে না, ধীরে ধীরে অল্প কথা বলে। সামান্য কথায় অনুভূত লজ্জা পেয়ে তক্ষ হয়ে যায়। শারীর কাছে যেতে ভয় পায়, সংকুচিত হয়, কিন্তু মনে মনে প্রিয়তম শারীর নামই জগ করে। এ বিপরীত ভাবে প্রিয়তমের মনে অনুরাগ উৎপন্ন করে। শারীর সামনে দৃষ্টি অবনত করে, কথা বলে না। বিছানাতে শুধু ঘুরিয়ে শয়ে পড়ে এবং শারীর সংজ্ঞের আলিঙ্গন করলে ভয়ে কাঁপতে থাকে।

সর্বীরা খুব জোরাজার করলে তবেই রতিশয্যায় যায় এবং কাম সম্পর্কীয় কথা শুনে কথন হাসে, কথন কাঁদে।

গুরুতে শারীকে দেখে চোখ ঘুরিয়ে নেয়, গদগদ অশ্পষ্ট স্বরে উক্তর দেয়। কিন্তু ঘনিষ্ঠ পরিচয় হলে তখন কঠোর করে, মনু মনু হাসে, অভিমান করে। কামের অঙ্গুরোদগম এখান থেকেই শুরু হয়। কথন অঙ্গ দেখায়, কখন লুকায় আর তরে ভয়ে, মনু মনু হেসে শারীর কাছে যায়।

বাতিসদনে যেতে যেতে বালা নৃপুর খুলে ফেলে, বটিভুখণ শক্ত করে বেঁধে নেয়, যাতে শব্দ না হয়।

রতিজ্ঞীড়ায় তার মাথার চুল এলোমেলো হয়ে যায়। কঠিভুখণ থাসে পড়ে, স্তনের উপর ঝুলতে থাকা হার দুমড়ে মুচড়ে যায়। লজ্জাবশত সে নিজের স্তনবৃগল এবং জন্মা চেকে ফেলে এবং ভয়ভীত হয়ে এদিক-ওদিক তাকায়। তার এই রূপ অভ্যন্ত মনোমুস্কর হয়ে থাকে।

কামক্তীড়ার পতির ছলাকলায় বিরক্ত হয়ে সে নিজেই আগ বাড়িয়ে
সাহস করে পুরুষের সমান আচরণ করে, কিন্তু যখনই সক্রিয় হ্বার
চেষ্টা করে, তখনই অবসর হয়ে পড়ে, জঙ্গা শিথিল হয়ে আসে এবং
সজ্জাবশে স্বাহীর বুকে মুখ লুকায়। পুরুষের মত শৌর্য নারীর কী
করে হবে!

তরুণী

তরুণীর দষ্টি হচ্ছে ফুল হয়। এর চাল চালন হয়/ খামখেয়ালি।
আর এ সবসময় ঘোন্ধাঙ্ক হয়। হৃদয়ে লজ্জা আর রতিলালসা
সহপরিমাণে প্রবল থাকে। এর শীনের স্তুতি অত্যন্ত মাদক হয়।
কাপড় ঠিক করার ছলে প্রিয়তমাকে নিজের কোমর ও স্তন দেখায়।
প্রিয়তমের সঙে থাকতে পারলে নিজের সৌভাগ্য বলে মনে করে—
এবং তার গুণকীর্তন করে স্বীকীর্তন করে। পতিকে দেখলে হাসে,
আলসেপনা করে, এবং তির্যক দ্রষ্টিতে তাকায়। প্রথমেতে স্বামীর
সঙ্গে চেষ্টাকে তিরস্থার করে, কিন্তু পরে তাতেই তশ্চয় হয়ে যায়।
এবং বিগ্রীত রাতি দ্বারা আপন হৃদয়ের দাউ দাউ ব্যামাপ্তি শুনত করে।
রাতি কিম্বায় এ অপূর্ব কামকলার পরিচয় দেয়, মধুর সীৎকার করে।
সঙ্গোগানন্দে কখন এর চোখ খুলে যায়, কখন বক্ষ হয়ে যায়। হাসির
গমকে ফেটে পড়ে, থেমে থেমে কথা বলে, কটাক্ষ করে এবং স্বামীর
প্রতি হানিক প্রেম নিবেদন করে।

কোন কোন তরুণী যৌবনের মাদকতার এতই উচ্চত হয়ে ওঠে
যে নিজের শরীরের কোন বৈধ থাকে না। স্বাহী জিজ্ঞাসা করলে

বলে—হে স্থী, সেই প্রিয়তম এল বিহানায়, আমার সীরী বক্সন
(সোয়ার গিট) নিজে থেকেই খুলে গেল। কোমরের অলঙ্কার নেমে
যায় নিতম্বে। এরপরে কী হল, তা আমি জানি না। আবিষ্ঠ প্রেম
আর কামের প্রবল উদ্ভেজনায় বিলকুল বিবশ, বেহশ হয়ে
পড়েছিলাম।

তরুণীর চালচলনে থাকে চপলতা। এর উচ্চ নিচু মাটির বেধ
থাকে না। কাপড়-চোপড় খেয়াল থাকে, না থাকে দেহের খেয়াল,
মুকুট করা, কটাক্ষ করা, মধুর কথা বলা, সলজ্জ হাসি—এই হল
যৌবনেৰ তরুণীদের হাব-ভাব, চাল-চলন।

প্রৌঢ়া

বয়স বাড়ার সঙ্গে তরুণীর লজ্জা, ভয় এবং চপলতা দূর হয়ে
যায়। প্রৌঢ়ার লজ্জা কমে আসে। তার বন পীনোন্নত, চোখ সুন্দর,
ভুঁ বঁকা এবং চাল-চলন ইংসিনীয়ার সমান হবে। এ অত্যন্ত রতিপ্রিয়া
এবং পাতকে দৃঢ় আলিঙ্গন করে তাকে গাঢ় চুন করে। প্রৌঢ়া রঙ-
বেঁচেজের কাপড়, গমনা পরে এবং খুবী সাজগোজ করে। এর রতি
এত প্রচণ্ড যে ধারাই এর কামের ভূত্পি হয় না। কামকলায় নিপুণ
হওয়ায়, সে নানারকমের মিলন-আসন ও আলিঙ্গন দ্বারা স্বামীকে
কামসূৰ দান করে।

প্রৌঢ়ার রতিশয়ার বর্ণনা করতে গিয়ে আচাৰ্য বলেন: আলুথালু
কাপড়-চোপড়ে কোথাও তিলক-কুমকুমের দাগ, কোথাও পায়ের
আলতার দাগ, কোথাও পানের পিকের চিহ্ন, কোথাও যৌপার চুল

খুলে পড়েছে। প্রোটা এতেই কামোশ্বর হয় যে রতি ত্রৈড়ার সময় এলোমেলো কাগড়-অলঙ্কার নিজে ঠিক করতে পারেন না। সে স্থামীকে বলে, ‘হে প্রিয়তম, আমার এলো চুল ঠিক করে দাও, কপালে তিলক লাগিয়ে দাও, কুনের উপরের ছিটে খাওয়া হার ভাঙ্গে দাও।’ প্রিয়তম যখন ঐসব ঠিক করার জন্য তাকে স্পর্শ করে তখন প্রোটা আবার ডেবেজিত হয়ে ওঠে।

কামগীড়িত প্রোটার কথা ৩—সঙ্গেগের সময় আমার অধীরতা দেখে আমার স্থামী কোন কিছুই প্রতীক্ষা করেনি। সীৎকার হতে পারে নি, শাস নেবার সময়ও মেলে নি, কিছু বলতেও হয় নি। স্থামী আমার সারাবর গীট (নীবী বক্স) খোলে নি, পালক ছিল না, পুষ্পমালা ছিল না, প্রদীপ জ্বালা হয় নি। এই সব কিছুর অনুপস্থিতিতেই স্থামী আমাকে সঙ্গে করে অনেক অনেক সুখ দিয়েছে। আমি সঙ্গেগের জন্য খুব ব্যক্ত হয়ে পড়েছিলাম বলেই স্থামী আমাকে তড়িঘড়ি করে সঙ্গেগ করে। আর অনেক সুখও দিয়েছে।

কামশান্ত্রের আচার্য রাম, শীল, গুণ এবং স্বতাব অনুযায়ী নায়িকার চার তেস বর্ণনা করেছেন।

পদ্মিনী

এর অঙ্গ কোমল, মুখ চন্দ্ৰমা-সমান সুন্দর, চোখ হরিণীর মত চঞ্চল ও বিশাল হয়। এর অঙ্গ থেকে সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে, চোখে হেয়ে আছে লালাভ ভাব। তন উন্নত ও নাক সুন্দর হয়। এর চাঁপা ফুলের মত গাঁয়ের রঙ। শৌরবর্ণ তনুটি পাতলা এবং যোনি পদ্মফুলের মত

নরম হয়। পদ্মিনী নারী দেব- দিজে ভক্তিমতী, সুমধুর বচন বলে, সাহিক ও স্বল্পাহার করে। রাজ হংসিনীর সমান ধীর গতিতে চলে। স্বভাবে মানিনী ও লজ্জাশীলা হয়। মৃল্যবান গয়লা, মধুর বাণী ও নরম, সাদা বন্ধ এর প্রিয়। এরা নারীজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। পতিকে সম্মান করে এবং বেঁ ঘরে থাকে সেই ঘর স্বর্গে পরিণত হয়। এদের জন্য *পুঁপ শয্যা সর্বশ্রেষ্ঠ।

চিত্রিনী

এর গঠন সাধারণ, দুবলা-পাতলা দেহ এবং চালচলন মনোরম হয়। এই মনোরমার তন, নিতম্ব ও জড়বা সুল এবং পুষ্টি হয়। ঠোঁট লাল, গলা শব্দের মত আর গলায় তিনটি বেঁথা থাকে। এর ময়ূরের সমান মধুর স্বর এবং যোনি মদনজলে ডরপূর থাকে। এরা গীত-ন্যতা-চিরকলায় নিপুণ হয়। শৃঙ্গার, বন্ধ, ভূষণ, ফুল ইত্যাদি এদের প্রিয় বস্তু। রতি কিয়ায় অনুরাগ কর, কিন্তু শৃঙ্গারের হবভাব প্রেমিকা সুলভ। এরা পতিগ্রাতা, শ্রেহসুরী ও বিলনসার হয়ে থাকে। প্রকৃতি কিছুটা অলস হবলের। এদের সুগন্ধিত কার্পাস শয্যা প্রিয় হয়। প্রিয়তমেরা মধুর কথা, কাহিনী ও উপাখ্যান শুনে প্রসন্ন থাকে।

শৰ্বিনী

এর বাহ লঘা, কপাল ছোট আর পা বৃঁড়ি হয়। এর তন ছোট ও স্বভাব ক্রেতী হয়। এর দেহের শিরা-উপকিণ্ডা উৎপন্ন হয় এবং এ চলা কেৱা করে অঙ্গ উপর-নীচে দুলিয়ে দুলিয়ে। এর যোনি লোমে আবৃত এবং ক্ষার-গন্ধ যুক্ত হয়। শরীর কিপিং উষ্ণ থাকে, দেহ-

প্রকৃতি পিণ্ড প্রধান হয়, এখানে-ওখানে কথা লাগিয়ে বেড়ায়। গলার
স্থান কর্তৃশ হয়। এই শ্রেণীর নারী সবসময় কামপীড়িত থাকে। কাউকে
ভয় করে না এবং পরপুরুষের সঙ্গ কামনা করে। একে সন্তুষ্ট ও প্রসন্ন
করা খুব কঠিন। সংসারের সর্বশ্রেষ্ঠ আভূত্যণ ও বন্ধু পরিধান করতে
চায়। শ্বাসীর পাশে বসে প্রণয়ের কথা শুনতে ভালবাসে।

হস্তিনী

এর বর্ণনা আগে দেয়া হয়েছে।

৮. আলিঙ্গন

অবিবাহিত ঝী-পুরুষ প্রেম প্রকাশ করার জন্য চার প্রকার
আলিঙ্গন করে:

১. প্রস্তুতি-রাজ্ঞায় যাবার সময় মুখোমুখি স্মর্ত্য হয়ে যায়
প্রেমিক-প্রেমিকার।

২. বিন্দু-রমণী কোন বস্ত্র বহন করে নিয়ে যাবার ছুতোয়
পুরুষের সামনে দিয়ে যাবার সময় স্তনযুগল ঘারা তার গায়ে চাপ
দেয়। পুরুষও তখন তাকে ভাল করে চেপে আলিঙ্গন করে।

এই ধরণের আলিঙ্গন নায়িকাই করে থাকে এবং তা একান্তেই করা
হয়ে থাকে।

৩. উদ্দ্বষ্টুক-একান্তে, লোকজনের সামনে, অক্ষকারে ধীরে ধীরে
চলতে চলতে নায়ক-নায়িকার মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে গা-চাপাচাপি
হতে থাকে। একে উদ্বষ্টুক আলিঙ্গন বলে।

৪. পীড়িতক-প্রেমিকা দেয়াল বা পিলারে টেস দিয়ে দাঁড়িয়ে;
প্রেমিকা তাকে গভীরভাবে চেপে রাখে। একে পীড়িতক আলিঙ্গন
বলে। নায়িকাও বিপরীতক্রমে এমনটি করতে পারে।

বিবাহিত দম্পত্তিদের সঙ্গেগের জন্য নিম্নলিখিত প্রকারের
আলিঙ্গন উপযুক্ত।

৫. লতা বেষ্টিতক-রতিকালে খুবতী লতার মত পুরুষকে আপন
বাহ দিয়ে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে, এবং চুম্বনের জন্য তার মুখ নিচে
নামিয়ে নেয়। এবং এরপরে মৃদু মৃদু সীৎকার করে প্রিয়র মুখ-সৌন্দর্য
নিরীক্ষণ করে।

৬. বৃক্ষধিরচক-এই আলিঙ্গনে ঝী পুরুষের দুই পায়ে পা রাখে,
বা নিজের দুই পা দিয়ে পুরুষের কোমর বেষ্টিন করে আর সঙ্গে সঙ্গে
তার গলা নিচ করে মুখ চুম্বন করার চেষ্টা করে। গাছে ঢাকার ভঙ্গিমায়
পুরুষের উপরে ঢাকার চেষ্টা করতে থাকে। এই সময় ঝী কামোদ্ধত
হয়ে মধুর সীৎকারও করে।

এই দুই প্রকার আলিঙ্গন কামেছ্জা বাড়ানর জন্য সঙ্গেগের পূর্বে
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করা হয়ে থাকে।

নিম্নলিখিত আলিঙ্গনগুলি শয়াকালীন :

৭. তিলতপুরুক-শয়ায় শয়ে ঝী-পুরুষ পরম্পরের হাত, পা,
কোমর মিলিত করে পরপ্রতিকে গাঢ় আলিঙ্গন করে। এই আলিঙ্গনে
হাত-পা তিল ও ঢালের মত মিলে যায়।

৮. কীরজলক-অত্যন্ত কামোদেজিত অবস্থার নারিকা পুরুষ শরীরের দুই পালে নিজের পা বিস্তৃত করে সামনে বসে থাকে পুরুষের কোলে বসে এবং নিজের তন্ত তার বুকে চেপে থারে। অথবা স্তৰি-পুরুষ শয়ায় শয়িত অবস্থায় মুখেমুখি গাঢ় অলিঙ্গনবন্ধ হয়।

৯. উত্তরপশ্চিম-স্তৰি-পুরুষ পরম্পরারমূলী হয়ে শুয়ে স্তৰি বা পুরুষ একে অপরের একটি বা উভয় জঙ্গা নিজের একটি বা উভয় জঙ্গা দিয়ে পুরো দৈহিক শক্তি দিয়ে নিষেপণ করে। জঙ্গার মাংসল অংশ নিষ্পেষণ করলে অত্যন্ত সুব্রহ্মণ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(১০) স্তনালিঙ্গন- স্তৰি নিজের পিঠ বুকিয়ে এবং বুকের ছাতি ফুলিয়ে নিজের স্তন্যগুল পুরুষের বুকে খুর জোরে চেপে থারে। এই অলিঙ্গনে স্তৰি ও পুরুষ উভয়ের হোমারের উপরের দেহাংশ (উকাংশ) নথ হওয়া আবশ্যিক।

(১১) ললাটিকা- স্তৰি ও পুরুষ পরম্পরার চোখ-মুখ সামনা-সামনি রেখে কপালে কপাল চেপে থারে।

৯. চুম্বন

আলিঙ্গনের পরে চুম্বন ইত্যাদির প্রয়োগ করা প্রয়োজন। চুম্বন, নথক্ষত ও দন্ত-দংশন-এসব ক্রমানুসারে করা হয়না, কেননা যিলনের আবেগে এই ক্রমরক্ষার কোন সংস্কার থাকে না। প্রায়শঃ সংজ্ঞাগের পূর্বেই এর প্রয়োগ করা হয়। রত্তিত্তিয়ার সময় প্রহার ও সীৎকার-এই দুইয়ের প্রয়োগ হয়।

চুম্বনের জন্যেও কোন বীধা-ধরা সময় নেই, কেননা 'কাম' নিয়ম দ্বান্দের বাইরে।

মন্ত্রক, কপালের সামনের চুল, গাল, চোখ, বুক, তন্ত, ঠোঁট এবং মুখের অভ্যন্তর-এসমস্তই চুম্বনযোগ্য অঙ্গ। লাটিদেশের নিবাসীরা জঙ্গার সক্রিয়তা, বগল এবং নাড়ি চুম্বন করে।

মুখ্যা বা বালা নারিকা নিমিত্তকার চুম্বন করে

নিমিত্তক-প্রথমবার যখন নায়ক নবোঢ়াকে গভীর আগ্রহে চুম্বন করে, তখন মুখ্যা নারিকা সসজ্জেতে নায়কের ঠোঁটে ঠোঁট রাখে; কিন্তু নিজের ঠোঁট একটুও নাড়ায় না। একে নিমিত্তক চুম্বন হলে।

স্মৃতিরিতক-পতি যখন নববধূকে চুম্বন করে, তখন সে সলজ্জ আবেশে পতির অধির নিজের ঠোঁট দিয়ে থারার চেষ্টা করে। নবোঢ়ার নিজের নিচের ঠোঁট (অধির) নড়তে থাকে, কিন্তু ওপরের ঠোঁট অনড় থাকে। একে বলে স্মৃতিরিতক চুম্বন।

স্মৃতিতক- এই চুম্বনে নবোঢ়া পতির ঠোঁট থেরে জঙ্গার নিজের চোখ বন্ধ করে, পতির দুই চোখ ঢাকে এবং নিজের জিভের ডগা দিয়ে আমীর-ঠোঁট লেহন করতে থাকে।

দম্পতির চার রকম চুম্বন রয়েছে

তিষঙ্ক- দম্পতি মুখ সামনা-ত্বাদে নিজের নিজের ঠোঁট গোল করে একে অন্যের ঠোঁট রপ্তাতে থাকে।

উদ্ব্ৰাঙ্গ-গিছে বসে পতি বা পত্ৰী একে অন্যের মুখ নিজের দিকে
ঘূৰিয়ে তাৰ ঠোট চুম্বতে থাকে।

অবশীড়িতক— পূৰ্ববৰ্ণিত তিমথকারেৱ চুম্বনে ঠোটকে জোৱে
চাপতে থাকে।

অবশীড়িতক— নায়িকার অধৰকে আঙুল দিয়ে ধৰে নিজের ঠোট
ঢারা চাপতে থাকে, কিন্তু দাঁত লাগায় না।

কৰ্ষণ চুম্বন— একে অবসৰ প্ৰাণ চুম্বনও বলে। সুযোগ পেলে স্তৰী
বা পুৰুষ যে প্ৰথমে অধৰকে চুম্বন কৰে, তাৰই জিত হয়। একে
এক ধৰণেৰ বাজি ধৰা বলা যায়। কৃপটতা এবং ছল কৰে অপৱেৱ
অধৰ নিজেৰ ঠোট ধৰে পাকড়ে নিষ্পারলেই তাৰ জয় হবে—এমনটি
ধৰে নেৱা হয়।

এই বাজি ধৰাৰ খেলাতে নায়িকাৰ পক্ষে হেৱে যাওয়াই শোভন।
নায়ক সদা বিজয়ী হয়ে থাকে। হেৱে পিয়ে নায়িকা হাত-পা হোঁড়ে
এবং কৃতিম রাগ প্ৰকট কৰে, কিন্তু আবাৰ বাজি ধৰে, আবাৰ হেৱে
যায় এবং বেলি কৰে চেঁচামেচি কৰতে থাকে। এইভাৱে এই মধু প্ৰণয়-
লীলা-কলহ দম্পতিৰ কাম উদ্বৃত্তি কৰে।

উত্তৰ-চুম্বন— স্তৰী যখন স্থামীৰ অধৰ চুম্বন কৰতে থাকে, তখন
স্থামীৰও স্তৰী উপৰোক্ত পাকড়ানো উচিত।

সম্পূর্ণ চুম্বন— পুৰুষ যদি স্তৰীৰ উভয় ঠোটই গভীৰ তাৰে চুম্বন
কৰতে থাকে, তাহলে স্তৰীও উচিত পুৰুষেৰ উভয় ঠোট চুম্বন কৰা।
কিন্তু পুৰুষেৰ মৌছ থাকলে চলবে না।

অনুগ্রহত মুখ চুম্বন— সম্পূর্ণ চুম্বনে পুৰুষ নিজেৰ জিহ্বা দিয়ে
স্তৰীৰ দাঁত, তালু ও জিভ ভাল কৰে চাটতে থাকে। একে জিহ্বা যুক্ত
বলে।

দগ্ধযুক্ত ও মুখযুক্তও এই প্ৰকাৱ হয়ে থাকে। এতে স্তৰী ও পুৰুষ
একে অন্যেৰ ঠোট দৃঢ়ি বা দগ্ধসারি জোৱ কৰে ধৰে, নিজেৰ মুখ
ও দাঁতও অপৱেৱ ধৰাৰ সুযোগ দেৱ।

ঠোট ও মুখবিবৰ ছাড়া অন্য স্থানগুলিতে চার প্ৰকাৱেৰ চুম্বন
হয়। সামনা সামনি মুখ কৰে চুম্বন কৰা যেতে পাৱে বিভিন্ন অংশে,
যেমন কাঁধ, বুক, বগল, চেপে-ধৰা তন, গাল, নাভি এবং যৌনিৰ
উত্তৰ স্থানে। তন-পাশে বগলেৰ নাচেও চুম্বন কৰা যায়। মদু
চুম্বন-কেবল স্পৰ্শমুক্ত যেমন, কপাল, চোখ, কু।

চলিতক— যদি পুৰুষেৰ অন্য কোন বিষয়ে মগ্নতা থাকে আৰুৰা
সে ক্ষয়ে থাকে, তখন স্তৰী তাকে নিজেৰ দিকে আকৰ্ষণ কৰাব জন্য
চুম্বন কৰা প্ৰয়োজন। এই ধৰনেৰ চুম্বনকে বলে চলিতক।

প্ৰতিবোধক— যদি পতি বেলি ব্রাত কৰে ধৰে ফেৱে এবং পত্ৰী
বিছানায় দুম্বত অবস্থায় থাকে, তবে সম্ভোগ নিমছণ জানানোৰ জন্য
স্থামীৰ উচিত তাকে চুম্বন কৰে জাগানো। এই ভাবে নিন্দাতস কৰা
মদু ও মধুৰা।

সভোষ্ঠ— পত্ৰী নিজেৰ দুই ঠোট দিয়ে পতিৰ ঠোট দৃঢ়ি ধৰে নিজ
জিহ্বাকে পতিৰ তালুতে রঞ্জাতে থাকে এবং নাচতে শুক কৰে, তবে
এমন চুম্বনকে সভোষ্ঠ বলে।

ରତିକାଳେ କାମେଚା ବାଡ଼ାନେର ଜନ୍ୟ ପତି-ପତ୍ନୀର ଉଭୟଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରେର କାମୋଦେଜନା ସୁନ୍ଦରୀ ଚେଟିର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷର ଦେୟା । ପତି ଯେ ଅନ୍ତେ ପ୍ରହାର କରେ, ସେଇ ଅନ୍ତେ ପତ୍ନୀର ଓ ପ୍ରହାର କରା ଉଚିତ । ପତ୍ନୀ ଯେ ଅନ୍ତେ ଚମ୍ପନ କରେ, ପତିର ଓ ଉଚିତ ପତ୍ନୀର ସେଇ ଅନ୍ତେ ଚମ୍ପନ ଏକେ ଦେୟା ।

୧୦. ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରା ଏକ କଲା । ତନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଶୀତ ମାନ୍ଦ୍ରଲ ସ୍ଥାନଙ୍ଗଲି ଟିପଲେ, ଚାପ ଦିଲେ ଯେ ଚିତ୍ତ ପଡ଼େ ତାକେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଲେ ।

ପ୍ରବଳ କାମ୍ରକ ଶ୍ରୀ ପୂରୁଷ ଏକେ ଅନ୍ୟକେ ନଥ ଦିଲେ ଚଲକାର, ଚିମଟି କାଟେ । ପ୍ରଥମ ପୂରୁଷ ସମାଗମେ, ବିଦେଶ ଥେବେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରବାସ ଗମନ କାଳେ କୁଣ୍ଡିତା ଶ୍ରୀକେ ପ୍ରସନ୍ନ କରାର ଜନ୍ୟ ଶାମୀ ନଥ ପ୍ରଯୋଗ କରେ ।

ବଗଳ, ତନ, ଗଲା, ପିଠି, ଉପ୍ରେସ୍ତିର, ଭାଙ୍ଗା ତଥା ନିତମ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରାର ଯୋଗ୍ୟ ଅନ୍ତ ।

ଅନେକ କାମୀ ପୂରୁଷ ନିଜେର ବାଁ-ହାତେର ନଥ ଲଞ୍ଚା ଓ ଧାରାଳ ରାଖେ ।

ନଥେର ଆଟରକମ ଗୁଣ ଥାକା ପ୍ରୟୋଜନ : ସମାନ, ସତ୍ତ୍ଵ, କାନ୍ତିଯୁକ୍ତ, ଭାଙ୍ଗା ନା ହୁଯ, ସୁନ୍ଦରୀଲ, କୋମଲ, ଚିକନ ଓ ସୁନ୍ଦର । ଶୋଭଦେଶର ନିବାସୀଦେର ନଥ ଲଞ୍ଚା ହୁଯ, ମଞ୍ଚିଳ ଦେଶର ଅଧିବାସୀଦେର ନଥ ଛୋଟ ହୁଯ । ମାରାଠିଦେର ନଥ ଖୁବ ବଡ଼ୋ ହୁଯ ନା, ଆବାର ଖୁବ ଛୋଟୋ ହୁଯ ନା ।

୧. ସବ ଆଙ୍ଗୁଳ ଏକ ସଙ୍ଗେ ମିଳିଯେ କପାଳ, ତନ ଏବଂ ଚୌଟେ ଅଳାତୋ ଛେଯା ଦେୟା, ଯାତେ ଚିତ୍ତ ପଡ଼େ ଏବଂ ଶରୀରେ ପୁଲକ ଓ ରୋମକ ଭାଗେ, ଏହି ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକେ ଆଙ୍ଗୁଳିରିତକ ବଲେ । ଏହି କିମ୍ବା ନଥ ଥେବେ କଥନ କଥନ ଚଟଟେ ଥବନି ହେତେ ଥାକେ ।

୨. ଗଲା ଓ ଜୁମେର ଉପର ଅର୍ଧଚନ୍ଦ୍ରର ସମାନ ନଥ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ଚିତ୍ରକେ ଅର୍ଧଚନ୍ଦ୍ରକ ବଲା ହୁଯ ।

୩. ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରକେର ସମାନ ଦୁଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯଥନ ମୁଖ୍ୟମୁଖ୍ୟ କରା ହୁଯ, ତୁଥିନ ତାଦେର ଆକାର ଗୋଲାକୃତି ହେବେ ଯାଯା । ଏକେ ମଧୁଲକ୍ଷତ ବଲେ । ନାଭିମୂଳେ, ନିତରେ ଏବଂ ଯୋନିର ଫୁଲୋ ଫୁଲୋ ଉଚ୍ଚ ଅଂଶେ ଗୋଲ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରୋର୍ଗ୍ରାମ କରା ହୁଯ ।

୪. ନଥରେଥା ଯଦି କିମିଳି ମୋଡାନ ହୁଯ ଏବଂ ଶୁନ୍ବୁତେ ସାମନେ ଅକ୍ଷିତ ହୁଯ, ତବେ ତାକେ ବାତ୍ର-ନଥ ବଲା ହୁଯ ।

୫. ପାଁଚ ଆଙ୍ଗୁଳେର ନଥ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଶ୍ରୀ ତୁନେର ବୌଟା ଟାନା ଥାର, ତବେ ଏହି ତୁନ୍ବୁତେର ଚାରପାଶେ ଯେ ନଥରେଥା ଅକ୍ଷିତ ହେବେ ବାର ତାକେ ମୟୂରପଦକ ବଲେ ।

୬. ପୂରୁଷ ଯଦି ଶ୍ରୀ ଶୁନ୍ବୁତେ ଜୋରେ ଚାପ ଦିଲେ ପାଁଚ ନଥ ବସିଯେ ଦେଇ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରେ ଦେୟ, ତବେ ଏହି ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକେ ଶଶପୂର୍ବତକ ବଲେ । ଏହି ଚିତ୍ତ ଅନେକଟା ଥରଗୋଶେର ଚଖଲପାଯେର ଚିହ୍ନେର ମହି ହୁଯ ।

୭. ତନ ଓ କୋମରେ ପଦ୍ମପାତାର ମତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟଙ୍ଗଲିକେ ଉପଲ-ପତକ ବଲେ ।

আচার্যের মত হল : নথক্তের গণনা খুব কঠিন, কেননা পুরুষ কামাক হয়ে বিভিন্ন ধরণের নথক্ত স্তৰীর কোমল অঙ্গে অক্ষিত করে এবং রতিক্রিয়ায় বিচ্ছি ও নতুন নতুন পরিবর্তন আনতে থাকে। এতে কামানুরাগ বৃক্ষি পায়। যখন ধনুর্দিন্যা ও অন্যান্য শস্ত্রালন্ডবিদ্যায় বৈচিত্র ও নৃত্যন্ত্রের প্রয়োজন আছে, তখন কামযুদ্ধেই বা বিচিত্রতা ও নৃত্যন্ত্র কেন হবে না।

পরম্পরার অঙ্গে নথচিহ্ন অক্ষিত করা হয় না, কেবলমাত্র গুণস্থানগুলিতে স্ফুট ও কামবন্ধির উদ্দেশ্যে কিছু চিহ্ন সৃষ্টি করা দেয়া উচিত। নিজ গুণ স্থানগুলিতে নথচিহ্ন দেখে স্তৰীর শ্রীতি পুনরায় জাগ্রত হয়। পুরুষের অঙ্গে লেগে থাকা নথচিহ্ন দেখে স্তৰীর মধ্যে কাম জাগ্রত হয়ে ওঠে।

বাহ্যরতিতে দস্তদংশন এবং নথক্তের মত আর কোন ক্রিয়া কামকে আস্তো প্রবল করতে পারে না।

১১. দস্ত-দংশন

উপরের ঠোঁট, জিভ এবং চোখ বাদে অন্য যাবতীয় চুম্বন-যোগ্য স্থান দস্ত-দংশনের যোগ্য। অর্থাৎ গ্রন্থালী দাঁত দিয়ে কামড়াবার স্থানও বটে—একথা বলা যেতে পারে।

দাঁত দিয়ে কামড়ানর চিহ্নগুলি যদি মালার মত হয়ে যায়, তবে তাকে মণিমালা বলে।

ঠোঁট ও কঠের মধ্যবর্তী স্থানের হৃককে দাঁত দিয়ে একটু টেনে

কামড়ে দিলে যে চিহ্ন হয় তাকে বিন্দু বলে। এবং এই দংশনের বিষ্ণু চিহ্নগুলির পঞ্চিকে বিন্দুমালা বলা হয়।

বিন্দুমালা এবং মণিমালা দস্তক্ষত কপোল, বগল এবং তন্ত্যুগলে মানানসই লাগে।

বিন্দুমালা দস্তক্ষত কপোল ও জাঙ্গায় ঢঁকে দেয়া হয়ে থাকে।

স্তনদুটির উপরে মেঘের টুকরার মত দস্তদংশনের যে আলাদা আলাদা চিহ্নগুলি হয়, তাকে ইশান্তক বলে।

যদি পাশাপাশি দাঁতে কটার অনেক লম্বা লাইন হয় ও তা বেশ চকচকে হয় তবে তাকে বরাহ চর্বিতক দস্তক্ষত বলে। নরোচার স্তন মুখে পুরো দাঁতে চাপলে, শয়োরের চাবানর মত অনেক দস্তক্ষত তৈরি হয়ে যায়।

দেশাচার অনুযায়ী স্তৰীর মনমত আচরণ করে তাকে প্রসন্ন রাখা প্রয়োজন। যে দেশের স্তৰী সেই দেশের রীতি অনুযায়ী রতিপ্রথা গ্রহণ করলে বতিসূখ বৃক্ষি পায়, নচেৎ বেষ উৎপন্ন হয়।

মাধ্যাদেশের রঘুনন্দন যারা বেশিকাংগ আর্য, তারা চুম্বন, দস্তদংশন এবং নথক্ত পছন্দ করে না—এবং এই ধরণের পুরুষদের প্রতি বিদ্রেবহৃত হয়।

মালব এবং কুরুক্ষেত্রের রমণীদের আলিসন, চুম্বন, নথক্ত, দস্তদংশন ও অধর-চোখশে ঝুঁটি আছে এবং প্রহরও বেশ পছন্দ।

শশের সঙ্গে যুগী, বুবের সঙ্গে বড়বা এবং অধের সঙ্গে হস্তিনীর সঙ্গে সমরত-এমন সঙ্গেগে নায়িকার জঙ্গা সংকুচিত বা বিস্তৃত করে ছড়িয়ে দেবার দরকার হয় না।

উচ্চরত ও সমরততে শ্রীর কামাপি শান্ত হয়, পূর্ণ সঙ্গেগ সুখ হয়। কিন্তু নীচরততে শ্রীর কামাপি শান্ত হয় না এবং সে ধাতুলিঙ্গ (ক্রিম লিঙ্গ) যথবহার করে।

যুগী নায়িকা উচ্চরত সঙ্গেগে তিনি প্রকার কায়দায় নিষ্ঠ যোনি ধার বিস্তৃত করে।

১. উৎকুপ্তক-নায়িকা নিজ মিতস্বের নিচে বালিশ রেখে জঙ্গাঘয় ঝুঁক করে।

২. বিজুক্তিক-নায়িকা নিজের জঙ্গাঘয় খুব ডুঁজ করে যেনিঘার বিস্তৃত করে এবং পুরুষ তেরচাভাবে রতিরত হয়।

৩. ইন্দ্রানিক-পুরুষ নায়িকার একটি জঙ্গা উঠিয়ে নিজের আবেক জঙ্গা দিয়ে শ্রীর অপর জঙ্গাকে চেপে ধরে এবং যৌন সঙ্গম করে।

সম্পৃক্তক :- নীচরতে অর্থাৎ বড়বা-হস্তিনীর শশের সঙ্গে সহবাস ক্রিয়া নায়িকার সম্পৃক্তক আসন করা দরকার। পতি-পত্নী নিজ নিজ জঙ্গা ছড়িয়ে দিয়ে একে অন্যে জঙ্গা আবৃত করলে তাকে সম্পৃক্তক আসন বলে।

বেষ্টিতক- উপরোক্ত আসনে যদি যোনি সংকোচনের জন্ম

নায়িকা নিজ জঙ্গা দুটি পরস্পর লেগটে নেয়, তবে তাকে বেষ্টিতক আসন বলে।

বাড়বিক- সদমে নায়ক দুর্বল হলে যদি শ্রী তার ইন্দ্রিয়কে ঘোনিতে খুব কমে টেনে তিতেরে নিয়ে যায়, তবে একে বাড়বিক বলে। এই আসন অভাসে সাধ্য হয়।

ভূঁঁগক - নায়িকা উভয় জঙ্গা উপরে উঠিয়ে অধোভাগ দিয়ে হৈমুন করলে তাকে ভূঁঁগক আসন বলা হয়।

জুড়িতক - এই আসনে শ্রী পুরুষের দুই কাঁধে নিজ জঙ্গা হাপন করে এবং আগে-পিছে নড়াচড়া করে।

উৎপীড়িতক - জুড়িতক আসনে যদি নায়িকা নিজ যোনি সংকুচিত করে নেয়, তবে তাকে উৎপীড়িতক আসন বলে।

অর্ধ গীড়িতক - যখন নায়িকা এক পা শয়ার উপর প্রসারিত করে এবং অন্য পা নায়কের কাঁধে বা কোমরে রেখে সহবাস করে।

বেণুদারিতক - নায়িকা নিজের শয়িরের উপর শয়িত পতির কাঁধে কথন পা রাখে, কখন সরিয়ে নিচের শয়ার রাখে, এই ভাবে পা বদলে করে বায়বার করে, একে বলা হয় ‘বেণুদারিতক’ আসন।

শুলাচিত্বক - এই আসনে নায়িকা চিত হয়ে শোয়, এক পা নায়কের কপালে রাখে। আবার শয়ার পা কপালে। এই ভাবে

বারবার করলে তাকে শুলাচিত্তক আসন বলে। এর জন্য অভ্যাস প্রয়োজন।

কার্কটিক - এই আসনে রতিকালে শ্রী আপন জঙ্গা শুটিয়ে নাভি পর্যন্ত করে নেয়।

কুর্মসিন - শ্রীর মুখে মুখ, বাহতে বাহ, জঙ্গায় জঙ্গা এবং বক্ষহঙ্গে নিজের বুক সৌচে নিয়ে যখন পুরুষ শ্রীকে সম্মোগ করে তবে তাকে কুর্মসিন বলে।

গীড়িতক - রতিসময়ে টিং হয়ে শুরে থোকা/নায়িকা যখন নিজের উপর দিকে উঠানো জঙ্গাদ্বৃটি ডান দিক-বাঁদিকে আদল-বদল করে নিষ্পেষণ করে।

পদ্মাসন - সম্মোগ কালে শ্রী নিজের বাঁ পা ডান জঙ্গায় এবং ডান পা বাঁ জঙ্গার ওপর রাখে।

পরাবৃত্তক - শ্রী-পুরুষ সম্মোগ কালে আলিঙ্গন করে এবং আবার শ্রী পতির কোলে পিছন দিকে এমনভাবে ঘূরে যায় যে পুরুষেন্দ্রিয় যৌনি থেকে বেরতে পারে না। এই আসন অভ্যাসে সাধ্য।

শ্রিগরত - এই আসনে শ্রী-পুরুষ দেয়ালে টেস দিয়ে পরস্পরকে সম্মোগ করে। এতে তিনটি মূদা আছে। নায়িকা নিজের এক পা পুরুষের হাতে রাখে। এতে যৌনিমুখ বিস্তৃত হয় এবং নায়ক সামনের দিক দিয়ে সম্মোগ করতে পারে। নায়িকার দুই পায়ের উপর নায়ক দণ্ডযামন অবস্থায় নিজের পা রাখে এবং নায়িকা জঙ্গায় একটু

ছড়িয়ে সঙ্গম করে। সামনে দাঁড়ান নায়িকার কোমরে নায়ক নিজের দৃঢ়াত জড়িয়ে তাকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে সঙ্গম করে।

অবিলম্বিত - দেয়াল সেঁটে দাঁড়ান নায়কের গলায় দুই বাহ জড়িয়ে নায়িকা নায়কের দুই হাতের উপর বসে সঙ্গম করে এবং নিজের পা পুরুষের কোমরের চার পাশে পেঁচিয়ে এবং দেয়ালে পায়ের ধাকা মেরে মেরে, যেন দোলনায় দোলুমান অবস্থায় সম্মোগ করায়। নায়িকা নিজের নিতম্ব ওপর নিচে নাড়াতে থাকে। এই প্রকার কোমর নাচালে তাকে হিণোলাসন বলে।

থেনুক - নায়িকা চারপয়ে পশুর সমান হাত-পা জমিতে রেখে অধোমুখী হয়ে যায় এবং নায়ক হাঁড়ের মত পিছন দিক থেকে সম্মোগ করে।

আসাম এবং বাহনীক দেশের শ্রীলোকেরা অঙ্গ-পুরে করেকজন গুরুর রাখে এবং তাদের দিয়ে নিজ কামাগী শাস্তি করে। এক পুরুষ নায়িকাকে নিজের কোলে নেয়া, আরেকজন নিতম্ব ধরে, তৃতীয় জন সম্মোগ করে। চতুর্থ পুরুষ তার মুখ চুবন করা, অন্যকেন পুরুষ তার কোমর বা শুন র্যাদন করে। এইভাবে বহু পুরুষ মিলে বারবার তার কামাগী শাস্তি করে। এরকম আচরণ কোন কোন বেশো এবং শাধীনচেতা রাজ-পঞ্জী করে থাকে।

দক্ষিণ দেশে যখন কোন ব্যক্তি শ্রীকে জাগিটে ধরে সম্মোগ করে। তখন সঙ্গে সঙ্গে অধোরত বা গুহ্যার মৈথুমও করে।

পরিশেষে আচারের মত যেন তেজ প্রকারেণ শ্রীর রতি-আলম্ব

ও সংজোব উৎপাদনের জন্য যে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা দরকার। দেশ, বীতি, ভাব ও অনুযায়ী শ্রীর সঙ্গে ব্যবহার ও প্রয়োগ করা উচিত, যাতে তার রতি আনন্দলাভ হয় এবং প্রেম বৃদ্ধি ঘটে।

১৩. প্রহার ও সীৎকার

রতিকে এক মদনমুক্ত বলা হয় এবং প্রহার বা প্রহণন রতি ত্রিমার এক অঙ্গ। রতিতে শ্রী-পুরুষ একে অনন্তে পরামিতি করার লালসায় প্রহার করে। ভারবি অবি রলেন যে, মদনমুক্তে মৃদুতা তাগ করে কর্মশাতা গ্রহণ করা উচিত। রতিতে এটা ক্ষমা এবং উন্নেজনা সৃষ্টিকারী।

হাতের চেটো দিয়ে, হাতের চেটোর পেছন দিক দিয়ে, আঙুলগুলি মুঠো করে মুঠো দিয়ে শ্রীর পিঠ, পার্শ্ব, জেন্ডা, স্তনঘরের মধ্যভাগ এবং কাঁধে প্রহার করা উচিত। শ্রীর এই অঙ্গগুলিতে কাবের নিবাস।

‘এই প্রহারে সংজোগ বজায় যে সীৎকারের মত আওয়াজ শ্রীর মুখ দিয়ে বেয়েম, তাকে বিরুদ্ধ বলে। এটা অনেক রকম হয় – হিংকার, শুনিত, কৃজিত, রদিত, সুকৃত, দুঃকৃত এবং ফুৎকৃত।

মিলনকালে শ্রী পুরুষকে রতি থেকে ঝর্খে দেবার জন্য শব্দ করে। ঐ শব্দের অর্থ তার উচ্চরণ শব্দনি থেকে জেনে নেয়া প্রয়োজন।

সংজোগকালে রমশীরা পায়রা, তোতা, তোমরা, হাঁস ইত্যাদি পাখির মধ্যে কৃজনের মত শব্দ করে।

নারক নিজ ক্লেড়ে উপবিষ্ট নায়িকার পিঠে হাত মুঠো করে মারে। প্রত্যাত্মে নায়িকাও নায়কের পিঠে মারে এবং নায়কের মারের ফলশ্রুত সীৎকার করতে থাকে।

নায়িকার উপর শয়ে (উত্তন আসন) নায়ক যথন ভোগ করে, তখন নায়িকার দুই জনের মাঝখালে আলতো ভাবে মারে। আরম্ভে শুরু আলতো মার মারে। বেমন যেমন তোগের আবেগ বাঢ়তে থাকে প্রহারও তদনুরূপ জোরে করে এবং সংজোগের শেষ পর্যব্রত করতে থাকে। কপাল, জঙ্গলাঘয় ও স্তন – এই শুলি প্রধান কামসূল।

প্রত্যক্ষ বিধিতে আঙুলগুলি শুড়ে, সাপের ফাগার মত হাতের তালু বালিয়ে মারলে নায়িকা শুরুতে ফুৎকার করে – এটা কামোদীগুণের লক্ষণ।

উপরোক্ত প্রহারে নিজ অস্তর্মুখ থেকে নায়িকা যে শব্দ করে, তাকে ফুৎকৃত বলে।

সংজোগ অস্তে ছান্ত হয়ে নায়িকা কাঁদে। শাস নেয়। এইভাবে কাশ্মা ও শাস নেবার ঘলে যে শব্দ হয় তাকে দুঃকৃত বলে।

নারক সর্বাংশ চূবন, আলিঙ্গন, নথমুক্ত, দংশন এবং প্রহার করলে নায়িকা সীৎকার ফুৎকার ইত্যাদি করে।

সংজোগে নায়কের প্রহারে বিন্দ হয়ে তাকে যামালোর জন্য নায়িকা ‘মাঁ-ঘাঁ’ শব্দ করতে করতে নিশাস ত্যাগ করে, কাঁদে, পাখীর মত

মধুর আওয়াজ করে এবং রতির অন্তকালে নিজের অঙ্গে নায়কের নিতৰ ও জঙ্গা টুকড়ে থাকে। এই ত্রিয়া মাঝী ততক্ষণ পর্যন্ত চলায় যতক্ষণ না পুরুষের বীর্যপাত হয়।

যুবক স্বত্ত্বারে কঠোর ও ধৃষ্ট হয়ে থাকে। যুবতীরা মদু, শ্রীণ ও ভীতু হয়। এই জন্য পুরুষ স্বভাববশে প্রহার করে এবং শ্রী গোদন এবং সীৎকার করে। কিন্তু কখন কখন বিপরীত পরিণামও দেখা যায়। নায়িকা কামোদ্ধৃত এবং বৌবনের শক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে প্রহার সহ করে চৃপ থাকার চেয়ে স্বার্থ প্রহার করে। এইস্থাবে কোন কোন পুরুষ শ্রীলোকের মত আচরণ করে এবং এমনকি সীৎকারও করে। কিন্তু এই পরিবর্তন ক্ষণহাতী এবং শেষে শ্রী-পুরুষ নিজ নিজ স্বাতাবিক প্রবৃত্তিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

নায়ক শ্রীর বক্ষস্থলে কিল, ঘাথুর-চূলে কেঁচি দিয়ে বিলি কাটা, কপালে ছেদ করার যত্নের খোঁচা, তন ঘুগলে চিমাটি কাটে। এই চার প্রকার তেদ দক্ষিণ দেশের শ্রীলোকের মধ্যে পাওয়া যায়।

বাংসাগ্নের মতানুসারে এই উপচার ত্যাঙ্গ, কেননা এগুলি কষ্টদায়ক। এসব উপেক্ষা ও তিরক্ষার করা উচিত।

যে দেশে যে প্রথা প্রচল, সেখানে সেই প্রথার প্রয়োগ করা সম্ভব। কিন্তু বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়।

চোল দেশের রাজা কামাক্ষ হয়ে ত্রিসেনা বেশ্যাকে লৌহদণ্ড দিয়ে মেঝে ফেলে। কৃত্তল দেশের শ্বেতবাহন সঙ্গের সময় মলয়বংতীকে কেঁচি দিয়ে মেঝে ফেলে।

রতিকালে কামাক্ষ হয়ে কামী দেয়াল করে না প্রহার ইত্যাদির কি পরিমাণ হবে। এইজন্য শ্রীর কোম্পলতা, কামের প্রচণ্ডতা এবং নিজের ও শ্রীর শক্তি বৃক্ষে পুরুষের সঙ্গের প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। এটই বৃক্ষমতার লক্ষণ।

কাম সম্পর্কীয় রতিক্রিয়া সব শ্রীদের সব জায়গায় এক সমান হয় না। পুরুষের উচিত স্থান, দেশ ও কালের বিচার করে শ্রীর ইচ্ছানুসার তার প্রয়োগ করে।

১৪. বিপরীত রতি

সঙ্গেগ কালে ক্রান্তি নায়ককে বিশ্রাম দেবার জন্য বা নিজ উদগ্র কাম লালসা তৃপ্তির জন্য, শ্রী পুরুষকে মীচে শুইয়ে, তার উপরে অবস্থান করে পুরুষের সমান আচরণ করে।

বিপরীত রতিতে নোঠো নায়কের নেতৃ বক্ষ করে দেয় এবং লজ্জা অন্তর্ব করে নিজেও চোখ বক্ষ করে নেয়। সে প্রিয়তমের মুখে জিভ ঢুকিয়ে ও তার চুল মুঠো করে থেরে তাকে চুম্ব কায়। তরলী এবং প্রোঢ়া এই ধরণের কাণ্ডে সজ্ঞা অন্তর্ব করে না।

বিপরীত রতি করার সময় নায়িকার চুল এলোমেলো হয়ে যায়, প্রস্ত নিশ্চাস পড়ে। মাঝে মাঝে হাসে, চুল ও দন্তসংশ্লিনের জন্য নিজ স্বনযুগল শ্রামীর বৃক্ষে রংগড়ায়। লজ্জায় মাঝে মাঝে হাথা বুঁকিয়ে নেয় এবং নায়ককে বলে, ‘তুমি আমাকে বলহীন মনে করে আমাকে নিচে ফেলেছিলে, এখন আমি তোমাকে নিচে ফেলে বসলা নিছি।’ এই

কথা বলতে বলতে নায়িকা হাতের কঙ্গণের বনবান কলকন শুন করে, নিজের বিশাল ও পৃষ্ঠ নিম্ন নাচিয়ে নাচিয়ে কামমদে ভৱপূর ও আতুর হয়। সঙ্গেগ শেষে শ্রান্ত, ঝান্ত, শান্ত ও শিথিল হয়ে যায়।

এখন মৈথুন বিহিরির বর্ণনা করা হচ্ছে। এর দৃটি অঙ্গ – বাহ্য এবং আন্তরিক। বাহ্য উপচার নিম্নরূপ –

প্রথমে হাজো দ্ব করতে রাতিবিলাস কর্তৃক শুয়ে থাকা নায়িকাকে নায়ক মধুর সজীবিষ্ট করে তার শাবি বন্ধন খেলার টেষ্টা করে। নায়িকা বারব করলে নায়ক তাকে কামোজোজিত করার জন্য বগ্পোল চুবন করে। আবার নিজ ইন্দ্রিয় প্রহরিত হলে পরে নায়িকার বগ্পল, পীন, উর, কুন ইত্যাদি স্পর্শ করে তার মধ্যে কাম লালনা জাগ্রত করে। যদি নায়িকা নবোঢ়া হয়, তবে নায়ক তার তয় দূর করাব জন্য তার ধন-সঁরিয়েছ জঙ্গা হাত দিয়ে ফাঁক করে রগড়ায় এবং তার বিভিন্ন অঙ্গ স্পর্শ করে তাকে আহত ও উত্তেজিত করে, এইভাবে নবোঢ়ার সঙ্গে তার উপায় করা হয় – সামার গিট (নীথি) খোলা, স্পর্শ করা, হাত দিয়ে রগড়ানো ও অলিঙ্গন করা। এরপরে তাকে চুপ্পন করা কর্তব্য। যদি নায়িকা তরুণী হয় এবং সঙ্গেগ করতে ভীত না হয়, তবে তাকে যথোচিত স্পর্শ, অলিঙ্গন ও চুবন করা হয়। এবং দৃঢ়তাৰ সঙ্গে তাকে অঙ্গলঘা করে নিয়ে বলপূর্বক মুখ টেনে চুবন করা উচিত। অতিরিক্ত নায়িকা নিজের যে অঙ্গে নায়কের স্পর্শমাত্র চোখের তারা নাচায়, শুই হানকে মৰ্দন করলে নায়িকার মধ্যে কাম জাগ্রত হয়। এই হচ্ছে মুখতীর রতি রহস্য।

চোখ বন্ধ করা, শরীর শিথিল করা, লজ্জা ড্যাগ এবং যোনি পুরুষেন্দ্রিয়ের সাথে জোরে ঘর্ষণ করা – এ সমস্ত রহমলীর কামোজোজিত হবার লক্ষণ। রতির শেষ দিকে খালনের সময় নায়িকার হাতদুটো আবেশে কাঁপে, যামে ভিজে যায় শরীর, পতিকে কামড়ায়, পুরুষাঙ্গকে যোনির বাইরে বেরতে দেয় না। পা দিয়ে পতিকে মারে, দুই জঙ্গা দিয়ে পতিকে নিষেধিত করে।

খালনের পরে নায়িকার দেহ শ্লাথ হয়ে আসে, চোখ বন্ধ হয়ে যায়। বারবার জঙ্গাদ্বয় রগড়ায় এবং আকুল আবেগে সীৎকার করতে থাকে।

নায়কের উচিত সঙ্গের আগে নিজ আঙুল দিয়ে নায়িকার ভগাংকুর রগড়ে তার যোনিপথকে শিঙ্খ করে তোলা এবং এবং ঝীর মধ্যে কামোছার প্রাবল্য সৃষ্টি করা।

১৫. মুখ মৈথুন

হিজড়ার দুই রূপ হয় – ঝী ও পুরুষ। ঝীরপিণী হিজড়ার মধ্যে ঝীর বেশভূষা, আলাপ, লীলা এবং জীবুলভ হাব-ভাব, মন্তা, ভৌরভৌ, লজ্জা ইত্যাদি গুণ দেখা যায়। এরকম হিজড়কে দিয়ে মুখ মৈথুন করাকে ঔপরিটিক বলে। এই হিজড়দের কামাঙ্গ অবিকশিত থাকে এবং এরা সামাজিক যৌন সঙ্গেগ সৃষ্টি প্রাপ্তি করে অক্ষম। এরা বেশার মতই ঔপরিটিক ঘারাই নিজ জীবিকা চালায়।

পুরুষবরপেণু হিজড়দের ঝীসুলভ গুণ থাকে না। অতএব পুরুষের কাছে পৌছতে এদের বেশ অসুবিধা হয়। এদের কামবাসনা

চাপা থাকে এবং পুরুষ সংসর্গের জালসায় পূরুষের পা টিপে দেয়, গা মালিঙ করে। এইভাবে নিজেদের জীবিকা চালায়।

এরা পুরুষের পা টিপতে টিপতে তার জজ্বা স্পর্শ করে এবং তার লিঙ্গ প্রার্থীত দেখে উৎফুট হয়, উথিত পুরুষেন্দ্রিয় হাত দিয়ে বগড়তে থাকে। এবং লিঙ্গের দৃঢ়তা দেখে হাসতে থাকে। আচার্য মুখ মৈশুনের আট তেব বর্ণনা করেছেন, যার আলোচনা এখানে আবশ্যিক নয় এবং উচিতও নয়।

কুলটা, সাধীনচেতা গ্রীলোক, দাসীরা এবং পা টিপে দেবার জন্য নিযুক্ত গ্রীলোকরা ঔপরিটিক করে।

আচার্যের উপদেশ : ঔপরিটিক এক নীচ, কুস্তি এবং জবন কর্ম তথা ধর্মশাস্ত্র বিকল্প, অতএব এর অভাস করা উচিত নয়।

আচার্য বাংস্যায়ন বলেন : বেশ্যাগামী পুরুষের পক্ষে এটা দোহের নয়। অন্যসব ক্ষেত্রে এটা ত্যাজ্য। নিজ পক্ষীর সঙ্গে এটা মহাপাপ।

কিন্তু সঙ্গে আচার্য বলেন যে সেশে ঘেমন আচার-বিচার এবং বীতি তদনুসারে কাজ করা উচিত।

নাটকের দলের নট ইত্যাদি ও অনেক বিলাসী পুরুষ যারা পরম্পরার বিশ্বাসভাজন - তারা পরম্পরার ঔপরিটিক করে।

রাজা-মহারাজাদের অঙ্গ-পুরে স্ত্রীগণ একে অন্যের গুপ্ত-ইন্দ্রিয়ে ঔপরিটিক করে। কোন কোন পুরুষও স্ত্রীর শুণ্ঠেন্দ্রিয়ে এই কাজ করে, এই ক্রিয়া মুঞ্চ চুম্বনের মত হয়। স্ত্রী-পুরুষ যথন একে অন্যের মুখের

দিকে নিজের জননেন্দ্রিয় রেখে ঔপরিটিক মৈশুন করে তাকে কাফিল করে।

ঔপরিটিকে অভ্যন্ত বেশ্যারা অধিক্ষম সেবকদের সঙ্গে এই অপক্রিয়া করে ও করায়।

ত্রাক্ষণ, বিদ্বান, রাজা তথা সম্মানিত লোকপ্রিয় ব্যক্তিদের কখনই বেশ্যাদের সঙ্গে এই কুকর্ম করা উচিত নয়।

ঔপরিটিক বিধির উল্লেখ কামশাস্ত্রে মানুষের কামুক প্রবৃত্তি দেখাবার ও বোঝাবার জন্য করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে স্ত্রী-পুরুষ এর প্রয়োগ করুন - এই উপদেশ দেয়া হচ্ছে। আযুর্বেদে কুকুরের মাংসের মহিমা শেখা হয়েছে, কিন্তু এর তাংপর্য এই নয় যে বৃক্ষিমান মানুষ কুকুরের মাংস খাওয়া শুরু করুক।

গ্রিশেরে আচার্যের মত এই যে দেশ, কাল, ধর্মশাস্ত্র এবং রচিত-বিচার করে মানুষ ঔপরিটিকের প্রয়োগ করবে অথবা করবে না।

মানুষের চিত আঙ্গুর এবং কামাতুর হলে অভ্যন্ত চাপল হয়ে ওঠে, অতএব কোন মানুষ কোন সময় কোথায় কি করে - তা বলা কঠিন।

১৬. রাত্তির আরম্ভ ও শেষের কর্তব্য

রাতি সদন বিস্তীর্ণ, সুসজ্জিত, সুগঞ্জন্য, অলঙ্কৃত, আলোকিত এবং সুরম্য হওয়া উচিত। সেখায় নানাধরণের কুল খাকবে, আর যাথা থাকবে বীণা, সেতার ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র। রাত্তিসদনে যাবার আগে

নায়িকার ঘোল শুঙ্গার করে নেওয়া উচিত। তার নানাবিধ অলঙ্কার, উজ্জ্বল বস্ত্র এবং সুগঞ্জী প্রলেপ ধারণ করা উচিত।

নায়কের উচিত নিজ ছিত্রগণ এবং সেবকের সঙ্গে রতিপ্রমোদ কফে প্রবেশ-করা; শৃঙ্গার করে আসা মদনোশ্চ সুন্দরীদের ঝুশল সমাচার জিজ্ঞাসা করা। মধুর আলোপ করে, মন্দিরা পান করিয়ে ঘূর্বতীদের প্রসন্ন করা। নায়ক নায়িকার ডান পাশে বসে নায়িকার চুলে হাত রাখে। কাপড় স্পর্শ করে এবং নীরীবন্ধন (সায়ার গিট) খোলে। সঙ্গেগের জন্য মাধুরণ আলিঙ্গন করে, মধুর প্রেমালোপ করে এবং অশ্লীল হাসি-তামাসা করে; নৃত্যসহ অথবা নাচ ছাড়াই গানবাজনা করে এবং কামশাস্ত্রের চৌষট্টি কলা বর্ণনা করে।

যখন যুবতী ক্ষায়-বিকুল হয়ে পড়ে, তখন কুসুম, চন্দন প্রলেপ, পান ইত্যাদি দিয়ে বৃক্ষবৰ্গ ও অনুচরদের সময়ানে বিদায় করে। নিরাঙ্গা হয়ে যাবার পর পূর্ববর্ণিত বিধিভিত্তি যুবতীকে আলিঙ্গন করে, যাতে সে সঙ্গেগের জন্য উদ্যত হয়। এর পরে নীরী বকন খোবার চেষ্টা করে।

রতি ক্রীড়ার আরম্ভে এই রকম করা প্রয়োজন। সঙ্গেগ অন্তে নায়ক-নায়িকা লজ্জিত হয়ে, একে অনের যেন অপরিচিত, এমনভাবে আলাদা আলাদা মৃত্যাগের জন্য থার। মৃত্যাগ করে ফিরে নায়ক-নায়িকা পরম্পর আলিঙ্গন করে, নায়ক নায়িকাকে চন্দন লাগিয়ে দেয়। পান খাওয়ায় এবং নিজেও খাওয়ায়।

নায়ক-নায়িকা উভয়েই মিষ্টি, ফল, দুধ, নারকেল ও কফলালেবু

রস ইত্যাদি পান করে। বাড়ির ছাতে জ্যোৎস্না-প্রাবিত রাতে আসনে বসে দুঃখনে প্রেৰম্ভী মধুর আলাপ করে। কোলে শুরে থাকা নায়িকাকে নায়ক নিষ্কৃত চেনার। এইভাবে নায়িকাকে প্রশংসা বাক্য শুনিয়ে ও পরম্পর প্রেম-বিশ্বাসের কঠোপকথন করে অনুরাগ বাঢ়ান হয় নায়িকার হৃদয়ে।

অনুরাগের নিম্নলিখিত প্রকারভেদ বর্তমান —

* প্রথম দর্শনেই প্রেম হ্বার পরে প্রবাস থেকে নায়ক ফিরলে বা দীর্ঘ বিরহের পরে যে সমাগম হয় তাকে রাগবত বলে।

ধীরে ধীরে প্রেম উৎপন্ন হ্বার পরে বতক্ষণ পর্যন্ত সঙ্গে না হয়, তত্ক্ষণ এই অনুরাগকে আচার্য “রাগ” বলেন।

আলিঙ্গন ইত্যাদি চৌষট্টি কলার প্রভাবে কামোদ্ধত হয়ে বা নায়িকাকে টাকা দিয়ে সঙ্গেগ করে নায়ক – যখন সে আসলে অন্য যুবতীর প্রতি অগ্রহাসক্ত। এরকম প্রেমকে কৃতিম রাগ বলে।

কোন পরাক্রীতে সঙ্গেগরত নায়ক শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভাবতে থাকে সে যেন তাৰ মনে মনে আকৃষ্ণিত প্রেমিকাকেই সঙ্গেগ কৰছে। এরকম রাগকে ব্যবহৃত রাগ বলে।

নিপ্রজনিতির দাসি ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গেগ ক্রিয়াকে পোটারত বলে। এদের আলিঙ্গন ও ছুঁতুন করা উচিত নয়।

গ্রামীণ পুরুষের বেশ্যার সাথে সঙ্গেগকে খলরত বলে।

শহরে পুরুষের গ্রামীণ নারীর সঙ্গে সঙ্গেগ ক্রিয়াকেও খলরত বলে।

বৃদ্ধিমান যুবকের এমন যুবককে বিবাহ করা কর্তব্য যে কূলীন কন্যা, যার মাতা-পিতা জীবিত, বরসে তিনি বছরের ছেঁটি, যার পিতৃকুল সদাচারী ও সম্পন্ন, যার বাপের বাড়ি ও মাঝাবাড়ি আজীব-সঙ্গমে পরিপূর্ণ, যার সহস্রীয়া প্রস্তরকে ভালবাসে; যে কন্যা স্বর্ণ নীরোগ। যার নাক, কান, নাত, নখ, চুল, চোখ, ঝন বিষম ও দৃষ্টিত নয়, যে ক্রপবর্তী, শৃঙ্খলা ও সৌভাগ্যশালীনী এবং যার প্রত্যেক অঙ্গ পুষ্ট ও মনোহর। আচার্য ঘোটকবুথ বলেন—সেই কন্যাকে বিবাহ করা উচিত যাকে বিয়ে করে শোষ্টি পোওয়া যায় এবং বন্ধুদের নিম্নাভাজন না হতে হয়। এমন কন্যাকে কখনই বিবাহ করা উচিত নয় যে অন্য পুরুষের সংসগ্রহুষ্ট।

উপরোক্ত গুণে গুণী কন্যাকে বিয়ে করার জন্য নায়কের উচিত নিজের মাতা-পিতার মাথ্যমে নায়িকার-মাতা-পিতার কাছে প্রস্তুত পেশ করা। নায়কের পিতামাতা ছাড়াও নায়কের বন্ধুবর্গেরও সহায়তা করা উচিত। বন্ধুদের উচিত কন্যাপক্ষের সহস্রাদের কাছে অন্য পাণিপ্রাণী নায়কদের নিম্ন করা এবং নিজেদের বন্ধু-নায়কের উচ্চ প্রশংসা করা। নায়কের কোলীনা, ধন ও সৌভাগ্যের উন্নয়ন বর্ণনা দান করে কন্যার মাতাকে নিজেদের মিত্র নায়কের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দানে লালায়িত করে তোলা। বন্ধুরা জ্যোতিষীর ছদ্মবেশে কন্যার বাড়িতে গিয়ে বন্ধু নায়কের মিত্র গ্রহণের উন্নয়ন ফল, লঞ্চফল এবং উচ্চগ্রহের বর্ণনা করে এবং কন্যার মাতাকে বলে, তাদের বন্ধু নায়কের অনেক বড় বড় ঘর থেকে বিবাহ-সম্বন্ধ আসছে। এমন ভাবে বলা

উচিত যাতে কন্যার জননীর মনে ঈর্ষা উৎপন্ন হয় এবং আকৃষ্ট হয়ে সে বিবাহের অনুমতি দিয়ে দেয়।

যখন গ্রহ, নক্ষত্র, শুভাশুভ লক্ষণ, পশ্চিতের উপদিষ্ট ক্ষণ অনুভূল হয়, তখন কন্যাপক্ষীরদের শাস্ত্রোক্ত মুহূর্তে কন্যাদান করে দেয়া উচিত। আচার্য ঘোটকবুথ বলেন বিবাহ নিজ ইচ্ছান্বয়ীয়ে কোন সময় করা উচিত নয়।

বেশি বুয়ায় বা বেশি ছাঁটাটিয়ে ঘুরে বেড়ায় এমন কন্যাকে বিবাহ করা উচিত নয়। বেশি শোওয়া অল্লাস্য এবং বেশি কাল্পা করা দুর্ভাগ্যের সূচক। বেশি বাইরে বেড়ানো অভিসারের সংকেত বহন করে।

নিম্নলিখিত অবগুণ্যগুলি কন্যাকে বিবাহ করা উচিত নয়ঃ শ্঵েতী রোগপ্রতা, পুরুষাকার, যার কাঁধ ঝুঁকে গেছে, বিকট ক্লেষ, তিপকপালী, পিতৃমৃত্যুতে শোকমংগা, ব্যাক্তিগতী, বোবা, দৃষ্টিত ঘোনি, হাত-গা থেকে ধাম থারে, যার নাম নক্ষত্র, নদী বা বৃক্ষের নামে, যার নামের শেষ অক্ষর ‘র’ বা ‘ল’।

যে কন্যার প্রতি অনুরাগ জাগে, তাকে বিবাহ করে ধর্ম, অর্থ এবং কান্তি-শীঁওয়া যায়। যে কন্যার প্রতি অনুরাগ জাগে না, তাকে বিবাহ করলে প্ররিণাম সুখকর হয় না—এমনটি কোন কোন আচার্যের মত।

বিবাহযোগ্যা কন্যার মাসের উচিত কলেকে উৎসবময়ী সঙ্গায় সজ্জিত করা, কেননা এই জগত বাজারে মানুষ প্রত্যেক বস্তুকে দেখেশুনে কিনতে চায়। কন্যাপক্ষীরদের উচিত বরপক্ষের কর্তাবাড়িদের

যখন নববধূ প্রথম আলিঙ্গন মেনে নেয়, তখন পতির উচিত নিজ মুখ থেকে পর্যুরী মুখে পান দেয়। যদি নায়িকা তা না গ্রহণ করে তবে পতি তাকে অনুনয়-বিনয় করে তার পায়ে মাথা রাখে, নয়ত তাকে নিজের ঝাঁট!! আবার শপথ করে। নায়ক যদি পায়ে পড়ে তবে অত্যন্ত রাগাস্থিত বা লজ্জাশীলা ঝীও বিন্দু হয়ে ওঠে। এই মত সর্বজ্ঞাত্মক সম্ভবত।

নিজ মুখ থেকে নায়িকার মুখে পান দিতে দিতে নায়ক তাকে মন্তু চুম্বন করে এবং তার সঙ্গে আবার বাতালাপ করে। যদি নায়িকা কথা না বলতে চায়, কথা বলতে আগ্রহসহকারে চেষ্টা করে। সাধারণত নববধূ মাথা নেড়ে নায়কের প্রশ্নের জবাব দেয়, কিন্তু যদি নায়ক রাগ করে কথা বলে, তবে নায়িকা পুরোপুরি চুপ করে, গৌজ হয়ে বসে থাকে।

নায়ক নায়িকাকে বারবার জিজ্ঞাসা করে আমাকে তোমার পছন্দ কিনা, তৃতীয় আমার সঙ্গ চাও কি না। যদি নায়িকা প্রসন্ন হয়, তবে দ্বিতীয় জানিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে দেবে। যদি কৃপিতা হয় তবে বাক-বিতণ্ডা শরু করে দেবে।

নায়কের কর্তব্য উভয়পক্ষের সর্বীগণকে মধ্যাত্ম রেখে নায়িকার সঙ্গে প্রেমালাপ করে। এই সময় নায়িকা মাথা নিচু করে ঠোঁট টিপে হাসে। সর্বীদের প্রণয়মূলক হাসি-ঠাণ্ডা সম্মানজনক ঘৰ থেকে বিছাত হলে, তাদের বকাবকা করে এবং নায়ক যতই জিজ্ঞাসা করে তবু চুপ করে বসে থাকে। শেষে মুঝার ভাব প্রদর্শিত করে বলে – ‘আমি এমনটি করি না।’ এই বলে পতির দিকে কঢ়াক্ষ করে হাসতে থাকে।

এইভাবে খানিকটা পরিচিত হ্বার পরে নায়িকার উচিত নামক অনুরোধ করলে তাকে কুম্হকুম, চম্পনের প্রলেপ দান করা। এই সময় নায়ক কোমলভাবে নববধূর স্তন স্পর্শ করে। যদি নায়িকা বাধা দেয়, তবে নায়ক কথা বলতে বলতে আলিঙ্গন করে ও স্তন স্পর্শ করে বলে যে সে আর এমন করবে না। আবার নায়ক নায়িকার নাভিস্থল স্পর্শ করে এবং তাকে কোলে বসিয়ে বেশ একটু জাপটাজাপটি করে। যদি নায়িকা আবার বাধা দেয়, তবে নায়ক তাকে কৃত্রিম ভয় দেখিয়ে বলে, ‘যদি তুমি আমাকে না মানো, তবে আমি তোমার অধৰ, স্তন ও শরীরের অন্য অঙ্গে নথচিহ্ন বসিয়ে দেবো, এবং নিজের শরীরেও নথচিহ্ন বানিয়ে নেব, এবং তোমার স্বীকীর্তন কাছে বলব : তুমি আমার শরীরে এমনতর নথের দাগ বসিয়ে দিয়েছ, ‘তখন তুমি কি উত্তর দেবে?’ এই ভাবে ভয় দেখিয়ে নায়ক নায়িকাকে ফুসলায়।

দ্বিতীয়-তৃতীয় রাতে যখন নায়িকা আরো বিশ্বস্ত হয়ে ওঠে, তখন তার স্তন, জঙ্ঘা ইত্যাদি সহজ গুণ্ঠ অঙ্গ স্পর্শ করে এবং চুম্বন ঘোগ্য অঙ্গগুলি চুম্বন করে। নববধূর উরুতে হাত রাখে, হাত বুলায়, বুলাতে বুলাতে উরুর সঙ্কিনেশে নিয়ে যাব হ্যাত। যদি নায়িকা মানা করে তা নায়ক বলে এতে কি অনুবিধি আছে? এরপরে আলিঙ্গন, চুম্বন ইত্যাদির সাহায্যে তাকে উত্তেজিত করে।

আবার নায়ক বিছু সময় অশেক্ষা কুরে নায়িকার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে। যদি সে মৌন থাকে- (এর অর্থ স্বীকৃতি) তব ওর চুলের বিনুনি খুলে দেয়। সামার পিট খুলে দেয়। উরুর কাপড় সরিয়ে দেয় এবং ঘোনিদেশে হাত লাগায়। ত্রিপ্রতিতে নায়কের এই মুখ্য কর্তব্য। এর

পরের দিন নায়ক নায়িকার সঙ্গে সম্পোগ হয়। এর আগে ক্রিয়াক্রিতে সম্পোগ অসমীচীন।

এইভাবে যে নায়ক নববধূর অন্তরে প্রীতি বিশ্বাস ও কাম জগ্রাত করে ধৈর্যসহকারে সম্পোগ হয়, সে নায়িকার শিয় হয়। নায়িকা তার প্রতি প্রেম ও বিশ্বাস স্থাপন করে। যে নায়ক নায়িকাকে ডিভড়ি হঠাত করে সম্পোগ করে, তার প্রতি নায়িকা বিজ্ঞেষপরায়ণ করে এবং সেই নায়িকার ব্যক্তিচরিণী হ্যার সজ্ঞাবনা থাকে। স্ত্রীকে অতিরিক্ত লজ্জাবতী মনে করে তৎক্ষেত্রে উপেক্ষাও করা/উচিত নয়, কেননা শৰ্জনান্তা হয়ে চৃপ করে থাকলেও সে মনে মনে সঙ্গোপনে রতিসূখ কামনা করে। মূলকথা, নববধূ পতি অত্যধিক পরিমাণে তার ইচ্ছার অনুসূতে চললেও খুশি হয় না। আবার অজ্ঞাধিক প্রতিফুল আচরণেও সুবী হয় না। অতএব নায়কের নায়িকার সঙ্গে অনুসূত ও প্রতিকূলের মধ্যামার্গ গ্রহণ করা উচিত।

২০ গান্ধৰ্ব বিবাহ

আতা পিতার থেকে আলাদা, ধনহীন বা ধনবান কিন্তু অকুশীন এবং বালপিলা দ্বিতীয়ের যুবকদের যুবতীরা হেয় দৃষ্টিতে দেখে। অতএব এমন যুবকদের উচিত বিবাহের উদ্দেশ্যে বাল্যবহুতেই কোন কন্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে। এবং তার মধ্যে প্রণয় সৃষ্টির চেষ্টা করা। কন্যার কাছে থাকলে, তার সঙ্গে ঘন ঘন দেখা করলে ও কথাবার্তা বললে সে অনুরক্ত হয়। এবং তখন তার সঙ্গে গান্ধৰ্ব বিবাহ করা ধার্মিক কৃত্য বলে শীকৃত হয়।

নায়ক কম বয়সের কন্যাদের সঙ্গে বিভিন্ন খেলা খেলে, যেমন ফুল তোলা, মালা গাঁথা, কাগজের ঘর বানানো, পুতুল, দড়ি টানাটানি, গুলি খেলা, কানামাছি তোঁ তোঁ খেলা। নিজ নিজ দেশজ স্ত্রীতি অনুযায়ী খেলা করা উচিত।

নায়কের উচিত বাস্তুত কন্যার সৌন্দৰ্য বা ধাই-কন্যাকে নিজের বিশ্বাসভাজন করে তোলা, এবং তার মাধ্যমের কন্যার প্রতি প্রেম নিবেদন করা। এমন মধ্যস্থ স্ত্রী নায়কের শুণাশণ বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলে কল্পনা মনকে নায়কের প্রতি আকৃষ্ট ও অনুরক্ত করে তোলে।

যে বস্তুগুলি প্রণয়নী চায়, নায়ক সেসব এনে দেয়, যেমন, বল, হাতির দাঁত, মোমের পুতুল, মাটি বা কাচের পুতুল, শৃঙ্গারের মুব্য ও অন্যান্য উপহার। কিছু কিছু উপহার নায়ক লুকিয়ে লুকিয়ে দেয়, যেমন পত্তপাতীর মৈধূনরত বুগলমৃতী। আবার লুকায়িত বস্তুর ব্যাপার মা-মাবার কাছে ফাস করে দেখার ভয় দেখায়। যাতে লোকলাজের ভয়ে কন্যা নায়কের প্রেম প্রত্নাব স্বীকার করে নেয় এবং নতুন আকর্ষক বস্তুর লোভ সামলাতে না পারে।

নায়কের কতব্য কল্পনাকে মনোহর, দম্পত্তি কথা শোনায়, নালাবকম কৌতুক ও খেলা দেখায় এবং দাঁই-কন্যাকে কামশাস্ত্রের চোষাণ্ডি কলা শেখাবার কাজে লাগায়। এবং বরং তাকে রাতি বিজ্ঞানের শিক্ষা দেয়; প্রণয়াম্পদার কাছে সর্বসময় বক্রালংকার পরে বাঁচ।

উপরোক্ত পদ্ধতিতে কল্যান মনে অনুরাগ উৎপন্ন হয় এবং সে নিজ প্রেমাস্পদ পুরুষকে লাভণ্য করতে পারে। কিন্তু কথনও কথনও এমনটি হয় না।

যুবতী বালাদের প্রসন্ন করার চেষ্টার পরে এখন যুবতী কল্যানের হস্তাব বর্ণনা করা হচ্ছে।

অনুরূপ যুবতীদের হাব-ভাব ও সংযুক্ত নিয়ন্ত্রণ হয়ে থাকে।

যুবতী নিজ সামনে বস্তু নিজ প্রিয়তমের দিকে তাকায় না, যদি চোখাচোখি হয়ে থায়, তবে লজ্জাভাব প্রকাশ করে। প্রেমিক দূরে গেলে বা আড়ালে গেলে তাকে বারবার দেখাত থাকে। — এটা নায়ির জয়গত স্বভাব। যে কোন বাহন করে প্রেমিককে নিজ মনোহর অঙ্গ দেখায়, প্রণয়ীর কাছে থাকতে ভালবাসে এবং এমনস্থলে দাঙিয়ে সর্বীদের সঙ্গে কথা বলা পছন্দ করে সেখান থেকে সে তার প্রেমিকের নজরে আসে। প্রেমিককে দেখে কোলে নেয়া বাচ্চাটিকে আলিঙ্গন ও সশ্রেষ্ঠ চৃন্তন করে, চৌটি কাঁপায়, চোখ নাচায়, চুলের বাঁধন খুলে ফেলে, আবার বাঁধে, কাঁচুলি-আবৃত স্তন দেখায়, কাঁচুলি খোলে। ছল করে জড়ার কাপড় সরিয়ে দেয়। এবং সায়ার গিঁট টিলে করে দেয়। যুবতীদের এই সব লক্ষণ দেখে বুকিলান পুরুষের বুকো নেয়া উচিত যুবতী তার প্রতি প্রগর-অনুরূপ। অনুরূপ যুবতী নিজ প্রেমিকের বক্রদের আপায়ণ করে, তার অনুচরদের আমীর ন্যায় নিজের কাজে লাগায়। বদ্র-অলংকার পরিধান না করে প্রেমিকের সামনে

কথন থায় না, প্রেমিকের উপহারের জিনিসগুলি পরম আদরে গ্রহণ করে।

যুবতীর এই সঙ্কেতগুলি লক্ষ্য করে নায়কের উচিত তাকে গুরুর্ব বিবাহ করে নেয়ো। খেলনা দিয়ে বালাদের, কামকলার সাহায্যে তরুণীদের এবং দৃঢ় বিশ্বাস ঘাস্ত করে প্রোত্তা নায়িকাকে বশ করা প্রয়োজন।

২১ নায়িকা প্রাপ্তির উপায়

অনুরূপ নায়িকাকে পুরুষ নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে প্রাপ্ত হয় — কথাৰ্তা বলার সময় বা দৃত ঝীড়ার সময় কল্যান হাত চেপে থারে, কাঁক পেলে তাকে আলিঙ্গন করে, সঙ্গেগ্রহত পাইদের দোঁয়ৈয়ে নিজ অনোভাব প্রকট করে। নিজ কাম ব্যাকুলতা বারবার প্রকট করে বলে, ঠিক তোমার মত এক স্ত্রীর সঙ্গে স্বপ্নে সঙ্গোগ করেছি। নাটক দেখার সময়, হাসি তামাশার সময় পাশে-বসা কল্যানকে স্পর্শ করে। নিজ পাদিয়ে বাহ্যিক কল্যান পা চাপে। যদি তখনও কল্যান চুপ করে থাকে, তবে তার জড়া ইত্যাদি সংবেদনশীল অঙ্গ স্পর্শ করে। যদি কল্যান এ সমস্ত সহন না করে, নায়ক আর বেশি না এগিয়ে বারবার এ একই অঙ্গকে স্পর্শ করতে থাকে। শান-সুপারি দেয়া-নেয়ার সময় তার সঙ্গে ঠাণ্ডা তামাশা-করে, এবং এভাবে নিজ ক্ষয়েজ্ঞা প্রকট করে। একান্তে তাকে স্পর্শ করে ও কথা বলতে বলতে নিজ কাম অভিলাষ প্রকট করে, কিন্তু তাকে বিরুদ্ধ করে না।

যখন নায়ক জানতে পারে যে অমুক কন্যা তার প্রতি অনুরক্ত, তবে বে কোন ছল-ছুটো করে তাকে নিজের বাড়িতে ডাকে ও তাকে দিয়ে মাথা টেপায়। তাকে বলে আমি কঁজা, তুমি ওহু লাগিয়ে দাও, তুমি ছাড়া ফেউ এই কাজ করতে পারে না। এই ভাবে তাকে তিন বারি ডাকে প্রেমিক। আবার তার সন্মোরশনের জন্য বাড়িতে গান-বাজনা, নাটক ইত্যাদির ঘূর্ণনা করে। নিজ ভাবভঙ্গী দ্বারা তাকে দর্শন অন্য স্ত্রীলোকদের চেয়ে তোমার প্রতি আবার প্রেম স্মরণিক - কিন্তু মুখে কিছু বলে না। আচার্য ঘোটকমুখ বলেন যে কল্পা তথনই বশীভৃত হয় যখন সে প্রেমীর হাতিক ভাব জানতে পারে।

বিবাহ করার জন্য গান্ধৰ্ব ইত্যাদি যে বিধি কন্যার পছন্দ, পুরুষ সেই পক্ষতই গ্রহণ করে। সক্ষ্যাকালে বা রাতে স্ত্রীদের ভয়-সংকোচ কম হয়, এই সময় তারা প্রেমাতৃর হয়, অতএব এই সময়েই নায়কের উচিত সংশ্লেষের জন্য চেষ্টা করা।

নায়িকা দ্বয় একার চেষ্টায় পুরুষের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না। অতএব তার নিজ দাই বা স্বীর সাহায্য নেয়া কর্তব্য।

নায়কের ঐ কন্যার কাছেই সংশ্লেষস্থ চাওয়ী উচিত, যাকে পরীক্ষা করে নায়ক জানতে পেরেছে যে ঐ কন্যা তার প্রতি প্রেমাসূত। এমন কন্যার কাছে প্রেম প্রার্থনা করলে সে প্রেমিককে ফেরাতে পারে না। কারণ প্রেমিকের প্রতি তার পূর্বাগ রয়েছে।

২২. স্বয়ংবর

মাতা-পিতার আশ্রয়ে বাস্তিত, অকুলে উৎপন্ন এবং বিবাহের জন্য অপ্রার্থিত যুবতীর নিজ বিবাহ দ্বয়ং করে নেয়া উচিত। স্বয়ংবরের সময় যুবতী সুন্দর শুণবান পুরুষকে গ্রহণ করে। অথবা তাকে গ্রহণ করে ঘার সঙ্গে বালা প্রয় ছিল।

যে যুবা পুরুষ সম্পর্কে কল্প এটা বুঝতে পারে বে উক্ত যুবা নিজ কামুকতার কারণে আপন মাতাপিতাকে অবজ্ঞা করে। তাকে বিয়ে করে নেবে, সেই যুবকের সঙ্গে কল্পা বারবার সাক্ষাৎ করে এবং মধ্যে ব্যবহার করে।

স্বী, দাই বা মাতা জীবিত থাকলে তার মাধ্যমে প্রগরিনী কন্যা পুরুষের কাছে পুষ্প, গুড় ও পান নিয়ে যায়, এমন আচরণে পুরুষ প্রতিবিত হয়।

নায়িকা গা টেপা বা মাথা টেপার অছিলায় যাবে মাবে নায়কের সঙ্গে মিলিত হয় তার মনমত আচরণ করে; কিন্তু তার কাছে বিবাহ প্রার্থনা বা প্রেম তিক্ষ্ণ না করে, এমন করলে তাকে নায়ক তিরঙ্গারের দৃষ্টিতে দেখে। পুরুষ একটু জাপটোজাপটি করলে রাগারাগি না করে স্বীকার করে দেয়। নায়ক চুম্পন করলে তা গ্রহণ করে নায়িকা নিজ উদাসীনতা বা অনুরাগপূর্ণ ভাবনাগুলি মনের কোণে লুকিয়ে রাখে, প্রকাশিত করে না। নায়ক সংজ্ঞাগ প্রার্থনা করলে কঠোর হয়, তাকে বড়জোর গুপ্তাস ছুঁতে দেয়, কিন্তু সংজ্ঞাগ ক্রিয়া করতে সহজে রাজি

হয় না। গান্ধৰ্ব বিবাহে সম্মতের অনুমতি নায়িকা তখনই দেয়, যখন সে বুঝে যায় যে এই পূরুষ আমার সঙ্গে যথার্থই প্রেম করে এবং বিবাহে আদৌ বিমুখ হবে না।

গুণবায় যুবতী সমর্থ, গুণবান এবং নিজ বশীভৃত পূরুষকে নির্বাচন করে বরমাল্য দল করে। অনেক স্ত্রীলোকের গুণবান স্বামীও অযোগ্য। কিন্তু স্ত্রীর বশে যে থাকে সে, এবং শুণহীন, দরিদ্র ও আলাদাভাবে জীবিকা উপর্যুক্তীল বর শ্রেষ্ঠ। গুণবান লোকের স্ত্রীরাও অনেক ক্ষেত্রে সুবৃত্তি হয় না। যে কন্যা, নীচ, বৃক্ষ ও প্রবাসীকে বিয়ে করে, সেও দৃঢ়ী হয়ে থাকে। পরত্তি আসক্ত, অহকারী, জ্যোতি এবং অনেক সম্মানের অনেক পূরুষকে বিয়ে করেও সুখ মেলে না।

গুণের দিক থেকে সরান ও অনুরাগী পূরুষই স্বামী হিসেবে শ্রেষ্ঠ।

২৩. অসুরাদি বিবাহ

যখন নায়ক নিজ পূর্বরাগের প্রিয় প্রণয়নীর সঙ্গে সাক্ষাত্কার করতে অসমর্থ হয়, তখন তার উচিত নিজ দাইয়ের সেয়েকে ঐ নায়িকার কাছে পাঠায়। এর উদ্দেশ্য হোল দাই-কন্যা গ্রাহণে নির্ণৃত যোগ্যতার সঙ্গে বারবার নায়কের গুণের বর্ণনা নায়িকার কাছে করতে থাকবে যে কন্যার হৃদয়েও নায়কের প্রতি পূর্বরাগ সঞ্চারিত হবে। দাই-কন্যা ঐ নায়িকাকে ডয় সেখায় যে তার বড় ঘরে বিয়ে হলে সে সতীন ও স্বামী দ্বারা পরিচ্ছয় হবে। আরও বলে এই পূর্বরাগ-পরায়ণ নায়ক একটাই বিয়ে করবে আর তোমরা দৃঢ়নে সুখে

থাকবে। কন্যাকে এই ভয়ও দেখায় যে যদি তৃতীয় নায়ককে স্তীকার না করো, তবে সে তোমাকে জোর করে বিয়ে করে নেবে।

যখন নায়িকা দাইয়ের প্রস্তাব স্তীকার করে নেয়, তখন নায়কের কর্তব্য হল বেদপাঠীর ঘর থেকে অগ্নি চোয়ে নিয়ে, ধৰ্মশাস্ত্র অনুসারে হোম করে অগ্নি ও কন্যাকে তিনিপাকে বাঁধে।

অগ্নিসঙ্গী করে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়, তা কখন নির্ধাৰিত হতে পারে না। এই আচার্যগণের মত। নববধূকে সম্মোহন করে নিজের ও কন্যার কূটবন্দের বিবাহ রহস্য প্রকাশিত করে। নায়কের কর্তব্য স্তীকৃতি ও উপহার দ্বারা নববধূর সহজিদের প্রসন্ন করা।

যে যুবতী বিবাহের জন্য প্রস্তুত নয়, তাকে নায়ক অঙ্গ-পূর্বাসী কূটবন্দুর দ্বারা ডেকে নেয় এবং তার সাথে সম্মোহন করার পরে বেদপাঠী ত্রাক্ষণের কাছ থেকে অগ্নি আনয়ন করে শাশ্রোকৃতি বিধিতে বিবাহ করে।

যদি নায়িকা বিবাহ করতে না চায় তবে নায়কের উচিত নায়িকার দাইয়ের সঙ্গে বক্তৃত স্থাপন করা এবং তার দ্বারা যুবতীকে ডেকে বেদপাঠী ত্রাক্ষণ দ্বারা তাকে বিবাহ করা।

পূর্ণমাসৰ যখন নায়িকা ব্রত রাখে এবং রাতি জাগরণ করে, তখন দাই-কন্যা নায়িকাকে অদিয়া পান করিয়ে সম্মোহণ-স্থলে কোন অছিলা করে নিয়ে যায়, সেখানে অচেতন কন্যাকে সম্মোহণ করে তাকে ‘গান্ধৰ্ব’ বিবাহ করে এবং কন্যার সহজিদের কাছে সব ফাঁস করে দেয়।

নায়ক নিজ বাস্তুত কল্যাকে শায়িত পেয়ে সেখান থেকে সই-
কল্যাকে সরিয়ে মনমোহিনী কল্যার কুমারীত ভঙ্গ করে এবং গজুর
বিবাহ করে তার পরে নিজ ও কল্যার আত্মীয়স্বজনকে সব খবর
জানায়।

এক হালে বা অন্য হালে গমনশীল অবস্থায় অথবা বাগানে প্রিয়
বুবতীকে অগ্রহণ করে এবং তাকে বিবাহ করে। এই হল রাক্ষস
বিবাহ।

২৪. গৃহিণীর কর্তব্য

পতিরোচনা হীর উচিত পতিকে দেবতা মেনে তাঁর প্রতি পূর্ণ প্রেক্ষা,
বিশ্বাস ও দীর্ঘি রাখে এবং তার মনমত ব্যবহার করে। তার সম্মতি
অনুযায়ী গৃহ-ব্যবস্থা করে, ঘর স্থজ, সুগৃহিত এবং পুষ্পময় করে
রাখে। ঘরে যজ্ঞ, পূজা হোম ও সদ্ব্যা অনুষ্ঠান নিয়ন্ত্রিত করে।
নিজ শ্বশুর, শাশ্঵তী, নন্দ এবং নন্দাই ইত্যাদি স্বজনবর্গকে যথাযোগ্য
আপ্যায়ন করে। বাগানে নানারকম 'শাক-সজি' ও ফুল চাষ করে।
ভিকুণ্ঠী, বাতিচারণী এবং তৃকতাক করে যে মহিলারা তাদের সঙ্গে
সম্পর্ক রাখা গৃহিণীর পক্ষে অবিশেষ। বাতিসদনকে সুসজ্জিত,
সুশোভিত রাখে এবং উত্তম, উজ্জ্বল বস্ত্র পরে পতির সঙ্গে সেখানে
বিচরণ করে।

পতি ঘরে ফিরলে কিছু না বলতেই তার সেবার জন্য
স্বতঃস্ফূর্তিভাবে প্রস্তুত থাকে। পতির পা শুয়ে দেয়। সুগৃহিণী পতির
অত্যধিক ব্যবহৃৎগতা বা কৃপণতা - এই ধরণের যে কোন দোষ হ্রাস

সম্পর্কে পতিকে একান্তে প্রেমপূর্বক বোঝায়। সবার সামনে এই
ধরণের বাক্যালাপ করলে স্বামীর অপমান হয়। কোথাও বাইরে যাবার
প্রয়োজন হলে পতির আদেশ নিয়ে নন্দ ইত্যাদির সঙ্গে যায়। পতির
পরে শোয় ও পতির আগে শয্যাত্ত্বাগ করে।

কখন দরজা বা জালায় বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে না থাকে।
পরপুরুষের সঙ্গে নির্জন হালে কথা না বলে, পতিকে কঢ়াবাক্য না
শেনায়। একান্তে বক্সালিংকারে সুসজ্জিত হয়ে ও শৃঙ্খল করে পতির
কাছে উপস্থিত হয়। ঘাম, দাঁতের ময়লা ও দুগন্ধি পতির হানয়ে পত্রীর
প্রতি বিরক্তি সৃষ্টি করে সুতরাং শরীর, বেশভূষণ সুগৃহিত ও উজ্জ্বল
হওয়া উচিত।

নানা ধরণের ধাতব বাসনপত্র কিনে সংগ্রহ করা উচিত। ঘরে
যাবতীয় মসলাপাতি মজুত রাখা কর্তব্য। চতুরতা, পাকবিদ্যা, স্বচ্ছতা,
সেবা ইত্যাদি কাজে অগ্রণী থাকা উচিত। ঘরেয়া কথাবার্তা ও
পতিয় সঙ্গে একান্তে যে কথাবার্তা হয় সেসব বাইরে প্রকাশ করা
উচিত নয়।

বছরের আয়ের হিসাব করে তদনুসারেই ব্যয় করে। চাববাস,
পন্তগালন, গাড়ি ইত্যাদির সুষ্ঠিক ব্যবস্থা রাখে। চাকরদের বেতন
ইত্যাদির দিক্ষে দেয়াল রাখা। তাদের গৃহস্থীর ব্যবহৃত পুরনো
কাপড়-চোপড় রঞ্চ করে পরার জন্য দান করো। ঘরের উদ্ধৃত জিনিস-
পত্রের সংযোগস্থান ও সম্মান করে এবং
শ্বশুর-শাশ্বতীর সেবা-যত্ন করো।

পতিরোতা স্ত্রীর উচিত স্বরূপাদী ও মধুরভাদী হয়, নির্লজ্জের মত না হাসে, ভোগ বিলাসে অধিক আসক্তি না বাধে। সর্বক্ষিদের সঙ্গে বৃক্ষিমভাপূর্ণ ব্যবহার করে, পতিকে না বলে কোন বন্ত কাউকে দেয় না, চাকর রাখে না এবং উৎসবে নিজ স্বামীর পূজন করে।

পতি বিশেষে সেলে পত্নীর উচিত স্থানের গহনা পরে, উপাসনা করে। শাশুড়ীর কাছে শোয় শুরুজনের আদেশ অনুযায়ী কাজ করে, পতির মনের মত জিনিসগুলি সম্পর্ক করে, শুছিয়ে রাখে। স্বামীর অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করতে চেষ্টা করে, বিবাহ ও মৃত্যুশোক ছাড়া পিতৃগৃহে না যাব এবং বৈবাহিক বেশি দিন না থাকে। প্রবাস থেকে প্রজাগত স্বামীকে পতিরোতা স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যের দর্শন করে। কৃল নিয়ে দেবপূজন করে। পতিকে যথোচিত সহান করে, পতিত্বতা স্তী ধর্ম, অর্থ, কাম, উচ্চস্থান ও উন্নতমপতি প্রাপ্ত হয়।

স্তী যদি স্বৰ্গ, দুর্ঘরিতা হয়, বারবার কলা সঞ্জনের জন্ম দেয় বা পতি লম্পট হয় তবে পুনর্বিবাহ অনুমতিনয়োগ। এইজন্য পত্নীর উচিত আপন হাতের সেবা, দূর্শীল স্বভাব ও বৃক্ষিমভাব স্বামীকে প্রসন্ন রাখা, যাতে সে হিতীয়া পত্নী আনন্দে উন্মুখ না হয়।

যদি স্ত্রীর সন্তান না হয়, তবে স্ত্রী নিজেই স্বামীকে আবার বিবাহ করতে অনুমতি দেয়। প্রথম পত্নীর কর্তব্য হল সপ্তাহী নববধূকে বোনের মত ভালবাসে। পতির পছন্দসই বন্ধু পরে, পতিকে একান্তে ভাল ভাল কথা বলে, শেখায়। সপ্তাহী সন্তানদের মধ্যে ইতর-বিশেষ না করে এবং তাদের বাপের বাড়ির স্বজনদের সহান করে।

যদি বহু পত্নী যাকে, তবে প্রত্যেকের উচিত বয়সে ছেট সপ্তাহীকে আদর-মতু করা। প্রথমা পত্নীর উচিত স্বামী যদি কোন উপপত্নীর প্রতি অত্যন্ত প্রেমাসন্ত হয়, তবে তার সঙ্গে নায়কের প্রথম প্রেমিকার বাগড়া বাধিয়ে দেয়া এবং আবার ঐ বাগড়া শান্ত করা। যদি পতি বিশেষে কোন স্ত্রীর প্রতি বেশি আসন্ত হয়, তবে তার অনাচারের নিম্না স্বামীর কাছে করে। পতির সঙ্গে যে পত্নীর বাগড়া হয়ে গেছে, সেই পত্নীর পক্ষ অবলম্বন করে। বারবার বাগড়া বাধায়, আবার নিজেই মিটিয়ে দেয়। এতেও করেও যদি সপ্তাহীর প্রেম না করে, তবে বড় পত্নীর উচিত ঐ দুই পত্নীর মিল করে দেয়।

ছেট পত্নীর কর্তব্য নিম্নরূপ -

বরেজেষ্ঠা সপ্তাহীকে মায়ের সহান আদর করে, তার আজ্ঞা ছাড়া টাকা-পয়সা খরচ না করে, আবশ্যিক কাজ তার অধীনে রাখে, এবং তার আদেশ নিয়ে স্বামীর কাছে শংখন করে। সপ্তাহী সজ্জনকে নিজ গৰ্ভজাত সজ্জনের চেয়ে বেশি মন করে এবং পতি যে সম্মান ও প্রেরণ দান করে, তা জোষ্ঠা সপ্তাহীর কাছে প্রকট না করে। তার প্রতি স্বামীর প্রেম টিকিয়ে ঝাঁঝার চেষ্টা করে। পতিকে একান্তে সেবা করে এবং তার কাছ থেকে আরো বেশি বেশি প্রেম ও মান পাবার প্রয়ত্ন করে।

২৫. পুনৰ্জীবন

যে বিধবা ধনবান ও জুরুবানকে পাতি করে পুনরায় গ্রহণ করে, নিজ শুণহীন পতিকে তাগ করে অন্য পুরুষকে বিবাহ করে বা

সুখলাভ করার আশায় পরপূর্বকে বিয়ে করে নেয় - এমন স্ত্রীকে
পুনর্জীবন করে।

পুনর্জীবন উচিত নায়কের অনের অনুকূল কার্য করে, তার
মিঠাদের আদর-আপ্যায়ন করে। রতিকালে চৌষট্টি কামকলার ঘারা
নায়ককে প্রসন্ন রাখে; সপ্তাহীদের কাজগুলি প্রসমাপ্তিতে করে, তাদের
সন্তানদের লালন-পালন ব্যক্তিগত করে, সমাজগোষ্ঠীর ঘৰোয়া সভা,
মদ্যপান, বাগানে ধূরতে যাবার সময় ও উৎসবে বোগ দিতে যাবার
সময় নায়ককে সঙ্গ দেয়।

সুঁথী বা অভাবী স্ত্রী, যে অন্য স্ত্রীদের ঘৰা উপেক্ষিত। তার উচিত
সেই পঞ্জীয় আশ্রয় প্রহণ করা যাব প্রতি নায়কের প্রেম সবচেয়ে বেশি।
তার উচিত নায়কের পুরুষের সেবা করা এবং তার বন্ধুদের আপ্যায়িত
করা। সে পূজা-পাঠ ইত্যাদি ধর্মকৃত্যে অগ্রণী ভূমিকা প্রাপ্ত করে
এবং নায়কের আবাস-স্থানকে প্রসন্ন রাখে। নায়কের প্রতি সবসময়
এইভাব প্রকট করে বে আমি তোমার প্রেমিক। নায়কের কলহপ্রবণ
সপ্তাহীদের নিজ মিত্র বানাবার চেষ্টা করে। যদি নায়ক কোন অন্য
স্ত্রীলোকের সঙ্গে প্রেম করে, তবে সেই প্রেমিকার সঙ্গে নায়কের
মিলন ঘটিয়ে দেয় বা ব্যাপারটা গোপন রাখে। উপেক্ষিত। স্ত্রীর এমন
আচরণ করা উচিত যেন স্বামী তাকে পতিত্বতা ও সচরিজা বলে
বুঝতে পারে।

২৬. অঙ্গপুর

অঙ্গপুরের বাসিন্দা পরিচারিকা ও দাসীবৃন্দা রাণীদের প্রদত্ত

মালা, বস্ত্র ও সুগন্ধী প্রলেপ রাজাকে পৌছে দেয় এবং রাজা এগুলি
সঙ্গে স্বীকার করেন এবং নিজের ব্যবহার করা গতদিনের মালা
ও বস্ত্র দাসীদের হাতে দেন। দিনের ঢুঢ়ীয় প্রাতে রাজা অঙ্গপুরের
সব স্ত্রীকে দর্শন দেন, তাদের সঙ্গে মধুর আলাপ ও বিনোদন করেন।
এরপরে রাজা পুনর্জীবনের দর্শন দান করেন, এর পরে বেশা ও
নটীদের সঙ্গে মিলিত হন এই সব স্ত্রীদের সঙ্গে রাজা নিজের কক্ষেই
মিলিত হন।

রাজা যখন দুপুরের বিশ্বাম-শরণ থেকে উঠেন তখন মহত্ত্বরিকা
(যে রাজাকে নিবেদন করে ঐ দিন রাতে রাজা কোন স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত
হবেন) কার পালা ক্রমানুসারে এসেছে বা যার পালা এসে চলে গেছে
- এই সমস্ত বিষয়ে রাজা সকালে শিরে জানতে চান। ঐ সমস্ত স্ত্রীদের
দাসীদের সঙ্গে নিয়ে মহত্ত্বরিকা রাজসম্মুদ্ধনে গমন করে। কোন স্ত্রীর
সঙ্গে বাইরে রাজকার্যে যাবার ফলে মিলিত হওয়া সম্ভব হয়নি, যাদের
সঙ্গে রাজার মিলন-যামিলী বাস্তবায়িত হয় নি পালা অনুসারে - এই
সব বিষয় মহত্ত্বরিকা জানতে চান। মহত্ত্বরিকা রাজার কাছে
সমাগমযোগ্য স্ত্রীদের সংস্কারিতাহের প্রলেপ, আঙ্গি (বিশেষ ভাবে
চিহ্নিত) ইত্যাদি উপহার সামগ্রী রেখে আসে। এর পরে রাজা কোন
এক স্ত্রীর উপহার স্বীকার করেন এবং মহত্ত্বরিকাকে জানান হয় অদ্য
কোন স্ত্রীর সঙ্গের পালা সমাগত।

অঙ্গপুরের স্ত্রীরা একান্তী বাইরে যেতে পারে না এবং বাইরের
স্ত্রীলোকেরা অন্দরমহলে প্রবেশ করতে পারত না। কেবল ঐ সমস্ত

ঙ্গীগণ ইচ্ছানুসারে আসা-যায়া করতে পারত যাদের আচরণ শুন্দি ও পবিত্র। অঙ্গপুরোচরিণী শ্রীগণের কাজ ঘূৰ কষ্টদায়ক হয় না।

বহু বিবাহকারী পুরুষের উচিত নিজ পত্নীদের সঙ্গে তাল ব্যবহার করা, তাদের দোষ ত্রুটির দিকে নজর রাখা, কিন্তু তাদের অপমান না করা, তাদের দোষের আলোচনা না করা। এক পত্নী আরেক পত্নীর কিছু অপকার করলে তারে ভৎসনা করে, কোন পত্নীকে গোপন কথা বলে, কোম পত্নীকে আদর ভালবাসী দিয়ে খুশি রাখে এবং রত্নজ্ঞিয়ার দ্বারা সকলকেই তৃপ্তি রাখে।

২৭. পরস্তীগমন

পরস্তীগমন অর্থাৎ পরস্তীর সঙ্গে থৈন মিলন করা ধর্মবিরক্ত কাজ। কিন্তু কিছু বিশেষ অবস্থায় এটা করা যেতে পারে, যেমন কোন পরস্তীকে দেখে সংজ্ঞেগের ইচ্ছা যদি গ্রাহণেই বলবত্তি হয়ে ওঠে যে প্রাপ যায় যার হয় সেক্ষেত্রে, বা কোন কামোদ্ধৃত ঘূৰটা যদি অতি প্রাপ্যিনী (রতিসূখ কামী) হয় এবং তাকে রতি না করলে সে উচ্চাদ রোগগ্রস্ত বা মরণোপ্যুৎ হয়ে যায় তবে সেক্ষেত্রেও পুরুষের তার সঙ্গে সংজ্ঞেগ ঝীড়া করা উচিত। কেবলম্বত্ত চিন্তাখল্য হলেই পরদারগমন করা উচিত নয়।

কাম বিকারের ক্রম-তালিকায় দশটি লক্ষণ রয়েছে। যথা - চোখের নেশা ভালবাসা, মনের আসন্তি, কামনার ধন সাধীকে পাবার সংকলন, অনিদ্রা, শরীরে দুর্বলতা, ভোগ-বিলাসে বিড়ফা, নির্জনতা, পাগলামো, হিস্টিরিয়া ও ঘৃত্যা।

ক্ষীর আকৃতি, লক্ষণ এবং হাবভাব থেকে বুদ্ধিমান পুরুষ প্রথমেই কুঠে নের অমুক স্ত্রীলোক বশে আসবে কিনা।

নিম্নপ্রকারের শ্রীগণ পুরুষের আধিকারে আসে না - যে শুধুমাত্র নিজ পতিকে ভালবাসে, যুৰবজ্ঞা কেটে যাওয়ার যার কামের প্রাবল্য কমেছে, যে দৃঢ়ী ও রতিলালসহীন। যে স্বের জন্য, শুধু সন্তান উৎপাদনের জন্য রতিতে প্রবৃত্ত হয়, যাদের শুশ্র প্রণয় প্রকট হয়ে যাবার ফলে অপমানিত হবার প্রবল ভয় বর্তমান, যে মনে করে অমুকে বড়ই বেরসিক বা প্রচণ্ড কামী অথচ আমি দুর্বল মগীরোগী। যে এই জন্য লজ্জিত যে অমুকে আমার বক্ষুষ্ণনীয় এবং এ পুরুষ সভ্য আর আমি গোঁয়ার। পুরুষের মূর্খতায় উৎপন্ন প্রাণি, সবীদের দ্বারা অপমানিত হওয়ার ভয়, এই পুরুষ 'শশ' হবার ফলে অমুক অথচ আমি হত্তিনী, তাই থৈন আনন্দ আসবে না। এই পুরুষের শরীরে কোন রোগ আছে এই ভয়, যব থেকে বের করে দেয়া হবে এই ভয়, অথর্মের ভয়, এই আশকা - এই পুরুষটি আমার স্বামী কর্তৃক প্রেরিত এবং আমার সঙ্গিত্বের পরীক্ষা নিছে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে স্ত্রী অধিকারে আসে না।

এই জন্য স্ত্রীলোকের সাহচর্য ও থৈন সঙ্গম অভিলাষী পুরুষের উচিত নিজের বে অভাব বা দুর্বলতার জন্য স্ত্রীলোকরা তার বশে আসছে না, সেই দুর্বলতাগুলি দূর করে ক্ষে গোপন করে রাখে এবং যথাসাধ্য স্ত্রীলোকদের সঙ্গে মেলামেশা বাঢ়ায়। কারণ ঘনিষ্ঠতা বাড়লে

এইভাবে পরিচয় ও সংকেত হলে পরে ঐ ঝীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে।

যুবতী কন্যাদের সঙ্গের জন্য কম প্রার্থনার প্রয়োজন হয়, কেননা সঙ্গের অভিজ্ঞতা না থাকার দরুন সে যৌন মিলনের জন্য উৎসুক থাকে। কিন্তু বিবাহিতা মহিলাদের সঙ্গে সঙ্গের করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করতে হয়, কারণ তারা সঙ্গের অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ।

যখন এমন নায়িকা নায়কের প্রতি প্রেম প্রকট করে, তখন নায়কের প্রদত্ত ভোগ বিলাসের উপহার গ্রহণ করে। যেকোন সে (নায়ক) নিজের নথ ও দাঁত দ্বারা চিহ্নিত করে নিয়েছে। পরগুরীর নানারকম ডয়, ছিথা থাকে, তাই পুরুষের উচিত কথাবার্তা বলে সাহস ও উৎসাহ জুগিয়ে তারা নিরানন্দ ও চিন্তাহীন ভাব দ্বারা করে। এরপরে একাত্তে তাকে আলিঙ্গন-চূর্ণ করে ও বিভিন্ন অঙ্গ স্পর্শ করে। এর পরে সঙ্গের প্রার্থনা করে।

আশকাগ্রস্তা, সূরক্ষিত, ভুবভীতা, ধারা শৃঙ্খল-শাঙ্কুর সঙ্গে বসবাস করে – এমন ঝীকে সঙ্গের করার কামনা কখনই প্রতিষ্ঠা আকাঙ্ক্ষী পুরুষ নিজ অন্তরে ঠাই দেয় না।

হেমিকার মনোভাব

যদি নায়ক সঙ্গের প্রার্থনা করে এবং পরদারা বা পরগুরী সেই প্রার্থনা না-মঙ্গুর করে, তবে সেক্ষেত্রে নায়কের বারবার প্রার্থনায় সেই ঝী দিখায় পড়ে যায়। এই জন্যই নায়কের চেষ্টা ছাড়তে নেই। সঙ্গে

প্রার্থনা অঙ্গীকার করেও যদি সেই নায়িকা বস্ত্রাভূষণ ধারণ করে পুরুষের সঙ্গে একাত্তে সাঙ্ঘাত করে, তবে এর অর্থ হল সে নায়কের প্রতি প্রেমাসক্ত। যে ঝী পুরুষের প্রতি অনুরূপ থাকে, কিন্তু আবার দূরেও চলে যায় এবং সঙ্গের প্রস্তাব বারবার নাকচ করে দেয় – এমন ঝীকে বশ করতে কঠিন মেহলত, ধৈর্য, সময় ও প্ররোচনা প্রয়োজন হতে পারে।

যদি কোন গৱাঙ্গী পরপুরুষের সঙ্গে প্রস্তাবকে কর্কশ ভাষায় প্রত্যাখ্যান করে এবং তিরঙ্কার করতে থাকে, তবে এমন ঝীলোককে স্বপ্নেও কামনা করা পুরুষের অনুচিত।

যে ঝী পুরুষকে তিরঙ্কার করে কিন্তু আবার পুরুষের প্রতি মনে মনে প্রেমও রাখে, তবে তেমন পরদারার কাছ থেকে পুরুষ প্রেম আশা করতে পারে। একাত্তে দেখা করতে আসা ঝী যদি পুরুষের স্পর্শ সহজ করে নেয়, তবে এমন ঝীকে চেষ্টা করলে পাওয়া যেতে পারে। ক্ষয় থাকার বাহনা করে ঝী যদি পরপুরুষের নিজ শরীরের হাত রাখা মেনে নেয় এবং পারের উপর পা রাখলেও বাধা না দেয়, তবে এ হচ্ছে তার নায়কের প্রতি দ্বৰ্বলতা/বা প্রেমের নিশ্চিত চিহ্ন। এমন ঝীকে পরপুরুষ আলিঙ্গন ও চূর্ণ করার চেষ্টা করে। যদি আলিঙ্গন করলে ধূমজারী ক্রোধ প্রকাশ করে, তিন্তু পরের দিন নায়কের সঙ্গে হাসিখুশি ভাবে দেখা করে, তবে এমন ব্যক্ত্যকে অনুরূপের চিহ্ন বলে সনাত্ত করা যেতে পারে।

জোরে জোরে আস নেয়, তবে হয়ে বসে থাকে, তবে এসব নায়িকার প্রেমতাব বলে বুঝে নেয়া উচিত। দৃষ্টি নায়কের পাঠানো উপহার সামগ্রী নায়িকাকে পৌছে দেয়। নায়কের কাছে চেকে পাঠায় এবং পুনর্দর্শন দেবার অনুরোধ করে তাকে বিদায় দেয়।

দৃষ্টির কাছে নায়কের প্রেম-বিহুলতার বর্ণনা শুনে যদি নায়িকা হাসে, কিন্তু কিছু না বলে ত এটাকে তার মৌল শীকৃতি বুঝে নেয়া যায়।

আচারের মত ইহা নায়ক-নায়িকা পরম্পরা প্রাচিত অপরিচিত যাই হোক না কেন, উভয় ক্ষেত্রেই দৃষ্টি নিয়োগ করা যথার্থ কর্তব্য।

দৃষ্টি নায়িকাকে নায়কের প্রেরিত উপহার পৌছে দেয়। পান, চন্দন-লেপ, পুষ্পমালা, ফুলের রেশু আর ফুলের ছোপ দেয়া ছোট বড় কাপড় - এই সব উপহারে নায়কের নথ ও দাঁতের চিহ্ন থাকা প্রয়োজন। দৃষ্টি নায়কের প্রেরিত অলঙ্কার ও পুষ্পহার এমন মোড়কে আবৃত করে সতর্কতাবে দান করে যেন ওর মধ্যে নায়কের প্রয়োজন রাখা আছে।

এইভাবে উভয়ের মধ্যে প্রেম ও বিশ্বাস জগ্রত করে পারম্পরিক মিলন ঘটিয়ে দেয়।

বাস্তুবীয় আচার্য বলেন নায়ক-নায়িকার প্রথম মিলন-স্থল, তীর্থঘাটা, বাগানের পথে, বিবাহ-বাসর, যজ্ঞস্থল, বিভিন্ন উৎসব, বিপত্তি, অগ্নিকাণ্ড বা মেলা ইত্যাদি স্থানে হতে পারে। গোণিকাপুত্রের

মতানুসারে প্রথম সাক্ষৎকার ভিক্ষুকী বা সন্ধানীদের আশ্রমে সরলভাবেই হতে পারে। বাংস্যায়ন বলেন - শ্রীলোকের বাড়িতেই মিলন সবচেয়ে সুবিধাজনক। পুরুষের উচিত লুকিয়ে আসা-যাওয়া করা। বিপদ-আপদের মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকে। আসাহাওয়ারও রাজাঙ্গলি ভাল ভাবে চিনে রাখা দরকার।

* কার্যভেদ অনুযায়ী নিম্নলিখিত আটপ্রকার দৃষ্টি হয় -

১. লিঙ্গীতাৰ্থ - এই দৃষ্টি নায়ক-নায়িকার প্রেমকে মুদ্দত করে এবং কৌতৃহলবশত এ দৃঢ়জনকে একস্থানে মিলিত করে দেয়।

২. পরিমিতার্থ - যদি নায়ক-নায়িকার মধ্যে প্রেম সম্পর্ক গড়ে উঠে থাকে কিন্তু কিছু অংশ বাকি থেকে যাব তবে এমন দৃষ্টি বাক্ষী অংশ পূর্ণ করে তাদের ইচ্ছা পূর্ণ করে।

৩. পত্ৰহারী - সেই দৃষ্টি যে প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমপ্রপরম্পরের কাছে পৌছে দেয় এবং তাদের সাক্ষৎকারের স্থান ও সময়ের খবর দেয়।

৪. স্বরংস্থৃতি - এমন শ্রীলোক যৈ নায়িকা দ্বাৰা তার প্রেমিকার কাছে প্রেরিত হয়েছে, কিন্তু নিজেই সেই প্রেমিকার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। সে নায়ককে বলে, আমি বগে তোমার সাথে সঙ্গেগ করেছি, নায়কের প্রতি নিজ গতি-গোলসূনিনা হাবভাব করে প্রকট করে। নায়কের অন্য প্রেমিকাদের প্রতি দ্রুত প্রকট করে। এইভাবে যে নায়িকা তাকে পাঠিয়েছে তার বাতী বর্ণনা না করে নিজের প্রেমের

অভিলাষ নায়কের কাছে ব্যক্ত করে। এমন স্ত্রীকে স্বয়ংদৃতী বলে।
কোন কোন দৃতী তার প্রেরক নায়িকার আত্মা বেশি নিষ্ঠা করে
নায়কের কাছে, যে সেই পুরুষ নায়িকার প্রতি বিশ্বাস হয়ে
ছলনায়ী ঐ দৃতীর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে – এমন দৃতীকেও
স্বয়ংদৃতী বলে।

স্ত্রীলোকের স্বয়ংদৃতী হয়ে ওঠার মত নায়কও অন্য দুতের ঘত
কাজ করে। স্বয়ং দৃতীর মতই ভাতন নায়কও স্বয়ংদৃতে পরিষ্ট হয়
এবং নিজ কাজ সিদ্ধ করে দেয়।

৫. মৃকদৃতী – যদি কোন স্ত্রী এমন পুরুষের প্রতি আসক্ত হয়ে
যায় যে নিজ পত্নীকে গভীরভাবে ভালবাসে, তবে তাকে পাবার জন্য
তার ভালমানুষ স্ত্রীর কাছে স্বীভাবে থার, তার সঙ্গে পরিচয় বাড়িয়ে
নেয়। তারপরে ঐ সাদসিধা স্ত্রীকে আমীর প্রণয় থেকে বাস্তিত করার
জন্য এবং তাদের প্রেমে ফটিল ধরাবার জন্য ঐ ভালমানুষ পত্নীকে
শৃঙ্খল করে এবং ঐ স্ত্রীর দেহে দাঁত ও নখচিহ্ন বসিয়ে দেয়। এতে
নায়ক পরস্তীর সঙ্গে অভিলাষ বুঝে ফেলে এবং অবসর থেকে নিয়ে
তার সঙ্গে প্রিণ্ট হয়। এই ধরণের কোন কথা বলা-কওয়া না করেই
কাজ সারে যাবা তাদের মৃকদৃতী বলে।

৬. মৃচ্ছদৃতী – নিজের স্ত্রীর শরীরে রেখে ঘোঁষা শৃঙ্খল ও
নখচিহ্নগুলি দেখে নায়ক নিজ প্রেমিকার মনোভাব বুঝে ফেলে এবং
নিজ পত্নী অর্থাৎ মৃচ্ছদৃতী হাবা নিজ হাবভাব ও প্রেম ঐ প্রেমিকার
কাছে প্রকট করে।

৭. তার্দাদৃতী – কোন পরস্তীতে আসক্ত কোন কোন পুরুষ
নিজের সাদসিধা অর্ধাস্তীনিকে দৃতী হিসেবে সেই কামনার ধন পরস্তীর
কাছে পাঠায়। নিজ স্ত্রীকে পাঠাবার সময় তাকে শৃঙ্খল (সাজসজ্জ)।
করে এবং তার শরীরে শৃঙ্খলের মাধ্যমে এমন কিছু গৃহ্ণ সংকেত
অংকিত করে দেয় যা দেখে প্রেমিকা প্রেমিকের গৃহ্ণ সংকেত তথা
মনোভাব বুঝে নেয়। প্রত্যাহুতেরে প্রেমিকাও ঐ পুরুষের পত্নীর শরীরে
শৃঙ্খলের ছলে কিছু সংকেত অংকিত করে দেয়। এইরকম ভালমানুষ
স্ত্রীকে ভার্দাদৃতী বলে।

৮. বাতদৃতী – নায়ক নিজ প্রেমিকার কাছে দৃত বা দৃতীর
মাধ্যমে এমন কিছু শপথযুক্ত বার্তা পাঠায়, যার বিবিধ অর্থ বার করা
যায় এবং ঐ অর্থ নায়ক বা নায়িকা ছাড়া অন্য কেউ বুঝতে পারে
না। এমন খবর নায়িকার সামনে দৃতী আনন্দনাভাবে আবৃষ্টি করে
এবং নায়িকা তার গৃহ্ণ বুঝে নিতে পারে সহজে। দৃতী জানতেই পারে
না নায়িকার কাছে কী খবর পৌছে গেল। নায়িকা প্রত্যাহুতেরে কোন
দেহা, প্রবাদ বা চতুর্পার্শী ছাড়া দৃতীর কাছে বলে, যেগুলি দৃতী
নায়িকার কাছে ফিরে গিয়ে বলে এবং নায়কও তার গৃহ্ণ অর্থ বুজে
নিতে সক্ষম হয়। এইভাবে নায়ক-নায়িকার কাজ হাসিল হয়, অর্থাৎ
দৃতী ঐ ব্যাপারে কিছুই জানতে পারে না। এই শ্রেণীর দৃতীকে
বাতদৃতী বলে।

বিধবা, দাসী, ভিখারিনী, শিল্পকার, স্ত্রীলোক ও ছাড়ি বিক্রেতা
স্ত্রীলোক ভাল বাতদৃতী বলে গণ্য হয়।

দেবার ব্যবস্থা করে দেবে। এইভাবে ভিখারিনী ঐ স্ত্রীকে অঙ্গপুরে নিয়ে যাওয়া এবং রাজা তাকে পুরস্কৃত, সমানিত ও প্রসন্ন করে তার সঙ্গে সহবাস করে।

অর্থ সংকটে পড়ে যাওয়া অপরাধী রাজকুপা-অভিলাষী, নিজ বজ্রাতিদের দ্বারা উৎপীড়িত বা তাদের দণ্ডিত করার জন্য লালসা গ্রন্থ, মৌতা কার্য করে এমন এবং যশলিঙ্গ, ইচ্ছুক পুরুষের স্ত্রীদেরও ভিখারিনী উপরোক্ত পদ্ধতিতে বলে এবং এইভাবে রাজা-তার সঙ্গে সহস্র করে।

রাজার পরপত্তী সংজ্ঞারে উল্লেখে। কোন প্রকারেই সুহিত্যে লুকিয়ে অন্যের বাড়িতে প্রবেশ করা উচিত নয়। কোহ রাজ্যের রাজা আমীর ও কাশীরাজ জয় সেন অন্যের গৃহে তাদের স্ত্রীর সঙ্গে অভিগমন করার চেষ্টার অভিযোগে মোরা-পড়েন।

প্রজাদের হিতাক্ষী রাজাদের কর্তব্য, কোন জাতি বা বর্ণের মধ্যে পরভার্যা গমনের কৃৎসিত প্রথা প্রচার না করা। এমন করলেই রাজারা কাম-ক্রোধ ইত্যাদি শক্তিদের জয় করে শাসন করতে পারে।

৩০. অঙ্গপুরের বিলাস

অঙ্গপুরের রাজা একই রাজত্ব করেন এবং একাই সমস্ত স্ত্রীর সাথে সংজ্ঞাগ করেন এবং তাদের সংজ্ঞগ করে স্বত্ত্বাবত্তই সকলের সংজ্ঞাগ ত্বক্ষ মেটাতে পারেন না। অন্দর মহলের স্ত্রীরাও বাইরে যেতে

পারে না এবং বাইরের পুরুষদেরও ভিতরে প্রবেশ করা নিষেধ। এইজন্য অঙ্গপুরে স্ত্রীগম একে অপরকে পুরুষের মত সংজ্ঞাগ করে নিজেদের কামবাসনা শাস্ত করে।

এই স্ত্রীরা নিম্নলিখিত পদ্ধতি প্রয়োগ করা —

কোন ধৰ্ম্যের মেয়ে, স্বী বা দাসীকে পুরুষের পোশাক ও অলঝার পরিয়ে, পুঁলিঙ্গ-এর মত বস্তু তার কোমরে বেঁধে তার সঙ্গে সংজ্ঞাগ করে।

অন্দর মহলের অঙ্গপুরে স্ত্রীর বিশৃঙ্খলা দাসীদের সাহায্যে বাইরের পুরুষদের স্ত্রীবেশে অঙ্গপুরে নিয়ে আসে। এই স্ত্রীবেশী বহিরাগত পুরুষদের সঙ্গে সহবাস করে অঙ্গপুরচারিনীরা।

দাসী বাইরের পুরুষদের কয়েক প্রকার প্রলোভন দেখায়, যেমন : দাসী বলে অঙ্গপুরের অনুক স্ত্রীর শুব প্রভাব প্রতিপাদি। তাকে ত্বক্ষ ও প্রসন্ন করে তুমি ধন্য ও সৌভাগ্যশালী হয়ে যাবে। যদি সেই মাগরিক অঙ্গপুরে যেতে ভর পায় ত দাসী তাকে বোঝায় যে ভয় পাবার কোন কারণ নেই। মার্গ সুরক্ষিত ও নিরাপদ, রাজপুরুষের বিশাল ও নিরালা; রাজপুরুষেরাও প্রায়শ অন্দর মহলে থাকেন না, ঘাররক্ষীরাও অসাধারণ ও কর্তব্যে শিথিল।

শুক্র হস্তারের নাগরিক যে বিলাসী নয়, তাকে এই কাজের জন্য বাধ্য করা উচিত নয়। সেই নাগরিকদেরই নিয়ে যাওয়া সঙ্গত যারা বিলাসী ও পরস্ত্রীগমনে অভ্যন্ত।

অস্তঃপুরে অনুপ্রবেশকারী নাগরিকের অবশ্য কর্তব্য দৃষ্টির সঙ্গে প্রবেশ করার সময় মহলের গুপ্ত পথ ও কক্ষ, ব্যাডিচারী অস্তঃপুরিকার ধরন-ধারণ ও চালচলন এবং রাজাৰ বাইরে যাবার কারণ সম্পর্কে বিশেষভাবে ওয়াকিদহাল হওয়া যাতে বিতীয়বার সহজে অন্দরে প্রবেশ করতে পারে। তাকে রাঙ্কফন্দের চোষ এডিয়ে সফলতার সঙ্গে গুপ্ত পথে আসা যাওয়ার প্রতিকূলতা ও ঝুঁকিৰ বিষয়ে খোজ রাখতে হবে।

নাগরিক দাসীৰ সাহায্য ছাড়া স্বয়ং অস্তঃপুরে প্রবেশ করতে নিপ্রিয়িত বিধিশুলি গ্রহণ করে—

দ্বাৰবন্ধীদেৱ সঙ্গে মিত্ৰতা কৰে নিতে হ'বে, যাতে তাৰা আসা-যাওয়াৰ ক্ষেত্ৰে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি না কৰে। ঐসব দ্বাৰবন্ধীদেৱ সামনে তাকে এমন অভিনয় কৰতে হবে যেন সে অন্দৰ মহলেৰ কোন পৰিচারিকাৰ প্ৰেম-বিৱহে ভীৰণ কষ্ট পাছে। এমন কৰলে সেই বক্তু দারোয়ান তাকে অন্দৰে যেতে হবে। অস্তঃপুরে পৌছে নায়ক ঐ স্থানে নায়িকাৰ প্ৰতীক্ষা কৰে বে স্থানটি দৃষ্টি নিদিষ্ট কৰে রেখেছে। অন্যথায় ধৰা পড়াৰ বা নায়িকাৰ সঙ্গে মিলন না হবাৰ আশকা আছে। হতে পারে নায়িকা তাকে ছদ্মবেশে দেখে চিনতে পাৰবে না এবং ফলে নিৱাশ হৰে ফিরে যাবে। তাই নায়কেৰ উচিত সংকেত স্থলে দণ্ডয়ান হয়ে হাবেভাৰে নিজেৰ উদ্দেশ্য প্ৰকাশ কৰতে থাকে। যদি নায়িকা কোন বিষ্঵েৰ ফলে মিলন স্থলে আসতে না পাৰে, তবে নায়কেৰ বেশিক্ষণ প্ৰতীক্ষা না কৰে ওখন থেকে চলে যেতে হবে এবং স্মৃতি

জলে নিজ আঙ্গটি ফেলে যাবে। অথবা দেৱালে ছবি একে বা ছড়া লিখে চলে যাবে যাতে পৰে নায়িকা তাৰ আগমনেৰ উদ্দেশ্য বুঝে নিতে পাৰে। কিছুদিন পৰে নায়কেৰ আবাৰ ঐ সংকেত স্থলে যাওয়া উচিত এবং সেখানে ভাল কৰে দেখা উচিত যে প্ৰেমিকা কোন জবাবি ঠিক রেখে গেছে কিনা। যদি নায়িকা কোন অনুকূল সংকেত রেখে গিয়ে থাকে, তবে সে আবাৰ যিলনেৰ চেষ্টা কৰে।

পূৰ্বে অস্তঃপুরে পাহারাদারদেৱ আদেশ নিয়ে প্রবেশ কৰে অথবা পাহারাদারেৰ বেশে প্রবেশ কৰে অথবা স্তৰলোকেৰ বেশ ধাৰণ কৰে ভিতৰে যায়। উৎসবেৰ সময় ভীড়েৰ মধ্যে সহজেই অস্তঃপুরে প্রবেশ কৰা যেতে পাৰে। এমনই সুযোগ উদ্যান বাত্রায় যাবাৰ সময়, দ্বাৰবন্ধীদেৱ পালা বদলেৰ সময় বা কোন বাত্রায় যাওয়া আসাৰ সময়ও পাওয়া যেতে পাৰে। অস্তঃপুরে যাবা কাজ কৰে, সেই দেৱকদেৱ বেশেও অন্দৰমহলে আসা-যাওয়া কৰা যায়। রাজা বাইৱে গেলেও অস্তঃপুরে সহজে প্রবেশ কৰা যায়।

অস্তঃপুরে বৰমণীৰা একে অন্তেৰ গুপ্ত রহস্য জানে। অতএব নায়কেন্ত কৰ্তব্য হল প্ৰেমিকাৰ আগন্তে সেখানে গিয়ে তাৰ সৰীদেৱ ভাৰ বুঝে তাঁদেৱও সন্তুষ্ট কৰে। এইভাৱে অস্তঃপুরেৰ সমষ্টি স্তৰলোকই ঐ পূৰ্ববেৰ সহায়ক হনে যাব। এবং সেনিভৰ্ত্তৰে সেখানে আসা-যাওয়া কৰতে পাৰে।

বিভিন্ন দেশেৰ রাজীণণ ও আমীৰ-ওমৰাহেৰ স্তৰীৰ বিভিন্ন বণ্ণেৰ পূৰ্ববেৰ সহায়স কৰে নিজ কাম-বাসনা তৃষ্ণ কৰে। এই পূৰ্ববেৰ

ମଧ୍ୟେ ରହେଛେ ଅନ୍ତଃପୁରେର ରକ୍ତକ, ସ୍ଵଜାତିଦେର କୁଟୁମ୍ବ, ଦାସ, ଚାକର, ଡୂଡା, ଶଧାପ୍ରକୃତକାରୀ ଚାରର ବ୍ୟାଜନକାରୀ ଏବଂ ରାଜପ୍ରାସାଦେ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମଳା ପୌଛେ ଦିତେ ଆସା ବ୍ରାହ୍ମଗଣଙ୍କ ।

ଆଚାର୍ୟଦେର ଉପରେ : ବିଷୟବାସନ୍ତୁହିନ, ସଦାଚାରୀ ପୂରୁଷଦେଇ ଅନ୍ତଃପୁରେର ରକ୍ତକ ନିଯୁକ୍ତ କରା ଦରକାର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକେରେଇ ସାବଧାନତାର ସଙ୍ଗେ ନିଜ ପଢ଼ୀକେ ରକ୍ତକ କରା ଉଚିତ ।

ସ୍ଵାମୀ ନିଜ ପଢ଼ୀର ଚରିତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୋନ କ୍ରିଲୋକ ବା ସଦାଚାରୀ ପୂରୁଷକେ ପାଠିରେ ତାର ମାଧ୍ୟମେ ନିଜ କ୍ରିକେ ବ୍ୟାଭିଚାରେର ପ୍ରତାବ ଦେଇ ଏବଂ ଏଇ ଫଳେ ସେ ପ୍ରାତିକ୍ରିୟା ଶ୍ରୀ ପ୍ରକଟ କରେ, ତାର ମାଧ୍ୟମେଇ ଜୀବ ଚରିତ୍ରେର ଶୁଦ୍ଧତା - ଅଶୁଦ୍ଧତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ।

ବିବାହିତ ଶ୍ରୀର ପତିତ ହବାର କାରଣ ନିର୍ମାପ : ନିର୍ମଳତା, ଅନ୍ୟ କ୍ରିଲୋକଦେର ସଙ୍ଗେ ସର୍ବଦା କଥା ବଲା, ପତିର ଅଧିକାଂଶ ସମୟର ବିଦେଶେ ଥାକା, ପୂରୁଷଦେର ଅବାଧେ କଥା ବଲାର ଓ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରାର ସୁଯୋଗ । ପତିର ନମ୍ବୁସକତା, ପତିଗୁହ୍ୟ ଥିଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ସୁଯୋଗ । ପତିର ପ୍ରତି ଈର୍ଷାଗାୟାଗତା ଏବଂ କୁଳଟାଦେର ସଙ୍ଗେ ମେଲାଦେଶ କରା ।

ହାନି ଏହିସବ କାରଣ ଦୂର କରା ଯାଇ, ତବେ ସମାଜ ଥିଲେ ପରଶ୍ରୀଗମନ ଚିରତରେ ଦୂର ହଜେ ପାରେ । ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ କରେ ସେ କୋନ ବିଦ୍ୟାନ ପୂରୁଷ ନିଜ ଶ୍ରୀର ଛଳ-କପଟତା ସମ୍ପର୍କେ ଅପରିଚିତ ଥାକଣେ ପାରେନ ନା । ପରଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜେଗେର ଭୟବହୁ ପରିଣାମ ସମ୍ପର୍କେ ସେ କେଉଁ ଚିଜା କରବେ ସେ ଏହି କୁଂସିତ କରେ କଥନେଇ ଲିପ୍ତ ହବେ ନା । ପରଶ୍ରୀଗମନ ଅଧ୍ୟାୟଟି

ଏଇଜନ୍ତାରେ ଲେଖା ହେଲେ ଯାତେ ପୂରୁଷ ସଦା ଜ୍ଞାଗରକ ଥିଲେ ଧର୍ମପାତ୍ରୀକେ ରକ୍ତକ କରେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ସଦାଚାରୀ ଜୀବନ ଥାପନ କରେ । ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ରଚନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚଯିତା ଏହି ନୟ ସେ, ସମାଜେ ବ୍ୟାଭିଚାରକେ ଉତ୍ସାହିତ କରା ହୋଇ ।

୩. ବେଶ୍ୟାଗମନ

ବେଶ୍ୟା ପୂରୁଷର କାହିଁ ଥିଲେ ରତ୍ନମୂଳ ଓ ଧନ ସମ୍ପଦ ପାବାର ଜନ୍ମାଇ ସଞ୍ଜୋଗ କରେ । ସ୍ଵା ବେଶ୍ୟା ପ୍ରେମବଶତ ପୂରୁଷର ସଙ୍ଗେ ସଞ୍ଜୋଗ କରେ, ତବେ ତାକେ ସାଭାବିକ ପ୍ରେମ ବଲେ । ଆର ଶ୍ରୁତ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ଜନ୍ୟ ସଞ୍ଜୋଗ କରାଲେ ତାକେ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରେମ ବଲେ । ସାଧାରଣତ ବେଶ୍ୟା କୃତ୍ରିମ ପ୍ରେମ କରି, ବିକ୍ଷତ ବେଶ୍ୟାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଲ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ସାଭାବିକ ପ୍ରେମେର ମନ କରଇ କରା, କେନନା ପ୍ରେମେର ଅଭିନୟକାରୀ ବେଶ୍ୟାର ପ୍ରତି ପୂରୁଷ ଆମନ୍ତ ଥାକେ । ବେଶ୍ୟାର ଉଚିତ ପୂରୁଷର କାହିଁ ଥିଲେ ତାଡାତାଡ଼ି ଧନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ନିଜ ଲୋତ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନୀ କରା ଏବଂ ପୂରୁଷର କାହିଁ ଥିଲେ କାରାପ କାର୍ଯ୍ୟାଦାର ଧନ ଆମନ୍ତ କରାଓ ଅକର୍ତ୍ତ୍ୟ । ବେଶ୍ୟା ପ୍ରାତ୍ୟାହ ତାର କଙ୍କେ ପ୍ରାଜିଗୋଜ କରେ ବସେ ଏବଂ ସାମନ୍ନେ ରାଜ୍ୟ ଚଲମାନ ଲୋକଜଳକେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରେ । ମେ ସାନେ ନିଜେର ଶରୀରେର ପ୍ରଦର୍ଶନ କୁବ ଯେଶି ନା କରେ, ବେଶ ସାମନ୍ନେ ଦ୍ରୁଷ୍ଟି ବସେ । ବେଶ୍ୟାର ଉଚିତ ଏମନ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଲୋକ ରାଖେ, ସେ ଅନ୍ୟ ବେଶ୍ୟାଦର କାହେ ସେତେ ତଥିର ପୂରୁଷଦେର ଥାମିଯେ, ତାର କାହେ ନିଯେ ଆମେ । ଏହି ଲୋକରେ ବେଶ୍ୟାର ଦାଳାଳି ଓ ବଟେ, ରକ୍ଷକ ଓ ବଟେ ।

নিম্নলিখিত পুরুষদের সঙ্গে বেশ্যারা অধিক সম্পর্ক রাখে। এদের
কাছ থেকে টাকা পয়সাও নেওয়া না, বরং এদের প্রসন্ন রাখে কারণ
এমন পুরুষেরা সহজেই সময়ের ভাবের সহায়ক হয়, যেমন কোতোলাল,
সিপাহী, বিচারক, জেনারেলি, ধর্মাধিকারী, সাহসী শূণ্যবীর, রাজাধিকারী,
বিদ্যান, চোরাচোরি কামকলার শিশুক, দালাল, বিদৃষক, বিষণ্ণ অনুচূর,
মার্জী, গুচ্ছবৃক্ষ বিক্রেতা, মাপিত, খোপু এবং ভিক্ষুক।

বেশ্যারা ধনের জন্য যে সব পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে
তারা হল—বাঁধনহস্তীরা শারীর পুরুষ যে ধনবান এবং যার ধন
উপার্জনের পথে কোন বাধা নেই, হে ধন বায় করার পূর্ণ অধিকারী,
যুবক, অর্থ বায় করার সাহসুক্ত, নিজেকে যে পুরুষ সুন্দর ভাবে,
প্রশংসন প্রিয়, অর্ধ নগুসক কিন্তু নিজেকে পুরুষভাবে এবং পুরুষ
আখা পেতে আগ্রহী, উড়নচৰ্তী বা ব্যয়প্রবণ, যাদের কথা বাজা ও
উচ্চপদহস্তী শেনে চলে, বড়দেরের ফথা যে শোনে না। ভাগ্যবানী
অর্থাৎ যে বিদ্যাস করে ভাগ্য থেকেই ধন মেলে সুতরাং খরচ কেন
করব না ? আলালের ঘরের দুলাল অর্থাৎ ধনী পিতামাতার একমাত্র
পুত্র, অবদমিত কামবাসন পূর্ণ সন্মানী, ধীর ও বৈদে।

শ্রেষ্ঠ ও শশাকাঙ্ক্ষী বেশ্যারা নিম্নলিখিত গুণী নায়কদের কাছে
যায়—

বিদ্যান, কুলীন বংশীয় পুরুষ, কবি, বাণী, শিল্প সম্পর্কে অভিজ্ঞ,
প্রকট উদ্দেশ্যসূক্ত পুরুষ, উৎসাহী, নিজের চেয়ে প্রেষ্ঠ লোকদের
যে সম্মান করে, মেহলীল, তানী, বন্ধুবৎসল, অসাক্ষাতে যে নিম্না

করে না, ঘরোয়া আসন, সভা, মাটক, প্রহসনে ঝুঁচিলীল, নীরোগ তথা
সুস্থ, সাহসী এবং শক্তিমান, যাঁড়ের সমান সুদৃঢ় দেহী, করুণালীল,
ঝীদের প্রধানা ও তার প্রতি শ্রীতিপরায়ণ, ঝীদের বশে থাকে, স্বতন্ত্র
উপার্জনশীল, দয়ালু, নিঃসংশয় তথা নির্ভরপ্রকৃতির পুরুষ এবং যে
বীর্যসূত্র।

* প্রেম করার যোগ্য শুণবতী বেশ্যার লক্ষণ নিম্নরূপ—ক্লিপহোবন,
লাবণ্য এবং মধুর হস্তাব— পুরুষের শুগাঁথাই, এবং পুরুষের ধন-
সম্পদের প্রতি নির্লোভ, অসম্বিষ্টচিত, হিয়চিত্তযুক্ত যে একমাত্র
নায়কের প্রতি প্রেমপরায়ণ ও সশ্রদ্ধ, দেশজ ও অন্যান্য লঙ্ঘিত কলার
অনুরূপী এবং নিজ বৃত্তিতে সন্তুষ্ট যে বেশ্যা।

বেশ্যাদের প্রয়োজন অযোগ্য পুরুষদের এড়িয়ে চলা।
অযোগ্যপুরুষদের নিম্নরূপ লক্ষণ—রাজবঞ্চায় আক্রমণ যার মলমুক্ত
দৃষ্টিতা যার মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের, নিজ পর্তীকে যে ভালবাসে,
দুর্ব্যক্ত বলে, কৃপণ, নির্দয়, শুক্রজন কর্তৃক পরিত্যক্ত, চোর, অহঙ্কারী,
বশীকরণ জানে, মান অপ্রয়োগ বেপরোয়া, প্রথমে ঈর্ষাপরায়ণ এবং
অত্যন্ত লজ্জালীল পুরুষ।

আচার্যের মত হল নিম্নলিখিত কারণে বেশ্যা পুরুষের সঙ্গে
সমাগম করে— প্রেম, ভয়, ধন, শক্তিতা দুর্বল করার জন্য, বারবার
সঙ্গেগে উৎপন্ন শ্রম দূর করার জন্য, খেদ দূর করার জন্য, কোন
বিদ্যান ও শুণ্যান পুরুষের কাছ থেকে ধর্ম ও বশ লাভের লালসায়,
কখন মানুষের ধ্রুণ রক্ষার্থে, ধর্মাত্মার সঙ্গে সন্তুষ্টিমে পুণ্যলাভের

আশায়, সেই পুরুষের সঙ্গে যে প্রেমিক কাপে আসে, নিজ বাসনা চারিতার্থ করার জন্য।

কিন্তু বাংসায়ন মুরি বলেন বেশ্যা প্রেম, ধন এবং কোন অনর্থ বা বিষণ্ডের হাত থেকে বাচার জন্যই রক্তিক্রিয়া করে। এই তিনি কারণের মধ্যেই অনুসব কারণ এসে দায়। কিন্তু উপরোক্ত যাবতীয় কারণে সংজ্ঞোগ করালেও বেশ্যা ধন ও গ্রহণ করে কারণ এটা তার পেশা।

পুরুষের প্রতি বেশ্যার কর্তব্য

পুরুষ বাচার অনুরোধ করালেও বেশ্যার শীত্র সহজাদের জন্য রাজি হওয়া উচিত নয়। সহজভাবেই যে লভ্য হয় যে শ্রী, তাকে পুরুষ নানা কারণে তিরক্ষার করে। নায়কের স্বভাব এবং আর্থিক অবস্থা জানার জন্য বেশ্যা আপন অনুচরদের গুণ্ডচর হিসেবে প্রেরণ করে এবং নায়কের সেবকদের কাছে থেকেই ভেতরের খবর সংগ্রহ করে। নায়কের পবিত্রতা, সামর্থ্য, প্রেম, দানশীলতা এবং কৃপণতা সম্পর্কে খৌজিয়বর ও পরীক্ষা নেওয়া উচিত। নায়কের গুণগনা সম্পর্কে পরিচিত হবার পরে বেশ্যা ভাঁড় ও দালালের মাধ্যমে জানোয়ারের লড়াই দেখার বা তোতা ময়না সংবাদ শোনার অছিলাই নায়ককে ডেকে এনে তার সাথে পরিচয় করে। নায়ক ঘরে এলে কোন সুন্দর জিনিস তাকে উপহার দেয়, যার দ্বারা নায়ক প্রভাবিত হয়। আপন গৃহে নায়ককে পাল, সুগন্ধী দ্রব্য ইত্যাদি দ্বারা আপায়ন করে এবং তাকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করে। ফিরে যাবার পথে

নায়ককে এগিয়ে দেবার জন্য বিনোদনকারী দাসীকে সঙ্গে পাঠায় বা নিজেই দরজা পর্যন্ত তার সঙ্গে যায় নায়কের সঙ্গে মধ্যে কথাবার্তা বলে তাকে পাল, মালা, চন্দন প্রলেপ এবং উপহার ইত্যাদি দিয়ে তার নিজের অনুযায় প্রকাশ করে। আপন সেবা, আদর, মান দিয়ে তাকে প্রসন্ন করে এবং সমাগমের জন্য নিজ ভাব প্রকাশ করে।

বেশ্যার পত্নীর সম্মান আচরণ

একবার নায়কের সঙ্গে প্রেম সম্পর্ক হলে বেশ্যার উচিত তাকে (পুরুষকে) প্রসন্ন রাখার জন্য পত্রিতা শ্রীর সম্মান আচরণ করে। তার কর্তব্য হল নায়ককে সর্বতোভাবে প্রসন্ন রাখা, কিন্তু কথনও তার প্রতি আসক্ত না হওয়া। উপর উপর আসক্তির ভাব প্রদর্শন করে কিন্তু নিজেকে পরের অধীন বলে বর্ণনা করে অর্থাৎ নিজ মাতা বা মাসীর/অধীন।

কর্তৃর স্থানের মাসী বা মাতার অধীনে থাকার ছলচুতোয় ধন দায় করতে থাকে। মাতা যদি দেখে যে বেশ্যার নায়কের প্রতি আসক্তি দেতে চলেছে তবে তার উচিত কোন বাহানায় বেশ্যা অর্থাৎ নায়কাকে সেখান থেকে সরিয়ে নেয়। এমন সময় নায়ক মাতার কথা মেনে নেয় এবং জৰুরি দুঃখভাব দশিরে নায়কের কাছ থেকে উঠে চলে যায়। হঠাতে কোন যোগের ছলচুতো অর্থে নায়কের কাছ থেকে উঠে চলে যায়। এতে নায়কের সহানুভূতি বৃদ্ধি পায়। নায়কাকার এসব বাহানার দর্শন নায়ক তার কাছে বাচার আসা-যাওয়া করে।

নায়ক যদি বিরক্ত হয়ে চলে যায় তবে সে দাসীকে মালা পান ইত্যাদি দিয়ে তার কাছে পাঠায়। নায়ক ফিরে এলে তার প্রতি নিজস্ব প্রেম ও রতি কৌশল দেখায়, তার কাছ থেকে টোবটি কামকলা শেখে এবং তার প্রয়োগ নায়কের সুবেষ জন্ম করে। একান্তে তার মনের কথা শোনে, তথা নিজ মনের অভিলাষ বাঞ্ছ করে। নিজ নাতি, জঙ্গল এবং গুপ্তস্থ এমনভাবে ঢাকে যে সেসব অঙ্গের কিছু দেখা যায় না। আবার কিছুটা চোখেও পড়ে, এরফলে নায়ক কামাতুর হয়ে যায়। নায়কের দিকে মুখ করে শোহু, কখনই মৃত্যু ফিরিয়ে শোয় না, নায়ককে গোপন অঙ্গ ছুঁতে কখনই বাধা না দেয়। তাকে চৃষ্ণন আলিঙ্গন করার সুযোগ দান করে এবং নিজেও নায়ককে চৃষ্ণন আলিঙ্গন করে। যদি নায়ক কোন অন্য বেশীর কাছে ঘাওয়া শুরু করে, তবে নায়ককার উচিত ছাতে দাঁড়িয়ে তাকে দেখে, এভে নায়ক লজ্জিত হয়ে অন্য জায়গায় ঘাওয়া ছেড়ে দেবে। সে নায়কের আনন্দে জানান্দিত, দুর্ধৰ্ম দুঃখী ও তার বক্ষদের ভালবাসে ও শক্তিদের দ্রেষ্টব্য করে। অনুপম্যজ্ঞ স্থান ছেলেও যদি নায়ক ইচ্ছুক হয় তবে সেখানেই নায়ককে দিয়ে রমণ করায়। ক্রোধ আসলেও ক্রোধ প্রদর্শন না করে। নায়কের দেহে নিজের দেওয়া নথি ও দাঁতের চিহ্ন মজা করে অন্য নায়িকা দ্বারা কৃত চিহ্ন বলে বর্ণনা করে ইঁসুটেভাব দেখায়। লজ্জাবশত মুখ থেকে না বলে বেশীর উচিত হাবভাবে কামাতুরতা নায়কের কাছে প্রকট করে। নায়কের ঘোঘ্যতার বারবার প্রশংসা কেব, বেশীর কথা নায়ক যেন চপচাপ শুনে এবং ক্রোধ প্রকট না করে। নায়কের দ্রুত খাস-প্রাক্ষাস নেওয়ার ক্ষেত্রে উদাসীনতা দেখে সহানুভূতি প্রকট করে,

যদি তার দুর্বলতা আসে, তবে তার দীর্ঘায় কামনা করে। নায়কের সামনে অন্য পুরুষের প্রশংসা করে না এবং নিজে নায়কের দোষ না ধরে। নায়কের বিরুদ্ধে কোন মিথ্যা অভিযোগ উঠলে শোক ও সহানুভূতি প্রকাশ করে, নায়ক অসুস্থ হলে বা কোন ব্যবসের মৃত্যু হলে সাদা বেশ পরে। নায়কের জীবনে বাধা-বিপত্তি আসলে কাঞ্চাকাটি^{*} করে, যদি সে দণ্ডিত হয়, তবে রাজাৰ কাছে টোকা গছিত রেখে তার মুক্তিৰ চেষ্টা কায়মনোবাব্যে করে। নায়ক মুক্তি লাভ কৰলে শৃঙ্গৰ ও দেবপূজন করে এবং পারেস রাজা করে। গানে নায়কের নাম-গোত্রের উচ্চারণ করে এবং সে যদি উদাসীন হয়ে যায় তবে হাত দিয়ে তার হন্দয় ও মাথায় কোমল স্পর্শ দান করে। নায়ক শয়ন কৰার পরে সোয়। যদি সে বসে থাকে, তবে সেও নায়কের অক্ষয়ায়নি হয় বা কোলে বসে থাকে। নায়কের ঔরসে পুত্রলাভের বাসন্ত প্রকাশ করে। তাকে লুকিয়ে কোন সলা-পরামর্শ না করে, দেবদর্শন ইত্যাদিৰ জন্য নায়কের সঙ্গে যায়। নায়ক যদি উপবাস করে, তবে উপবাস অন্তে পানীয় আহার ও বিশ্রামের দিকে বিশেষ নজর রাখে। উদান, সতা, ঘরেয়া আসৰ এসব হালে নায়কের সঙ্গে যায়। নায়কের ব্যবহৃত ফুলমালা নিজে পরে এবং তার উচ্ছিষ্ট খাদ্য যায়। নায়কের উচ্চকুণ্ড, শীল, স্বতাব, সৌম্পর্য, তারঞ্চা, ধনোপার্কনে কৃশলতা এবং তার বক্ষদের ভূরসী প্রশংসা করে। ভয়াবহ সহয় ও মৌসুমের পরোয়া না করেও—নায়কের স্বাস্থ্য নায়কের সামনে ইচ্ছা প্রকাশ করে আগামী জন্মেও সে তারই প্রেমিকা যেন হয়। বেশ্যা নায়কের প্রতি কখনই জানু, বশীকরণ ইত্যাদিৰ প্রয়োগ না করে, তার

পট্টীর মত তার ঘরে থাকার জন্য নিজ আভার সঙ্গে বাগড়া করে। যদি তার আতা নায়কের কাছ থেকে তাকে দূরে নিয়ে যাও, তবে বিহুন, শলায় দড়ি এবং অস্ত্রাদাৰ আভাস্ত্রার ভাব প্রকাশ করে। দৃষ্টি ছাড়া নায়কের কাছে খবর পাঠাব : আমার মা আমাকে পুরুষের সংসর্গ করতে বাধা করছে, কিন্তু আপনি ছাড়া আমি কাউকে চাই না। নায়ক আপনি ছাড়াই অন্য পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক আখে, দরকার হলে পরোক্ষে তার প্রতি প্রেমপ্রকট করতে থাকে।

নায়ক প্রবাসে গেলে স্থায়ীণ বেশে থাকে, তার কুশল সমাচার জিজ্ঞাসা করতে নায়কের বাড়ি যায়। নায়কের বস্তুদের বলে যে নায়ক স্থগ্নে তার সঙ্গে সমাগম করেছে। নায়ক সম্পর্কে দৃঃস্থল দেখলে তার শান্তির উপায় করে। নায়ক প্রবাস থেকে ফিরলে কাম মহোৎসব পালন করে। দেবতাদের পূজা করে ও মানসিক কর্ক বস্তু নিবেদন করে।

এখানে বেশ্যার কর্তব্য সমাপ্ত হয়েছে।

বেশ্যার প্রতি আসক্ত পুরুষের লক্ষণ নিম্নরূপ — যে বেশ্যার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রেখে সন্দেহহীন হয়ে তার উপর সব কাজ হেঢ়ে দেয়, তার মতে আচরণ করে, তার আজ্ঞা পালনে তৎপর থাকে এবং নিজ পরিবার ও ধন উপেক্ষা করে।

বেশ্যার প্রেম কৃত্রিম না কি স্থাভাবিক তা বোঝা খুব কঠিন। এদের মনোবৃত্তি খুব সূক্ষ্ম হয়। এরা খুব লোভী হয়। এদের হাবভাব দেখে

এদের মনের কথা বোঝা খুব কঠিন। এরা পুরুষকে চাইলেও আসত্তি প্রকাশ করে না। পুরুষকে চায় বা বিরক্ত হয়ে ছেড়ে দেয়। পুরুষ কখনই বোঝে না বেশ্যা আসলে প্রণয় প্রকাশ করে থমের জন্য। এই কপট অনুরাগ থেকে পুরুষের সাধান থাকা দরকার।

ধন প্রাপ্তির উপায় :

- আচার্যের মত এই যে যদি বেশ্যার স্থাভাবিক প্রকৃতিতে ধন মেলে তবে অন্য উপায় কাজে লাগান উচিত নয়। কিন্তু বাংস্যায়নের মত হল যে তাদের সব ধরনের কৌশল ও উপায়ে যত বেশি সম্ভব ধন উপার্জন করা উচিত। এই উপায়গুলি নিম্নরূপ : নায়কের সামনে নায়িকা বলে যে অলঙ্কার, মিটি, বস্ত্র, মালা, কুমকুম, চলন, মদ, পান ইত্যাদির মূল্য দিতে হবে। নায়কের বিপুল ধন সম্পদের প্রশংসা করে। অভ্যাহত দেখাব যে ব্রত হেতু, বৃক্ষরোপণ, উদ্যান সৃজন ও দেবালয় স্থাপনের জন্য ও মিত্রদের প্রতিভোজ ইত্যাদি কাজের জন্য টাকা প্রয়োজন। নায়ককে বলে তোমার গৃহ থেকে আসার সময় তোর এবং পাহাড়াদারীর আমার সমস্ত অলঙ্কার কেড়ে নিয়েছে, বা দরে অপ্রিকাণ্ড কিংবা চুরির দরশন নতুন কাপড় ও গান্ধারাণী কিনতে হবে। এতে টাকা প্রয়োজন। নায়ককে বলে তোমার জন্য যে টাকা ধার করেছিলাম, সেই ধার শোধ দিতে হবে। এর জন্যে যায়ের সঙ্গে বিবাদ হয়েছে। তাই পুরো কর্জের টাকা অবিলম্বে কেরত দিতে হবে। নায়কের কাছে বিভিন্ন শিল্পব্যবস্থা চায়। বলে উপকারকারী বস্তুদের সাহায্য করতে হবে। বিশিষ্ট বাঙ্গিদের উপহারের প্রতিদ্বন্দ্ব হিসাবে

ଶ୍ରୀ-ଉପହାର ଦିତେ ହେବ। ସର ମେରାମତ, ଶାକାଈ, ସରେର ଦୈନିକିନ ଖରଚା, ଗର୍ଭକାଳ, ଝଲମଳ ଇତ୍ୟାଦି ବାହାନା କରେ ଟାକା-ପେସା ନେଇ ପୁରୁଷେର କାହା ଥେବେ? ନିଜ ପରିଚୟମତ ଗୟନା ଓ ବାସନପତ୍ର ନୀରକେର ସାମନେ କେନେ। ଦୂରେ ଆରା ନାୟକକେ ଅନ୍ୟ ନାମିକାଦେର ବେଶ ଆର ଆମନିଲିର ଗଢ଼ ଶୋନାଯା। ନାୟକେର ଜନ୍ୟ ସେ ଅଲଙ୍କାର ବେତେ ଦିଯେଛେ, ତା ଆବାର କେନେର ବ୍ୟାପାରେ କଥା ବଲେ; ଲଭିତଭାବେ ବଲେ, ଅନ୍ୟ ନାୟକା ଆମାର ଚେଯେ ବେଶ ଟାକା ଆର କରେ। ସରନ ନାମର୍କ ବେଶ ଟାକା ଦିତେ ଶୁଭ କରେ, ତଥନ ଏହି ବଲେ ବାଧ ଦେଇ ସେ ଆଗେଇ ସେ ତାର କାହା ଥେକେ ଅନେକ ଧନ ଲାଭ କରେଛେ। ଏହି ରକମ କଞ୍ଚିଟ ମେହେ ନାୟକ ଶ୍ରୀମତ୍ ହେଁ ଆରୋ ଡୋର ହୁଯା। ନାୟକ ସତ ବେଶ ବେଶ ଟାକା ଦେଇ, ବେଶ୍ୟା ତତ ବେଶ ବେଶ ନିଜର ତ୍ୟାଗୀଭାବ ଦେଖାୟ। ଆବାର ବାଲକେର ମତ ଚପଳ ଖୃତୀ କରେ ବଲେ, ଯଦି ତୁମି ଆମାକେ ଅନୁକ ଜିନିସଟା ନା ଏଣେ ଦାଉ ତରେ ଆୟି ତୋମାର କାହେ ଆସିବ ନା।

ବେଶ୍ୟାର ପ୍ରତି ବିରକ୍ତ ନାୟକେର ଲକ୍ଷ୍ୟ

କଥନ ଅନେକ ଧନ ଦାନ କରେ, କଥନ ଖୁବ କର, ଅନ୍ୟ ବେଶ୍ୟାର ସଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ, ବେଶ୍ୟାର ଇଚ୍ଛାର ବିପରୀତ ଆଚରଣ କରା, କଥା ଦିଯେ ଆବାର ଅନ୍ୟରକମ କରା, କିଛୁ ଦେବାର କଥା ଦିଯେ କଥା ନା ରାଖ, ବେଶ୍ୟାର ଧନ ଛିନିଯେ ନେଓଯା, ବେଶ ଶୁଯେ ଥାକା, ବର୍କୁଦେର ସଙ୍ଗେ ସଂକେତେ କଥା ବଲେ। ବେଶ୍ୟାର ସହଚରଦେର କାହେ ବେଶ୍ୟାର ଗୋପନ କଥା ବଲେ ଦେଓଯା। ନାୟକେର ମଧ୍ୟେ ଏହି ଧରନେର ବିରକ୍ତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଖିଲେ ବେଶ୍ୟାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିଁ ନାୟକେର

ଭାଲ ଭାଲ ଜିନିସଗୁଲିର ଉପରେ ଅଧିକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରେ ନେଯା। ଝାଗଡ଼ା ହୁଲେ ମେ ଧର୍ମଧିକାରୀର କାହେ ଯାଯ ଏବଂ ନାୟକେର କାହା ଥେକେ ସଥାସନ୍ତ୍ଵ ବେଶ ଟାକା ଆଦାୟ କରେ। ସଥନ ନାଗରେର କାହେ ଆର ଧନ ଅବଶିଷ୍ଟ ଥାକବେ ନା ତଥନ ନିମ୍ନବର୍ଗିତ କାଯାଦାୟ ତାକେ ବାର କରେ ଦେଇ—ପରପୁରୁଷଦେର ସରେ ବା ସେ ପୁରୁଷେର ପ୍ରତି ନାୟକ ବିଦେଶପରାଯନ ତାର ସଙ୍ଗେ ପ୍ରେମ କରା, *ଟୌଟ ବାକାନୋ, ମାଟିତେ ପା ଦାପଡ଼ାନୋ, ନାୟକେର ନିମ୍ନା କରା ବା ତାକେ ଅବଞ୍ଚା କରା, ଶ୍ରୀର ସ୍ପର୍ଶ କରତେ ବା ଚାହନ କରତେ ଗେଲେ ନିବେଦ କରା, ନାୟକ ଆଲିଙ୍ଗନ ଫରଲେ ନିଜେରକେ ସଂକୁଚିତ କରେ କାଠ ହେଁ ଥାକା। ସହବାସେର ସମୟ ପା ଏଦିକେ ଓଦିକେ ହୌଡ଼ା, ମାତିକିରୀ କରତେ କରତେ ନାୟକ ଝାଙ୍ଗ ହେଁ ତାକେ ଆବାର ରତିର ଜନ୍ୟ ବିବଶ କରା। ସଦି ନାୟକ ଏତେ ଅନୁମର୍ଥ ହୁଯ, ତବେ ତାର ପୁରୁଷତ୍ଵ ନିଯେ ହାସି-ଠାଁଠାଁ କରା। ତାର କାମଶକ୍ତିର ପ୍ରଶଂସା ନା କରା। ରତି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଜନ୍ୟ ନାୟକେର ସାମାନ୍ୟେ କୋଳ ଅନ୍ଧ ଧନୀ ନାୟକେର ସଙ୍ଗେ କୋଳ ମିଳିଲେ ଲିଙ୍ଗ ହେଁଯା। ନାୟକକେ ନିଯେ ହାସାହସି କରା, ତାକେ ସାଙ୍ଗ-ବିଦୁପ କରା, ତାକେ ଅପମାନ କରା, ଇତ୍ୟାଦି ଉପାୟେ ବେଶ୍ୟା ନିର୍ଭିନ୍ନ ନାୟକେ ନାତନାବୁଦ୍ଧ କରେ ବେର କରେ ଦିତେ-ପାରେ।

ଏହିଭାବେ ବେଶ୍ୟାର ପରୀକ୍ଷା କରେ ନାୟକକେ ନିର୍ବାଚନ କରେ। ନିଜ କୃତିମ ପ୍ରେମେ ତାକେ ପ୍ରସନ୍ନ କରେ, ନାଗରେର ସଙ୍ଗେ ବାତ୍ରୁଦିକ ପ୍ରେମ କରେ ନା ଏବଂ ଶେଷେ ତାର ସମ୍ମତ ଧନ ଅନ୍ତପ୍ରଦ ଶୁଷ୍କେ ନିଯେ ତାକେ ତାଢ଼ିଯେ ଦେଇ।

ପୂର୍ବ ପରିଚିତ ନାୟକର ସଙ୍ଗେ ମିଳନ

ନିର୍ଧିନ ନାୟକକେ ବେର କରେ ଦେବାର ପରେ, ନିଜ ଆୟୋର ରାତ୍ରା କରାର ଜନ୍ୟ ବେଶ୍ୟାର କୋନ ପୂର୍ବପରିଚିତ ସ୍ଥାନୀୟକେର ସଙ୍ଗେ ପୁନଃସମ୍ଭବ ହୃଦୀପିତ କରା ପ୍ରୋତ୍ସମନ । ସେ ନାୟକ ହେବେ ଉଦାର, ଧନୀ ଓ ପ୍ରେସିକ ତଥା ଅନ୍ୟ ବେଶ୍ୟାର ସଂଖ୍ୟାମୂଳ । ଏଠା ବେଶ୍ୟାର ଜଳ୍ଯ କୋନ ପୂର୍ବ ପରିଚିତ ନାୟକକେ ବେଶ୍ୟା ଅନ୍ୟ ବେଶ୍ୟାଦେର ମାଧ୍ୟମେ ପରିଚ୍ଛିକ୍ଷା କ୍ରମତେ ପାରେ । ଏକେହେ ଛୁରକମ ପରିଚ୍ଛିକ୍ଷା ପଞ୍ଜାଟ ହେବେ—ନିଜେ ବା ଅନ୍ୟ ବେଶ୍ୟାର ସାହ୍ୟ୍ୟେ ଥବର ସଂଗ୍ରହ କରେ ନିଜେର କାହିଁ ଥେବେ ବା ଅନ୍ୟ ନାୟକର କାହିଁ ଥେବେ ନାୟକ ଆନେ ନିଜେଇ ଚଲେ ଗିଯେଛିଲ କିନା । ଅନ୍ୟ ବେଶ୍ୟାର କାହିଁ ଥେବେ ତାକେ ବାର କରେ ଦେବା ହେବେଛିଲ କିନା, ଅଥବା ଏଥାନ ଥେବେ ଦୟାଂ ଚଲେ ଯାବାର ପର ଅନ୍ୟ ବେଶ୍ୟାର କାହିଁ ଥେବେ ଗିଯେଛିଲ, ବା ଏଥାନ ଥେବେ ବେର କରେ ଦେବାର ପର ଏଥିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋନ ଅନ୍ୟ ଶଣିକାର କାହିଁ ଯାଇ ନି । ବା ଏଥାନ ଥାକେ ବାର କରେ ଦେବାର ପର ଅନ୍ୟ ଜୀବନାବ୍ୟ ଥିରେ ଧିତୁ ହେବେଛେ ଏସବ ତଥା ।

ଏମନ ନାୟକ, ଯେ ଉତ୍ତର ଜୀବନାବ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ରାଖିତେ ଚାଯ ଏବଂ ଦୁଇ ପକ୍ଷେରଇ ଗୁଣବଳୀ ଉପେକ୍ଷା କରିତେ ଚାଯ, ତାକେ ଚନ୍ଦଳ-ବୁନ୍ଦି ବଲେ ତ୍ୟାଗ କରା ଉଚିତ ।

ଯେ ନାୟକକେ ଦୁଇ ଜୀବନା ଥେବେଇ ବେର କରା ହେବେ, ଅର୍ଥତ ଦ୍ଵିତୀୟ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଧିକ ଧନଶାଳୀ ନାୟକ ଧାରା ତିରନ୍ତୁ ହେବେଛେ ଏବଂ ସଜ୍ଜାବନା ରହେଛେ ଯେ ସେ ଦୈର୍ଘ୍ୟର କାରଣେ ବେଶ୍ୟା ଟାକା ଦେବେ— ଏମନ

ନାୟକକେ ଆପନ କରା ଉଚିତ । ନାୟକ ସଦି ଧନୀ ହେବେ କଞ୍ଚୁ ଏବଂ ଅନୁଦାର ହେବେ, ତବେ ତାକ ତାଗ କରା ଉଚିତ ।

ରତିକଳା ବିଶେଷଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଅନ୍ୟ ବେଶ୍ୟାର କାହିଁ ନିଯେ ନିରାଶ ହେବେ ଫିରେ ଏସେହେ ଏବଂ ନିଜ ରତିକଳାର ପ୍ରଭାବ-ପ୍ରତିକିମ୍ବା ଜାନତେ ଇଚ୍ଛୁକ— ଏମନ ପୁରୁଷର ସଙ୍ଗେ ମିଳନ ବାହୁନୀୟ କେନଳା ସେ ବେଶି ବେଶି ଧନ ଦେବେ ।

ଯେ ଅନ୍ୟ ବେଶ୍ୟାଦେର ପ୍ରତି ବିରକ୍ତ ହେବେ, ଆଗେର ବେଶ୍ୟାର କାହିଁ ତାର ଗୁଣପଳା ଶ୍ଵରଣ କରେ ଫିରେ ଆସେ, ସେଇ ଏବଂ ବେଶ୍ୟାକେ ପ୍ରତି ଟାକା ପରମା ଦେବେ, ଏମନତର ପୁରୁଷକେ ଆପନ କରେ ନେବା ଉଚିତ ।

ଏମନ ପୁରୁଷ ଯେ ସଦ୍ୟ ଯୌବନପ୍ରାଣ, ଯାର ଚିତ୍ତ ଚନ୍ଦଳ, କଥନ ଏଥାମେ ଆସେ, କଥନ ଅନୁତ୍ର ଯାଇ— ଏମନ ପୁରୁଷର ସଙ୍ଗ କରା ଉଚିତ ନାହିଁ ।

ବେଶ୍ୟା ସଦି ଦେବେ ଯେ ଏଇ ପୁରୁଷକେ ଅନ୍ୟ ନାୟକର କାହିଁ ଥେବେ ବେର କରେ ଦେବା ହେବେଛେ କିନ୍ତୁ ଆମାର ରାତ୍ରି କୋଶଲେ ମୁହଁ ହେବେ ଅନ୍ୟ କୋଥାଓ ରମଣ କରେ ନା, ଏମନ ପୁରୁଷର କାହିଁ ଥେବେ ଯଥେଇ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ଆହେ, ଅତିଏବ ଏମନ ପୁରୁଷକେ ଗ୍ରହଣ କରା ଉଚିତ ।

ସଦି ବେଶ୍ୟାର ମନେ ହୁଏ, ଅମୁକ ପୁରୁଷକେ ଆୟି ଅନ୍ୟାନ୍ୟଭାବେ ବାର କରେ ନିରେହିଲାମ ଭାର ଏଥାନ ସେ ତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୋଧ ଦେବାର ଜନ୍ୟ ବା ନିଜେର ଧନ ଫିରିଯେ ନେବାର ଜନ୍ୟ ବା ଆମାର ସର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେସିକକେ ଆମାର ପ୍ରତି

বিমুখ করার জন্য আমার সঙ্গে পুনর্মিলন চাইছে, তবে এমন পুরুষদের
সঙ্গে বেশ্যার কথনই পুনর্মিলিত হওয়া উচিত নয়।

যদি মনে হয় প্রথমে যে নায়ক বেশ্যার অহিত চাইত, কিন্তু
সময়ের ফেরে এখন অনুরোধ রয়েছে, এমন পুরুষ বেশ্যাকে
অধিকাধিক ধন দেবে। তাই এমন পুরুষের সঙ্গে মিলন সঙ্গত।

পূর্বপরিচিত নায়ক দুই ধরনের হয়। এক : যারা প্রথমাকে ছেড়ে
অন্য নায়িকার কাছে যায়, বিভীষণ : যারা প্রথমাকে ছেড়ে দিয়েছে,
কিন্তু অন্যের কাছে যায় নি। আচারের উপদেশ : যে কারো কাছে
যায় নি তার কাছ থেকে ধনপ্রাপ্তির আশা কর, কিন্তু যে অন্য নায়িকার
কাছ যায়, তার কাছ থেকে ধনলাভ হতে পারে, তাই তার সঙ্গ করা
যেতে পারে। তাকে তাই অনুরোধ করা উচিত।

নায়িকার উচিত পূর্বপরিচিত নায়ক, যাকে সে তড়িয়ে দিয়েছিল,
তাকে নিয়ন্ত্রিত কারণগুলির জন্য ডেকে নেয়। যদি নায়কের
জ্ঞান-ভাগ বা ব্যবসায় বিগুল থনের আমদানি হয়। নিজ শ্রীকে যদি
সে ত্যাগ করে থাকে বা যদি বিপর্তীক হয়, নিজের আত্মায়-বজনের
থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে থাকে, তবে এই সব কারণেই সে বেশি
ধন দেবে বা এই নায়কের সঙ্গে পুনর্মিলন করে অন্য নায়কদের কাঁসাব
যে আমাকে প্রচুরতর ধন সম্পদ দেবে।

অথবা অমুক নায়ক নিজ পত্নীর প্রেমে লিঙ্গ হয়ে আমাকে ত্যাগ
করেছিল, আর এখন সে নিজের সেই পত্নী দ্বারাই তিরস্ত হয়েছে।

সুতরাং আমি এই নায়কের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা পুঁজি প্রতিষ্ঠিত করে
তার হয়ে দাঙ্গপ্ত্য কলত সৃষ্টি করাব এবং নিজ অপমানের প্রতিশোধ
নেব।

অথবা এই নায়কের ধনী বস্তু অন্য নায়িকার প্রতি আসক্ত হয়েছে
এবং এই নায়কের মনও অস্ত্রির হয়ে উঠছে, অতএব এই নায়ককে
নিজের দিকে আকৃষ্ট করলে এর বস্তু ও এই নায়িকার মধ্যে বাগড়া
বাধিয়ে দিতে পারি, কফস্বরূপ এই নায়ক এবং তার মিত্র আমার সঙ্গে
মিলিত হবে এবং আমি এতাবে এই অন্য নায়িকার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ
নেব।

বেশ্যা নিজ পূর্বপরিচিত নায়কের সঙ্গে আবার সহক স্থাপিত
করার জন্য তার কাছে নিজের সহচর পুরুষ বা দালালকে পাঠায়,
যে এই নায়কের কাছে গিয়ে বল যে আপনার বিহ্বারের কারণ ছিল
নায়িকার অর্থলোগুল দুঃখ যা। নায়িকা ছিল নিরাপায়, সে এখনো
আপনার প্রতি প্রের্যাসক্ত, বারবার আপনাকে শ্মরণ করে। মাতার
চাপে অবিজ্ঞ সহ্রদও অন্য পুরুষদের সঙ্গে সংসর্গ রাখে। আপনার
দম্পত্তিজ্ঞত্বে এখনও স্মরণ করবে। তার প্রেমের বার্তা আমি
আপনার কাছে নিয়ে এসেছি।

কোন কোন আচার্য বলেন, বেশ্যাৰ পূৰ্ব পরিচিত পুরুষদের
সঙ্গেই সহচ রাখা প্রয়োজন কাৰণ তাদেৱ আচার-ব্যবহাৰ ভালভাৱে
জানা আছে। কিন্তু বাংসায়ন মুনি বলেন পূৰ্ব পরিচিতদেৱ থেকেত
আগেই টাকা শৰে নেয়া হয়েছে, তাই বেশ্যাৰ দ্বন্দ্ব নতুন পুরুষেৱ

সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা প্রয়োজন। কিন্তু পূরুষ আগের নাগর থেকে বা নবীন নাগর-যাই হোক না কেন, বেশ্যার নিজের লাভ-লোকসান চিন্তা করেই তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা কর্তব্য।

বেশ্যার উচিত/পূর্ব পরিচিত নায়ককে কানুজালে ফাঁসিয়ে তার সঙ্গে টেজলনি সঙ্গম না করে তার থেকে টাকা টানতে থাকে এবং একই সঙ্গে নিজের প্রতি আসক্ত নায়ককেও স্না ছাড়ে কেন্দ্রীয় সেই অধিকারে রয়েইছে, পূর্বপরিচিত অন্য কোথাও আরো চলেও যেতে পারে।

চতুর বেশ্যার উচিত পূর্বপরিচিত নায়কের সঙ্গে পুনর্মিলিত হবার আগে তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ফলে সম্ভাব্য লাভ, প্রভাব, প্রেম ও মৈত্রীভাবের পরিপূর্ণ বিচার-বিশ্লেষণ করে নেয়া।

বিভিন্ন লাজ

বেশ্যার উচিত নিজের পূরুষ সংসর্গ এক পূরুষে সীমিত না রেখে করেক পূরুষের সঙ্গে সম্মান্য করে ধন উপার্জন করে। যহ পূরুষের মধ্যে সেই পূরুষটিকেই বেছে নেয়, যে সবচেয়ে বেশি ধন দানে সক্ষম। পূরুষের সঙ্গে রাত্তিসহবাসের শৃঙ্খল নিশ্চিতভাবে স্থির করা দরকার। যদি অধিক শৃঙ্খলের কারণে পূরুষ চলে যায়, তবে দৃতী ঘারা তাকে ডর্কিয়ে আবার কথাবার্তা বলে নিজ কাজ সিদ্ধ করে। আচার্য বাংসায়নের নিশেশ ধন না দিয়ে যদি নায়ক শুধু বন্ধুদান করে তবুও তার সঙ্গে অভিগ্রহন করে নেয়া উচিত।

সোনা, ঝুপা, তামা, কাসা, লোহার, বাসন, চল্পন, সুগন্ধি দ্রুব্য, সাফাইর জিনিস, বিছানার চাদর, বি, তেল, আনাজ, পশু যে কোন জিনিস নায়ক দান করুক না কেন, বেশ্যার তা গ্রহণ করে পূরুষকে প্রসন্ন করা উচিত।

- ধনদানকারী ও প্রেমিক পূরুষদের মধ্যে বেশ্যার ধনদানকারী পূরুষই অধিক প্রিয় হয়, আচার্যের এই মত। কিন্তু বাংসায়ন বলেন যে আসক্ত পূরুষ লোভী হলেও তার কাছ থেকে আদায় করা যায়। অধিকাংশ ধনবান পূরুষ উচ্ছৃংস্তুল হয়, তারা প্রেমিক হয় না। অতএব বেশ্যার পক্ষে ধনদানকারী চেয়ে প্রেমিকই বেশি মঙ্গলকর হয়।

যে ব্যক্তি বেশ্যাকে ধন দেয় এবং নিরস্তর তার কাজ করে দেয় এর মধ্যে কাজ করে দেয় তার শুরুত্বই বেশি। করিংকর্মা পূরুষ বেশ্যার জন্য কাজ করে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে। এবং আরো কাজ করে দিতে আগ্রহ প্রকাশ করে। ধনদাতা পূরুষত ধন দিয়ে দুর্বে সরে যায়, সে নায়িকার উপকারের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে না এই আচার্য বাংসায়নের মত।

প্রভাবশালী পূরুষ বেশ্যার পক্ষে সবচেয়ে হিতকারী বলে গণ্য হয়। কৃতজ্ঞ ও ত্যাগী নায়কদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি ধন দেয়, নায়িকা তাকেই বিশেষভাবে চায়, অনেক আচার্যের এই অভিমত। কিন্তু আচার্য বাংসায়নের বক্তব্য হল দ্বিধনদানকারী পূরুষ বেশ্যার পূর্ব প্রেম, সেবা এবং আমের মূল্য দেয় না। ধনী প্রেমী হঠাত রাগ

করে চলে যায়, কিন্তু কৃতজ্ঞ পূরুষ পূর্ব সেবা ও শ্রম স্মরণ রাখে, সহজে বিরক্ত হয় না, বেশি দোষারোপ করে না, বেশি প্রেমও দর্শন করে না। অতএব সাহা অপেক্ষা কৃতজ্ঞ পূরুষ শ্রেষ্ঠ। বচ্ছ ও অনেক ধন দিতে পারে, কিন্তু সম্মত একটু কথার জন্য রেগে যায়। এই কারণে যে বেশ্যাকে উপেক্ষা করে কিন্তু বেশি টাকা দেয়—সেই বেশ্যার পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ নামক।

বেশ্যার কাছে আদি প্রেমিক বলে থাকে, আহ ঐ সময়েই কোন ধনবান পূরুষ প্রতীক্ষা করে, তবে বেশ্যার উচিত প্রেমিককে অনুনয় বিনয় করে সরিয়ে দেয় ও ধনবান পূরুষের সম্মতি করে তার কাছ থেকে ধন সংগ্রহ করে।

আচার্যগণ বলেন ধনদাতা এবং ইচ্ছাকারক পূরুষদের মধ্যে যে বেশি টাকা পয়সা দেয়, তার সঙ্গে নায়িকার সম্পর্ক ঝাঁকা ছিরোজন। কিন্তু বাংসায়নের মত হল ধনের জন্য বিপদের ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়। সাধারণ বিপত্তিরও ভয়ানক পরিণাম হতে পারে। অতএব যার স্বার্থে সামান্যতম অনর্থ হবার সম্ভাবনা আছে তার সঙ্গ করে, কিন্তু যার কাছে সামান্য ধন পাবার আশা, তাকে বেশ্যা ত্যাগ করে।

বেশ্যারা তিনি প্রকার হয়ে থাকে—গণিকা, কৃপজীবা এবং কৃষ্ণক। এরা ক্রজ্ঞানুসারে উত্তমা, মধ্যমা এবং অধমা হয়ে থাকে।

উত্তম গণিকার পূরুষদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ধন দেবমণ্ডিত, পুরুষ বনন, পুল নির্মাণ, দান-পরোপকার এবং যজ্ঞার্থে ব্রাহ্মণকে সহজ গোদান করতে ও পৃজা আচ্ছায় ভোগ নিবেদন ইত্যাদি সৎকাজে

যায় করে এবং তার থেকে কিছু নিজের জন্যেও রাখে। কৃপজীবা বা মধ্যমা গণিকারা গরমা গড়ানো, বাসন-পত্র কেনা, ঘর সাজানো, দাস-দাসীর ঝাইলা, ঘরের দরকারী জিনিসপত্র এবং সাজসজ্জার প্রসাধন সামগ্রী কেনার জন্য নাগরের কাছ থেকে ধন নেয়। কৃষ্ণদাসী বেশ্যা সাদা কাপড়, সুগরু তেল, সুগরু প্রব্য, খাদ্য সামগ্রী, তাঙ্গুল, সোনা ইত্যাদি ভোগ কর্তৃ সওদা করার জন্য নাগরের কাছ থেকে টাকা পরসা নিয়ে থাকে।

কোন অন্য নায়িকার কাছ থেকে নায়ককে সরিয়ে নেবার জন্য, নায়কের সাহায্যে নিজের প্রতিষ্ঠা এবং উন্নতির জন্য, কোন আরাপ ব্যাপার হাটাবার জন্য এবং নিজের কল্যাণের জন্য বেশ্যার উচিত কম টাকা দিলেও সেই পূরুষের সংসর্গ করে। যে পূরুষ অত্যন্ত প্রভাবশালী, বিপদকালে সাহায্য করতে পারে, সেই পূরুষও বাস্তুনীয়। যদি নায়িকা দেখে অনুক তার সংস্কর ত্যাগ করতে চালছে, তবে যথাসাধা তার কাছ থেকে ধন আদায় করে নেবার চেষ্টা করে এবং সেসকে ত্রেজিনিসের সাহায্যে স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা হতে পারে, যেমন ভূমি, ব্যবসায়ের উপকরণ বা রাজদরবারে চাকরি ইত্যাদি।

যাকে ছাঁচলে বিপদ এবং যার সংস্করে উন্নতি হয়, নায়িকার প্রাণপন চেষ্টায় তার কাছে পৌছে যাওয়া কর্তব্য। যে রাজপ্রিয়, কঠোর বা বার কাছ থেকে ধন বুরু করে মেলে—এমন পূরুষদের থেকে দূরে থাকা প্রয়োজন।

পর্যাপ্ত ধনলাভে, উৎসাহী এবং সামান্য সেবার প্রস্তু হয় এমন নায়কের কাছে বেশ্যার নিজের পয়সা খরচ করেও উপস্থিত হওয়া উচিত।

অর্থ, অনর্থ এবং সংশয়

কখন কখন এমন হয় যে অর্থ লাভের চেষ্টা করতে গিয়ে আর্থের বদলে অনর্থই ঘটে। এর কারণ নিরূপণ—নায়কার বৃদ্ধির দুর্বলতা, বিশেষ কোরার অক্ষমতা, অত্যাছ প্রেম, ক্রেতে, অহংকার, প্রমাদ, গাফিলতি, মিথো দষ্ট, অত্যধিক সরলতা, অক্ষবিশ্বাস, বিনাবিদারে অতিরিক্ত সাহস দেখানো এবং দুর্ভাগ্য।

এইসব অনর্থের ফলস্বরূপ নিচ্ছির্ণত ক্ষতি হয়—

ধনবায় করেও বিপদ থেকে মুক্ত হওয়া যায় না, আসন্ন ধোপাখন না পাওয়ার সম্ভাবনা, হাতের টাঁকা-গুরসা হাতছাড়া হয়ে যাওয়া, অন্যদের দুর্বল্য হজম করা, অযোগ্য পুরুষদের সঙ্গে সহবাসে বাধা হওয়া, প্রাণ সংকট, চুল উঠে যাওয়া, কারাবাস, দৈহিক দণ্ড এবং দেহ ভেঙে গড়ার আশংকা।

এই জন্য বেশ্যার কর্তব্য হল এই ধরণের অনর্থকে প্রথম থেকেই উৎপন্ন হবার স্বৰূপ না দেয়। এবং অতিরিক্ত ধনলাভের অতি লোভ কখনই না করে।

ধর্ম, অর্থ ও কাম—এগুলি সুবিদানকারী ত্রিবর্গ। এর বিপরীত অনর্থ, অধর্ম ও দ্রেষ্ট—এগুলি অনর্থ ত্রিবর্গ এবং পুরুষের কারণ।

কোন পুরুষের সংসর্গে যাবার আগে, এই দুই ত্রিবর্গের ছয় বর্গের সম্পর্কেই বেশ্যা ভালভাবে জিজ্ঞাসা করে এবং ভাল-মন পরিগ্রাম সম্পর্কে বিচার করে নিজের মনের সংশয় দূর করে। এমন যেন না হয় যে শুধু একের জন্য ত্রিবর্গের অন্য দুই বর্গ উপেক্ষিত হয়। ত্রিবর্গের তিনিটি বর্গের উৎপত্তির কারণ ও লাভ দেশে বুঝে কোন পুরুষের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখা উচিত। ধর্ম, অর্থ ও কামের সামঞ্জস্য হলোই ‘অর্থ-ত্রিবর্গ’ সম্পূর্ণ হয়, অন্যথায় ঘটে ‘অনর্থ-ত্রিবর্গ।’

যে নায়কের অভিগমন করলে ধন, প্রসিদ্ধি ও প্রভাব বৃদ্ধি পায়, ভাবিষ্যৎ ধন উপার্জনের রাত্মা খুলে যায়, অন্য লোকেরা সহবাস প্রার্থনা করে, এমন সম্পর্ক থেকেই ধনের অনুবন্ধ বা ক্রম আরম্ভ হয়। এমন নায়ককে উত্তম নায়ক বলা হয় এবং এমন সম্পর্ক বেশ্যার পক্ষে উচিত সম্পর্ক। কিন্তু যে পুরুষের কাছ থেকে ধন নিলেও ভাবিষ্যৎ ধনলাভের রাত্মা সূগাম হয় না, তবে সে সম্বন্ধ অর্থনৈতিকের সম্পূর্ণ বিপরীত হয়। এমন ব্যক্তি যে বেশ্যাসম্মত কিন্তু দরিদ্র এবং অন্য লোকের কাছ ধন নিয়ে বেশ্যাকে দেয়, এমন ব্যক্তির সংসর্গ করলে বেশ্যার প্রতিটাই অতিবন্ধক সৃষ্টি হয়। এমন পরিস্থিতিতে কেবল ধনের জন্য নীচ ব্যক্তির সঙ্গ করলে ধন/উপার্জনে হ্রাস আরম্ভ হয়ে যায়।

কখন কখন—বেশ্যারা বীরপুরুষ ও রাজপুরুষদের সঙ্গে স্বয়ং নিজের টাঁকা খরচ করে এই আশ্চর্য সহবাস করে যে আগামী দিনের বিপদ আপদের হাত থেকে সে-সুরক্ষা পাবে এবং সমাজে প্রভাব-

প্রতিপক্ষি বাড়বে। কিন্তু প্রায়ই বেশ্যাদের এই ধরনের মনোবাসনা পূরুণ হয় না, বরং এতে টাকা খরচের রাজ্ঞি শুধু যাই এবং অর্থের বদলে অনর্থ প্রাপ্তি ঘটে। কৃপণ, কুরুপ এবং কৃতজ্ঞ ও ছল-কপটে দক্ষ যে পূরুষ তার সঙ্গে সমাগম করলেও বেশ্যার অভিগমন নিষ্ফল হয়ে যায়। এই ঘটনাই প্রভাবশালী তথা রাজ-অনুগ্রহপূর্ণ বা রাজার প্রিয় ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলেও অনর্থের অনুবন্ধ সৃষ্টি হয়।

বেশ্যার অর্থের সমানুরূপ এবং কামের অনুবন্ধেরও ব্যবস্থা করা উচিত। কোন কাম-সীড়িত গৃহস্থ ত্রাপ্তের সঙ্গে সহবাস করে তার প্রাপ্তরক্ষা করাকে বলে ধর্মানুবন্ধ, অথচ এমনি বেনি ত্রাপ্তশের সঙ্গে রয়েল করলে তাকে অধর্মের অনুবন্ধ বলে। প্রেমিক-ধনবান নায়কের সাথ রয়েল করা হল কামানুবন্ধ। এতে রক্ষি-সূৰ্য মেলে এবং ভবিষ্যাত সুখের হয়। অস্ত্রচিঠি পূরুষের কামলাজসা বেটানোকে দ্বেষানুবন্ধ বলে। নায়িকার উচিত কামানুবন্ধ, দ্বেষানুবন্ধ, ধর্মানুবন্ধ এবং অধর্মানুবন্ধ ইত্যাদির দ্বেষাল রেখে সব সংশয় নিরসন করে অভিগমন করা।

যদি সহবাসের জন্য পূরুষ সমাগমের আগেই ধন দান করেও সন্দেহের কোন কারণ নেই, যদি পরে দেয় তবেই সংশয়। নায়িকার এই ধরণের অনর্থ রাখা উচিত নয়।

কামুককে নিজের দেহ দান করে ধন প্রহরণ বেশ্যার ধর্ম। যদি এই কামী নির্ধন অর্থাৎ সরিন্দ্র হয় তবে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া ধর্মসঙ্গত

কিনা, এই ধরণের সংশয় বেশ্যার মনে আসতে পারে। যোগ্য পুরুষ সমাগম না হলে, সেক্ষেত্রে বেশ্যা চাকর বা শীচ পুরুষের সমাগম করলে, বেশ্যার বিচার করে দেখা প্রয়োজন এতে দেব সৃষ্টি না হয়। কোন প্রভাবশালী বা ক্ষুদ্র ব্যক্তির সঙ্গে সবজ স্থাপনের পূর্বে (যাকে বেশ্যা ব্যবহার না) বেশ্যা ভালভাবে বিচার করে নেবে এতে অনর্থের আশঙ্কা আছে কিনা। যদি কোন পূরুষ বেশ্যার প্রেমে মরণাপন্ন হয় এবং বেশ্যা তাকে অপছন্দ করে, তবে সেক্ষেত্রে তার চিন্তা করা উচিত যদি এই প্রেমাতৃর পূরুষ মরে যায় ত অধর্ম হবে কিনা। একে ধর্ম সংশয় বলে।

যেখানে ধর্ম, অধর্ম, কাম ও দ্বেষের মিশ্রিত সংশয় ঘটে, সেখানে বেশ্যার উচিত সূচিতম সংশয়ের ভালভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে সংসর্গ করে। যেমন, কোন নবাগত, যে অঞ্জাত কুলশীল তার সঙ্গে রয়েল করে অর্থ বা অনর্থ যে কোন একটা প্রাণ হবার সম্ভাবনা। বেদপাঠী, সপ্তাসী, তপস্থী বা ব্রহ্মচারী কামশীড়িত হয়ে মরণাপন্ন হলে তবে সংজ্ঞাগ ক্রিয়া করে তার প্রাপ্তরক্ষা করার ধর্ম ও অধর্ম দুইই হতে পারে। প্রাণ বাঁচানোর ধর্ম এবং প্রস্তুত্য খণ্ডনে অধর্ম। তাই এক্ষেত্রে ধর্ম ও অধর্মের সংশয় আছে।

কোন বিপ্রবিদ্যাত পূরুষের দোষ-গুণ পরীক্ষা না করেই তারসঙ্গে রয়েল করা 'কামদেব' ছিলেবে গণ্য হয়। এটাও সংশয়বৃক্ষ বিবর।

যখন বেশ্যা কোন নবাগত পূরুষের সংসর্গ করে তার থেকে

ধনলাভ করে। আবার তার পূর্বেকার আসক্ত পুরুষ তাকে ধন দিয়ে চলে যাতে সে অন্য পুরুষের সঙ্গে রুগ্ন না করে। এইভাবে বেশ্যার দুই দিক থেকে অর্থ লাভ হয়। একে পূর্ণ লাভ বলে।

এর বিপরীত ক্ষম্বে বেশ্যা যদি ঝুঁঁ টাকা খরচ করে আসক্ত পুরুষ ও নব আগমন্ত্বকের সমাগম করে তবে দুই দিক থেকেই অনর্থ হয়। নবাগম্ত্বক তাকে ছেড়ে চলে যাও আবার আসক্ত পুরুষ দ্বিবক্ষ বেশ্যার কাছ থেকে ধন ছিনিয়ে নেয়।

বেক্ষেত্রে এমন আশঙ্কা জাগে যে নবাগত ধন দেবে কিনা ঠিক নেই, আবার পুরুনো আসক্ত পুরুষ নবাগত সমাগমের দরুণ ক্রুদ্ধ হয়ে ধন নাও দিতে পারে, সেক্ষেত্রে দুই দিক থেকেই অর্থ সংশয় বুঝে নেয়া প্রয়োজন।

আচার্য বাল্মীয়ের মত নিম্নরূপ— যে বেশ্যার নবাগতের কাছ থেকে অর্থলাভ হয় এবং আসক্ত পুরুষ প্রেমিক হওয়ার দরুন ধন দিয়ে চলে। সেক্ষেত্রে ত উভয় দিক থেকেই লাভ আর লাভ।

দুদিক থেকেই অর্থসংশয় নিম্নলিখিত তিনি অবস্থায় হয়ে থাকে—

প্রথম, নবাগম্ত্বকে টাকা দিয়ে সমাগম নিষ্ফল, কেননা সেই ধন বেশ্যার লোকসান হয় এবং পূর্ব পরিচিত আসক্ত নায়ক এতে ক্রুক্ষ হয়ে অনর্থ ঘটাতে পারে। দ্বিতীয়, নবাগম্ত্বকের সঙ্গে সমাগম করে তারপরে ধন মিলবে সে বিষয়ে সংশয় আছে, আবার নবাগম্ত্বক

সমাগমের কারণে আসক্ত পুরুষ যদি সমাগম না করে, তাতেও অর্থপ্রাপ্তি বৃক্ষ হয়। তৃতীয়ত, বেশ্যা যখন নবাগতের সঙ্গে সমাগম করে তখন পূর্ব পরিচিত নায়ক বিকল্পকারণ করে অনিষ্ট করতে পারে। এর ফলে তার কাছ থেকে পুনর্বার ধনপ্রাপ্তির ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টি হয়।

* এই কারণেই যদি নবাগতের সঙ্গে সমাগম করলে আসক্ত পুরুষের কাছ থেকে ধনলাভ অনিষ্টিত হয়ে পড়ে, তবে নবাগতের সঙ্গে সমাগম করা উচিত নয়।

বেশ্যার উচিত এই অর্থসংশয় এবং অনর্থসংশয়ের স্ফূর্তম পার্থক্য সম্পর্কে জিঞ্চা ভাবনা করে তারপরেই এমন পুরুষের সাথে সমাগম করে যাতে অর্থলাভও ঘটে এবং অনাগত বড় বড় অনর্থের সজ্জবনাও চাপা পড়ে।

বিলাসী পুরুষের অভাবে বেশ্যা নিজের স্থানের লস্পটদের সঙ্গেই সঙ্গেগ করে ধনপ্রাপ্ত হতে পারে। এর জন্যে সে লস্পটদের ঘনে স্পর্শী উসকে দেয়। অনেকক্ষেত্রেই বেশ্যা স্থানীয় লস্পটদের এই লোচন দেখাই— যে ক্ষেত্র তার শ্বানোবসনা পূরণ করবে তার সঙ্গেই নিজের ক্ষেত্রে সমাগম করাবে। তবে বেশ্যার এই দিকে খেয়াল রাখতে হবে যে লস্পট কামুকদের সঙ্গে সহবচ্ছ করায় বাইরে তার বদনাম ছড়াচ্ছে কি না। সঙ্গে সঙ্গে এই পরিস্থিতিতে যে অর্থ ও অনর্থ সংশয় হব সে বিষয়ে ভালভাবে বিচার বিবেচনা করে নিতে হবে।

এখানে অর্থনৈতিক ও সংশয়ের বিচার সমাপ্ত হল।

কহারিন, দাসী, বুলটা, পাতিকে অপমান করে শব্দলে ঘূরেবেড়ানো রমণী বে রমণ করে আবাধে, নটী ও শিল্পকারীদের ঝীগণ – এদের কাপজীবা গনিকা বলে।

বেশ্যার উচিত নিজ অনুকূল উত্তম, মাধ্যম বা অধম নায়ক বেছে নেয়, তাকে প্রসন্ন করে ধনপ্রাপ্তি করে এবং তার বহিঃস্তর, তার সঙ্গে পুনর্মিলন, ভাতোভাবের বিচার, অর্থনৈতিক অনুরূপের সূজ্ঞ বিবেচনা ভালভাবে বুঝে নেয়। বেশ্যার মত আচরণকারী স্ত্রীদের জন্য এই অধ্যায়ে আদেশাবলী সংক্ষিপ্ত হয়েছে।

বেশ্যার নিজ যুবতী কন্যাদের শীল (বৰ্তাব), কাপ, গুণের অনুকূল বিলাসী যুবকদের ডেকে বলে; যে যুবক আমাকে অমুক-অমুক জিনিস এনে দেবে, তাকে আমি আমার কন্যার সঙ্গে সমাগম করতে দেব। এইভাবে তারা কন্যাদের বাজারের বিক্রয় ঘোষ্য পাণ্যের মত রক্ষা করে।

বেশ্যাদের যুবতী কন্যারা নগরের তরুণ পুত্রদের সঙ্গে প্রেম সম্বন্ধ রাখে এবং সংগীত নৃত্য ইতাদি কলা শিক্ষার নাম করে তাদের সঙ্গে মিলিত হয়। যে যুবক কন্যার মাতাকে পর্যাপ্ত ধন দেয়, তার সঙ্গে বেশ্যা নিজ কন্যার প্রথম সমাগম করিয়ে দেয়, যতক্ষণ পর্যন্ত যা তার দাবী করা ধন পুরোপুরি না পায়, ততক্ষণ সে অন্যদের কাছে প্রকাশ করে চলে যে অমুক যুবক দাবী করা ধনের অমুক অংশ দিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সে এও প্রচার করে যে কন্যা এখনো অক্ষত ঘোনি আছে।

ঐ যুবতী কন্যা যার সঙ্গে প্রথম সমাগম করে অর্থাৎ যার কাছে প্রথম দেহ বিক্রি করে, তার সঙ্গে বছরভর বিবাহিত স্ত্রীর সমান দিন যাপন করে এবং আবার নায়িকার সমান আচরণ করে। যদি কখন তার কুমারীত্ব হরণকারী পুরুষ তাকে ডাকে, তবে তার উচিত অন্ত * পুরুষদের উপেক্ষা করে তার সঙ্গে রাত্রি কাটায়। এতে তার সৌভাগ্য বৃদ্ধি ঘটে – এই আচার্যদের অভিভূত।

৩২. ঔষধি এবং শৃঙ্গার প্রসাধন

পূর্ব প্রকরণগুলিতে প্রদত্ত উপায়গুলির দ্বারা যদি পুরুষ স্ত্রীকে আকর্ষণ করতে অসমর্থ হয়, তবে বিকল্প উপায়ের দ্বারা তার নিজেকে আকর্ষক বানান উচিত।

রাতিসূর অভিলাষী পুরুষের কাপ, গুণ, অবস্থান ও দান – এই চারটি জিনিস স্ত্রীদের আকৃষ্ট করে। এই বিশেষ গুণগুলির অভাবে স্ত্রী বা পুরুষের কৃতিত্ব উপায় অবলম্বন করে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলা দরকার। প্রাচীন পুস্তকগুলিতে বর্ণিত স্ত্রীদের সৌন্দর্যবৃদ্ধির বিধিগুলি নিয়ন্ত্রকার। কামসূত্রে অনেক জলাভ্য ভেষজ ও অন্যান্য ঔষধের বর্ণনা আছে। এই অধ্যায়ে শুধু সেই তথ্যগুলিই বর্ণিত হয়েছে যেগুলি সূলভ, সরল এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিক্ষেত্রে প্রসূত বলে মনে হয়।

- তিল, সরিয়া, বন্দি, দাক হলদী, কুঠ-এবং ভিতরের অংশের মিশ্রণ লাগালে শরীরের কাপি সোনার মত হয়। হলদী, নিম,

অমলতাস, অনার শীরীষ এবং লোধ-এর ছাল মিলিয়ে লাগালে
ক্রীলাকের সৌন্দর্যবৃক্ষ হয়।

কালো-তিল, গরেলা, হলুদ সরাসে এবং জীৱা - সমভাগে নিয়ে,
দুধে পিসে লাগালে শীরীষ খুব সুস্বর হয় এবং ত্রণ, দাগ ইত্যাদি দূর
হয়।

এইভাবে বচ, লোদ, ধনিয়া ও গোৰোচন পিসে লাগালে ত্রণ দূর
হয়।

মূলেথি, সাদা সরাসে, লোথের ছাল ও তৃষ্ণাইন ঘবের চৰ্ণের কাথ
লাগালে ক্রীলোকেদের মুখকাটি-বিশেষ বৃক্ষ পায়।

জায়ফলের ও দুধের মিশ্রণ (পেসাই করা) লাগালে ত্রণ বিলীন
হয়ে যায়।

জাল চন্দন, মহীঠ, লোধ, প্রিয়ংগুর ফুল, বটের অঙ্গুর, মসুর
ও কুঠি - এই সব পেসাই করে প্রলেপ দিলে সৌন্দর্য বাড়ে।

মাতৃলুকের ছাল যদি মুখে রেখে তোবে তবে মুখের দুর্গঞ্জ
দূর হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে অপান বায়ুর (দ্রবিত বায়ু) দুর্গঞ্জও
দূর হয়।

আয়ফল, আয়িত্তি, তুলসী, কুংকম এবং কুঠি-এই সবের শুলি
বালিয়ে চুসলেও মুখের দুর্গঞ্জ দূর হয়।

লোধের ছাল, খস, শীরীষ ও পদ্মপাতা মিলিয়ে শীরীষে মালিশ
করলে ক্রীলুকালীন ঘাম দূর হয়।

আম ও আনারসের ছাল, শাঁথের গুঁড়া, তেঁতুল এবং করোড়েঁ-
এর বীজ - এই সব পিসে লেপন করলে দেহের ঘাবতীয় দুর্গঞ্জ
নশ হয়।

পুরুষদের জন্য বাজীকরণ

যে খাদ্য পদার্থ সেবন করলে পুরুষের মৈথুন শক্তি প্রচণ্ড হয়,
তাকে বাজীকরণ বলে। বাজীকরণ সেবনের সময় সংযম রাখা
প্রয়োজন অন্যথায় হানি হয়।

শতাবরীর চৰ্ণ দুধে মিলিয়ে পান করলে কাম শক্তি অত্যন্ত বৃক্ষ
পার এবং পুরুষেন্দ্রির সতত প্রষ্টুত থাকে। মাছ ঘিতে ভেজে খেলেও
অথবা রাত্রে বী ও মূলেটির সঙ্গে দুধ পান করলে সংজ্ঞাগ শক্তি খুব
বাড়ে।

গোথক, তালমখানা, শতাবর, কৌচের বীজ, বড় খরেণ্টি ও
ছেটি খরেণ্টির চৰ্ণ বালিয়ে রাতে দুধের সাথে সেবন করলে উত্তম
ফল হয়।

উরদের থোয়া তাল (এক ধরণের রিউলি ডাল) ঘিতে ধীরে ধীরে
ভেজে এবং গুড়ের দুধের সঙ্গে জাল দিয়ে মধু ও ধীয়ে মিলিয়ে খেলে
মৈথুন শক্তি খুব বেড়ে যায়।

বিদারী কন্দ, কেবাচের বীজ, মিত্তি, মধু, ধী এবং গমের আটা
মিলিয়ে জাল দিয়ে খেলে কাম শক্তি চাঙা হয়।

গুন শক্তি বাড়াবার জন্য নিম্নলিখিত বিধি আছে—মুরগীর ডিম

ভাতের সঙ্গে আগুনের আঁচে সিদ্ধ করে, দুধে খৃটিয়ে থী ও মধুর
সঙ্গে মিলিয়ে থাওয়া বিধেয়।

আকরকরহ্য, শ্রুতি, পিপল, কেসর, লোপ, লাল চন্দন, জমিত্তী
ও জায়ফল - এই সবের চৰ্ণ দুই তোলা করে নিয়ে, শুক্র গন্ধক
ও হোপল আট মাশা করে নিয়ে এবং অফিম আট তোলা-এই সবের
মিশ্রণ করে তিনি তিনি রতির গোলী প্রস্তুত করে রাতে দুধের সাথে
সেবন করা বিধেয়।

শুক্র পারা, গন্ধক, অগ্নিভূষ্য, লোহা তস্ম, কুগা ও সোনার
তস্ম, সোনা মুক্ত্যীর তস্ম, বংশলোচন, এবং তোঁগের বীজের চৰ্ণ
আট আট তোলা নিয়ে, তোঁগের ফোটানো কাথের মধ্যে শুলে
এক এক মাশার গোলী বানিয়ে নিয়ে রাতে দুধের সঙ্গে থাওয়া
বিধেয়।

নীল ও সাদা পদ্মের পরাগরেণ, মিঠী এবং মধু মিলিয়ে ইন্দ্রিয়ের
উপরে প্রলেপ দিলে ইন্দ্রিয় স্তুত্তন হয় এবং পূরুষ সবেগে রতি
করতে পারে।

এই রকমভাবে তিলের তেল, সুহাগা, মৈনসিল, পর্ণরস, কুঠ
ও নেনিয়া পাতার রস-এই সবের প্রলেপ বানিয়ে সাতবিন ইন্দ্রিয়ে
লেপ দিলে ইন্দ্রিয় স্তুত্তন হয়।

পূরুষেন্দ্রিয় স্তুল, পৃষ্ঠ ও দীর্ঘ করার উপায় নীচে দেয়া হল-
নাগবলা, বচ, অস্তগাঙ্কা, গজপীগুল, কনেলের ফুল,- এই সবের

সমান ভাগ নিয়ে মাথনে মিলিয়ে লেপ দিলে পূরুষেন্দ্রিয় খুব পৃষ্ঠ
হয়।

জটামাঃসী, সিংহফল, কুঠ, শতাবরী ও অসগুঁজ এসবের সমান
মাত্তার চৰ্ণ নিয়ে তাকে চারণ্তর পরিমাণ দুধের সাথে মিলিয়ে তিল-
তেলে অল্প আঁচে জ্বাল দিন।

* এই তেল ধর্মন করলে লিঙ্গ স্তুল হয়। শুয়ারের চর্বি মধুতে
মিশিয়ে ইন্দ্রিয়ে লেপন করলেও ইন্দ্রিয় পৃষ্ঠ ও দীর্ঘকার হয়ে
যায়।

মধু, সৈক্ষণ্য লবণ, এবং কবুতরের বীটি - এই তিনের
মিশ্রণ করে ইন্দ্রিয়ের উপরে লেপন করলে জ্বি সমাগমে
বড় অনেক পাওয়া যায়। বকাপনের পাতার রসে মধু মিলিয়ে
ইন্দ্রিয়ে লেপন করে সমাগমের সময় জ্বি খুব দ্রুত রতি সৃষ্টি
শৈশ্বর হয়।

স্ত্রীদের জন্য ঔষধি

এখন স্ত্রীলোকদের জন্য কিছু বিধি বর্ণনা করা হচ্ছে আমলা
বৃক্ষের ছাল দিয়ে যোনি প্রত্যাহ ধূলে বৃক্ষাও ঘূর্বাতীর মত সঙ্গম
করে।

পদ্ম ফুল-দলের সঙ্গে পদ্মবীজের আঁশা ও মিঠী সেবন করলে
এক মাসের মধ্যে স্ত্রীগণের জ্বল দৃঢ় হয়। মুণ্ডীর কাথ তেলে তৃপ্ত
দিয়ে কুনে লেপন করলেও একই ফুল জ্বাল হয়।

প্রিয়ংগু, কুটকী, বচ, লজ্জাবতী লতা এবং হলদী এই সবের সমান ভাগ দিয়ে ভৈসা ও গাওয়া ধী-এর সমান সমান মাঝা তেলের সঙ্গে জ্বাল দিয়ে দশদিন এই মিশ্রন-তৈল তনে রাখিন করে দিলে তন শক্ত হয়ে যাব।

দেবদাক ও পদ্মের কেসর-চূর্ণ এবং হলদির চূর্ণ সমান মাঝায় মিলিয়ে শীর ঘোনিতে মাখলে যেনি সংকুচিত হয়।

এই প্রকারে লোধের ছালের সাথে আখের ধীজ পিসে মৰপ্রসূতার ঘোনিতে প্রিন্সেপ দিলে যেনি সংকুচিত হয়।

স্তী যদি মাসিক হয়ে যাবার পর নাগকেসরের চূর্ণ ধী বা দুধের সাথে পান করে এবং আবার সমাগম করে, তবে তিনি দিনেই সে গর্ভবতী হয়।

গুরুচ ও অশ্বগন্ধা দুধে জ্বাল দিয়ে পান করলে মাসিক ধৰ্ম বজ্ঞ হবার পরেও স্তী আবার গর্ভধারণে সক্ষম হয়।

ক্ষত্রিয়নের পরে সাদা ভটকচৈয়ার মূল দুধের সাথে পেসাই করে পান করলে গর্ভধারণ হয়।

শাঠি, ছোট ভটকচৈয়া ও পীপলের চূর্ণ গাওয়া ধী বা দুধের সাথে পান করলে স্তী গর্ভধারণ করে পৃথ্বী সঞ্চান প্রসব করে।

পরিশেষে আচার্য বাংসায়ন বলেন, তিনি আচার্য শ্বেতকেতু, বাভব্য, দত্তক, সুবর্ণনাভি, গোণদীয়, গোণিকা মুত্র, ঘোটকমুখ ও

কুসুমাচার ইত্যাদির লেখা কামশাস্ত্র অধ্যায়ন-মননের পরে, ঐ সবের প্রয়োগ অনুসরণ করে যত্নপূর্বক সংক্ষেপে এই ‘কামসূত্র’ রচনা করেছেন।

এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য এই নয় যে এটি পড়ে কেবলমাত্র নিজের ইচ্ছা পূরণ করে নেয়া হৈক।

যে ব্যক্তি কাম বিজ্ঞানের সাচা ও শুল্ক সিদ্ধান্তগুলির সঙ্গে পরিচিত ও যে ধৰ্ম-অর্থ-কাম এই ত্রিবর্গের পালন করে এবং লোকাচারের দিকেও লক্ষ্য রাখে, সে যোগীর নাম নিজ ইন্দ্রিয় সমূহকে জ্যোৎ করতে পারে, সে নিজ ইন্দ্রিয়-ইচ্ছার দাস হয় না এবং জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে সফল হতে পারে।

রাজা ভর্তৃহরি যৌবনে কামকলার পূর্ণ প্রয়োগ করেছিলেন। এর ভিত্তিতে তিনি কামোদীপক ‘শৃঙ্গার শতক’ রচনা করেছেন। প্রবর্তীকালে পরিগত বয়সে রাজা ভর্তৃহরি বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। এবং বৈরাগ্য বিদার অনুশীলন করে ‘বৈরাগ্য শতক’ রচনা করেন। ‘ভর্তৃহরি শতক’ আজও পঠিত হয়। সুতরাং যে কোন ব্যক্তি সেযুগে কামকলার অনুশীলনাতে পরিগত বয়সে যোগী জীবন যাপন করতে প্রয়ত্নেন।

ভারতীয় প্রাচীন সংস্কৃত ও ধার্ম সংসার জীবনের তথ্য সমাজ জীবনের জীবন চর্চায় প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয় দিককেই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। নিবৃত্তি অর্থাৎ যোগাই শ্রেষ্ঠ। বিষ্ণু প্রবৃত্তি অর্থাৎ ‘ভোগ’ বাসনা চারিতার্থ না হলে নিবৃত্তমাণে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। তাই নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রবৃত্তিকেও অর্থাৎ কামভোগকেও বিশেষভাবে গুরুত্ব

দেযা হয়েছে। তাই দেখা যাই কামশাস্ত্রের উপর গভীর অনুশীলনের
প্রয়োগ। কামশাস্ত্র সম্পর্কে অনেক শাস্ত্র রচনা করা হয়েছে।

কামশাস্ত্র রচনার মূল উদ্দেশ্যই হোল সংসার আশ্রাম অর্থাৎ
প্রবৃত্তি মার্গে চলমান জনগণকে ব্যথাযথ ও সংযত কামভোগের শিক্ষা
দেয়া। কামানুশীলন অর্থাৎ সংজ্ঞাগ ও অধ্যাত্ম সাধন সংসার আশ্রামে
একই সঙ্গে চলতে থাকবে। সুতরাং একথা বলা যেতে পারে
বাংস্যায়নের ‘কামসূত্র’ ভারতীয় জনগণের দেহ, মন ও আত্মার
পরিপূর্ণ বিকাশকেই বিবর করে। নিছক কৃতঙ্গলি ঘোন উদ্দেশক
মাংসল লীলার বর্ণনাই এর উন্দেশ্য নয়।

জগদগুরু, সর্বত্যাজী সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্য খন্ম সেব্যুগের শুভী
পণ্ডিত-প্রবর মহান মিশ্রের সঙ্গে যখন শাস্ত্র-বিতরকে অবস্তীর্ণ হন,
তখন পণ্ডিতের ভার্যা সরস্বতী দেবী কামশাস্ত্র সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন
করেন আচার্য শংকরকে। কিন্তু আচার্য বল ব্রহ্মচারী ইওয়ার দেহ
মুহূর্তে উন্তর দিতে অসমর্থ হন এবং সরস্বতী দেবীর কাছে সহয়
চেয়ে নেন। দু'যাস সময় চেয়ে নিয়ে তিনি অলোকিক পদ্ধতিতে
কামশাস্ত্র সম্পর্কে বাস্তব জড়িততালক জ্ঞান অর্জন করেন। এর পরে
তিনি কামশাস্ত্র সম্পর্কে একটা বইও লেখেন। তারপরে সরস্বতী
দেবীকে তাঁর কামশাস্ত্রীয় প্রশ্নের উন্তর দেন এবং তর্কযুক্ত জয়লাভ
করেন। এই প্রতিকী ঘটনার বেৰা যায় যে ভারতবর্ষের সনাতন
জ্ঞান-চর্যার কামশাস্ত্রকে অন্যান্য জ্ঞানগত শাস্ত্রের মতই একটি পূর্ণাঙ্গ
শাস্ত্র বলে স্থিকার করা হত। আচার্য বাংস্যায়ন রচিত ‘কামসূত্র’ তাই
ব্যথাথাই একটি ভারতীয় শাস্ত্র যা বিশ্বের দরবারেও সমাদৃত
হয়েছে।